কিংশুক

ভাগ — I

শ্রেণি — III

(রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার, পাটনা কর্তৃক বিকশিত)

বিহার স্টেট টেক্সট্‌বুক পাবলিশিং কর্পোরেশন লিমিটেড, পাটনা

নির্দেশক (মাধ্যমিক শিক্ষা), মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিহার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ।

সর্ব শিক্ষা অভিযান কার্যক্রমের অন্তর্গত
পাঠ্য পুস্তকের নিঃশুল্ক বিতরণ ।
ক্রয় বিক্রয় দণ্ডণীয় অপরাধ ।

সৌজন্যেঃ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার, পাটনা ।

© বিহার স্টেট টেক্সট্‌বুক পাবলিশিং কর্পোরেশন লিমিটেড

সর্ব শিক্ষা অভিযানঃ 2012 - 13

বিহার স্টেট টেক্সটবুক পাবলিশিং করপোরেশন লিমিটেড, পাঠ্য পুস্তক ভবন, বুদ্ধ মার্গ, পাটনা - 800 001 দ্বারা প্রকাশিত এবং

প্রস্তাবনা

মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিহার সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে জুলাই 2007 থেকে বিহার রাজ্যের মাধ্যমিক শ্রেণিগুলির (I - X) জন্য নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। ভাষা শিক্ষার এই নতুন পাঠ্যক্রমের উপর নির্ভর করে S.C.E.R.T কর্তৃক বিকশিত এবং বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম কর্তৃক প্রচ্ছদ অলঙ্করণ করে মুদ্রিত করা হোল। এই বইটিকে বিহার রাজ্যের পাঠ্য পুস্তক রূপে স্বীকৃত করা হয়েছে।

বিহার রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার (শ্রেণি – I থেকে XII) গুণগত মান বজায় রেখে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার সফল রূপকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতীশ কুমার, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী হরি নারায়ণ সিং এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের মুখ্য সচিব শ্রী অঞ্জনী কুমার সিংহ। এঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের প্রত্যাশা এই বইগুলি রাজ্যের বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের জন্য জ্ঞানউপযোগী প্রমাণিত হবে। S.C.E.R.T র নির্দেশকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস বর্তমান বইটি যুগোপযোগী এবং শিক্ষার্থীদের চেতনার বিকাশে সহায়ক হবে। যদিও বিকাশ ও পরিবর্ধনের যথার্থতা ভবিষ্যতই নিরূপিত করবে তবুও প্রকাশন এবং মুদ্রণে উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রতি দায়বদ্ধ বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম সর্বদাই অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণ করতে আগ্রহী। এর ফলে দেশের শিক্ষা জগতে বিহার রাজ্য শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণের অধিকারী হতে পারবে।

বিহার রাজ্য পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশন নিগম লি০

দিক্ নির্দেশ - সহ্ পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমন্বয় সমিতি

* **শ্রী রাজেশ ভূষণ,** রাজ্য পরিযোজনা নির্দেশক
  বিহার শিক্ষা পরিযোজনা - পাটনা
* **শ্রী মুখদেব সিং** - ক্ষেত্রীয় শিক্ষা উপনির্দেশক
  তিরহুত প্রমন্ডল
* **শ্রী বসন্ত কুমার** -- শৈক্ষিক নিবন্ধক,
  বি. এস. টি. পি. সি. পাটনা
* **ড. শ্বেতা শান্ডিল্য** — শিক্ষা বিশেষজ্ঞ,
  ইউনিসেফ, পাটনা
* **শ্রী হাসান ওয়ারিস** — নির্দেশক
  এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা
* **শ্রী রামেশ্বর পান্ডেয়** -- কার্যক্রম পদাধিকারী,
  বিহার শিক্ষা পরিযোজনা - পাটনা
* **ড. এস. কে. মোইন**
  বিভাগাধ্যক্ষ, এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা
* **ড. জ্ঞানদেব মণি ত্রিপাঠি** — প্রাচার্য,
  টি. আই. এইচ. এস, পাটনা

সংযোজক :

ড০ স্নেহাশিস দাস — অধ্যাপক, শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ, এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা

বাংলা ভাষা পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমিতি

পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় — অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান (বাংলা) বি. এন. কলেজ, পাটনা

ড০ বীথিকা সরকার — শিক্ষক পাটনা কলেজিয়েট স্কুল (সংকলক)

ড০ সাধনা রায় — অধ্যাপক কলেজ অফ কমার্স, পাটনা, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়

ড০ বর্ণালী বসাক — অধ্যাপক গর্দানীবাগ রাজকীয় মহিলা মহাবিদ্যালয় পাটনা

কৃষ্ণকলি ভট্টাচার্য — সহশিক্ষক, মারওয়াড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, পাটনা সিটি

ড০ শুভ্রা চৌধুরী — সহশিক্ষক, রঘুনাথ প্রসাদ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, পাটনা

গৌরদাস বর্মণ, প্রধান শিক্ষক, চৌতরোয়া, পশ্চিম চম্পারণ

শঙ্কর কুমার সরকার, সহশিক্ষক, মধ্য বিদ্যালয়, মঝারিয়া কলোনী, বেতিয়া,

শুভলক্ষ্মী লাহিড়ী — সহশিক্ষক, রবীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, পাটনা

অনিতা মল্লিক — সহশিক্ষক, রবীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, পাটনা

ড০ শামা পরভীন — সহশিক্ষক, রাজকীয় মধ্যবিদ্যালয় পালি, বিহিটা,

সমীক্ষক :

ড০ গুরুচরণ সামন্ত — অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান (বাংলা), কলেজ অফ কমার্স, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়

ড০ রাত্রি রায় — অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা — ইউনিসেফ

মুখবন্ধ

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2005 এবং বিহার রাজ্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2006 এর উপর ভিত্তি করে বিকশিত ও নতুন পাঠ্যসূচির উপর নির্ভর করে এই বইটি রচিত হয়েছে । এই বইটি রচনাকালে মনে রাখা হয়েছে — "শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল বিহারের স্কুল সমূহের শিক্ষার্থীদের এমনভাবে সক্ষম করে গড়ে দেওয়া যাতে তারা নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং সেই লক্ষ্য পূরণে যথাসম্ভব সার্থক ও সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে। সেই সঙ্গে একথাও যেন তারা বুঝতে পারে যে সমাজের অন্যান্যদেরও এই ধরনের চেষ্টা করার পূর্ণ অধিকার আছে ।" এই শিক্ষাক্রম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে বিদ্যালয় জীবন ও তার বাইরের জীবনচর্যার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থাকা উচিত নয় । পাঠ্যপুস্তক ও তার বাইরের জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত ।

এই বইটিতে শিক্ষার্থীদের কল্পনা শক্তির বিকাশ, তাদের সৃজনীশক্তি, তাদের প্রশ্ন করা ও উত্তর পাবার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও সৃজনাত্মক যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পৃষ্টপোষক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে । শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদেরও এই প্রশ্নে একমত হওয়া উচিত । শিক্ষার্থীদের বইয়ের প্রতি অভিরুচি বাড়াবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে । মূল পাঠ ও তৎসংলগ্ন অনুশীলনীতে দেওয়া প্রশ্নগুলিকে ছাত্রদের উপযোগী করে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে পরিবেশন করতে হবে । গ্রন্থটি বিকশিত করার সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা হয়েছে । গ্রন্থ রচনার সময় স্মরণে রাখা হয়েছে প্রবহমানতার সঙ্গে সাহিত্যের সৃজনশীলতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এমন চিত্তাকর্ষক-ভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে তা যেন বোঝা না মনে হয় ।

হাসান ওয়ারিস

নির্দেশক

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ,
পাটনা, বিহার

সংকলকের প্রতিবেদন

নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে তৃতীয় শ্রেণির জন্য এই সংকলন প্রকাশিত হোল । বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি ও লেখকদের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির নির্বাচিত অংশ নিয়ে এই পুস্তকটি রচনা করা হয়েছে । বর্তমান যুগের শিক্ষার্থীদের মনে বাংলা গদ্য ও পদ্যের ধারাবাহিক বিকাশ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বুনিয়াদি ধারণা গড়ে দেওয়াই বর্তমান সংকলনের মূল উদ্দেশ্য। বাংলা ভাষার নানা ধরনের রচনার মধ্যে দিয়ে বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে।

একটা বাঁধা ধরা সময় সীমার মধ্যে পাঠ্যপুস্তক শেষ করে পরীক্ষায় বসতে হয় । এই সীমাবদ্ধতাকে মনে রেখে শিক্ষার্থীদের চেতনার বিকাশের সহায়করূপে বইটি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে । যে ভাবধারা, মতান্ধতা ও অন্য প্রকার প্রগতি বিরোধী সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয় সেই জাতীয় ভাবধারা-সম্বলিত লেখা এখানে পরিহার করে সংবেদনশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক প্রগতিশীল রচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, দেশবরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিশুমনের অহেতুক ভীতি, শিশুমনের কল্পনা, বিজ্ঞান চেতনার বিকাশে সহায়ক লেখাগুলিকে চয়ন করা হয়েছে ।

শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য একটি পাঠের খানিকটা অংশ পড়ার পর পাঠ্যাংশের সম্ভাবিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলি বড়রা পড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে । এই অংশটি ছোটদের পড়ার জন্য নয় । মূল পাঠের শেষে বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়েছে, যার শীর্ষক **'পাঠ বোধ'**।

বর্তমান পাঠ্যপুস্তকটিতে যথাসম্ভব পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত সরল বানান অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কম্প্যুটরে ছাপার সুবিধার জন্য যুক্তাক্ষর গুলির সরল রূপ দেওয়া হয়েছে । উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হোল । যেমন — **রু, — রু, শ্রু — শ্রু, গু — গু, স্তু — স্তু, বাড়ী — বাড়ি, পাখী — পাখি, শ্রেণী — শ্রেণি, কাহিনী — কাহিনি ইত্যাদি ।**

জেনে রেখো, বিশিষ্ট লেখক ও কবিদের সংকলিত পাঠগুলিতে পুরোনো বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে । বর্তমানে সেই বানানগুলির সরল রূপ **'পাঠ পরিচয়'** ও **'পাঠ বোধে'** দেওয়া হোল । শিক্ষার্থীরা তাদের লেখাতে এই নতুন বানান অনুসরণ করবে ।

'কী' এবং **'কি'** এর সংশয় দূর করবার জন্য জেনে রাখা প্রয়োজন, কোনো প্রশ্নের উত্তর কেবল **'হ্যাঁ'** কিংবা **'না'** হলে **'কি'** প্রয়োগ হবে । যেমন – তুমি কী খাচ্ছ ? উত্তর - চিনেবাদম খাচ্ছি । এই পার্থক্য বিশদভাবে নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া হয়েছে ।

শিশুদের পাঠ্য তার পরবর্তী স্তর কিংশুক । কিংশুকের অর্থ পলাশ ফুল । পলাশ ফুলের রঙ উজ্জ্বল লাল । রঙটি জীবনের অফুরন্ত শক্তির দ্যোতক । পলাশ গাছ সাধারণতঃ জন্মায় কঠিন মাটির ওপর । মাটির কঠোরতা তার স্বাভাবিক পরিস্ফুটনে অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে না । আমাদের দেশে শিশুরাও বেড়ে ওঠে প্রতিকূল পরিবেশের বাধাকে অতিক্রম করে । তাদের কথা মনে রেখেই এই বইটির নামকরণ করা হয়েছে ।

নব প্রজন্মের নবীন শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে যুগোপযোগী এই বইটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূলকভাবে রচিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি সাধনে শিক্ষার্থী ও মাননীয় শিক্ষকগণের গঠনমূলক সৃজনশীল পরামর্শ আমরা অত্যন্ত আনন্দ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করব ।

শিক্ষার্থীরা যাতে কেবলমাত্র মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে সেইজন্য শিক্ষকদের যথারীতি যত্নবান হয়ে তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করতে অনুরোধ করা হচ্ছে ।

বীথিকা সরকার

কোথায় কি আছে

শ্রেণি — 3

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
1.	ঘুম জাগানো পাখি	(পদ্য)	কাজি নজরুল ইসলাম	1 - 3
2.	পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	(গদ্য)		4 - 7
3.	কে বড়ো	(পদ্য)	ঈশ্বর গুপ্ত	8 - 10
4.	আমার ছেলেবেলা	(গদ্য)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	11 - 16
5.	পরীর দান	(গদ্য)		16 - 20
6.	কাজের লোক	(পদ্য)	নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	21 - 24
7.	গাছপালা ও নদীর জল	(গদ্য)	মনতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	25 - 30
8.	হাট	(পদ্য)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	31 - 35
9.	সাজঘর	(নাটক)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	36 - 42
10.	স্বাধীনতার সুখ	(পদ্য)	রজনীকান্ত সেন	42 - 45
11.	সমাজ বন্ধু	(গদ্য)		46 - 49
12.	গেঁয়ো ইঁদুর আর শহুরে ইঁদুরের গল্প	(গদ্য)	ঈশপের গল্প	50 - 53
13.	গরু কি আর সাধে বলে	(পদ্য)	ভবানী প্রসাদ মজুমদার	54 - 57
14.	প্রদীপের বন্ধুরা	(গদ্য)		58 - 63
15.	পাখির মতো	(পদ্য)	আল মাহমুদ	64 - 69
16.	শেয়াল কেন হুক্কা হুয়া করে	(গদ্য)	সুনির্মল বসু	70 - 73
17.	মনের বহর	(পদ্য)	তমাল চট্টোপাধ্যায়	74 - 77
18.	গামছা পরা রাজকন্যার গল্প	(গদ্য)	নবনীতা দেবসেন	78 - 85
19.	ঋতু	(পদ্য)		86 - 88
20.	সূর্যের সিঁড়ি	(গদ্য)	দীপান্বিতা রায়	89 - 93
21.	উচ্চে উঠার মই	(পদ্য)	অপূর্ব দত্ত	94 - 97
22.	চিঁ চিঁ	(গদ্য)	গৌর বৈরাগী	98 - 107
23.	ছবিতে গল্প		সুকুমার রায়	108

ঘুম জাগানো পাখি

কাজী নজরুল ইসলাম

আমি হবো সকালবেলার পাখি
সবার আগে কুসুমবাগে উঠবো আমি ডাকি ।
সূয্যিমামা জাগার আগে উঠবো আমি জেগে
হয়নি সকাল ঘুমো এখন মা বলবেন রেগে ।
বলবো আমি আল্‌সে মেয়ে, ঘুমিয়ে তুমি থাকো,
হয়নি সকাল, তাই বলে কি সকাল হবে নাকো ?
আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে,
তোমার মেয়ে উঠলে মা গো রাত পোহাবে তবে ।
ঊষা দিদি ওঠার আগে উঠবো পাহাড় চূড়ে
দেখবো নিচে ঘুমায় শহর শীতের কাঁথা মুড়ে,
ঘুমায় সাগর বালুচরে নদীর মোহানায়
বলবো আমি, 'ভোর হলো যে, সাগর ছুটে আয়' ।

ঝর্ণা মাসি, বলবে হাসি, 'খুকি এলি নাকি' ?
বলবো আমি, 'নইকো খুকি, ঘুম-জাগানো পাখি'।

জেনে রাখো ঃ

কুসুম	=	ফুল	ঊষা	=	ভোরবেলা
বাগ	=	বাগান	মোহনা	=	নদীর মুখ
আল্‌সে	=	কুঁড়ে	পোহাবে	=	শেষ হবে।

পাঠবোধ

1. ঠিক বানানটিতে (√) চিহ্ন দাও ঃ

কুসুম	--	কূসুম	বালুচর	--	বালুচড়
ঝর্না	--	ঝর্ণা	সূয্যিমামা	--	সুজ্যিমামা
উষা	--	ঊষা	মহনা	--	মোহনা
শিত	--	শীত	পাহার	--	পাহাড়

উত্তর লেখো ঃ

2. কবিতাটি কার লেখা ?
3. তুমি পাখি হলে কী করবে ?
4. শীতকালে কী মুড়ি দিয়ে ঘুমাই ?
5. তুমি কি কখনো পাহাড়ে উঠেছো ?
6. তুমি ঝর্ণা দেখেছো কি ?

7. নিচের বর্ণগুলি ঘিরে ঘিরে শব্দ বানাও ঃ

স	দি	দি	থা	কো
কা	ঊ	আ	ম	রা
ল	ষা	পা	খি	ত
হা	পা	হা	ড়	ত
সি	সা	গ	র	বে

8. বাক্য বানাও ঃ

আল্‌সে, পাখি, মা, সাগর, ঝর্ণা

9. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

ঘুম —

আগে —

সকাল —

মেয়ে —

শহর —

করো ঃ

10. কবিতাটি মুখস্থ করো ঃ

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ওরে ঠাকুরদাস ? দেখ গে যা, আজ আমাদের বাড়ীতে এক নবাগত এসেছে । বললেন রামজয় তর্কভূষণ ছেলে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে । ঠাকুরদাস কোমরগঞ্জের হাট থেকে ফিরছিলেন । মঙ্গলবারের হাট । তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন বাড়ির ভিতর । রামজয় ঠাকুরদাসকে বললেন--তোর এই ছেলে হবে ভীষণ এক-গুঁয়ে । পরে এই 'একগুঁয়ে' ছেলেটিই হয়েছিলেন ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. রামজয় তর্কভূষণের ছেলে কে ?
2. ঈশ্বরচন্দ্র কবে জন্মগ্রহণ করেন ?
3. ঈশ্বরচন্দ্র কোন জেলার কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ?
4. তাঁর মায়ের নাম কী ?
5. তাঁর বাবার নাম কী ?

ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করলেন ১৮২০ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর । খুবই গরীব ব্রাহ্মণের ঘরে, মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে তাঁর জন্ম । মা ভগবতী দেবী, বাবা ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় । ঠাকুরদাসকে ছোট বেলা থেকেই বেরোতে হয়েছিল অর্থোপার্জনে, লেখাপড়া শেখার সুযোগ হয়নি তাঁর। কলিকাতায় মাসে পাঁচ টাকা বেতনের কাজ করতেন এবং সব টাকাটাই বাড়ি পাঠিয়ে

নিজে অতিকষ্টে কলিকাতায় দিন কাটাতেন।

কালো, বেঁটে মস্তবড় মাথাওয়ালা ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন খুবই দুরন্ত। পাঁচ বছর বয়সের সময় ঈশ্বরকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হোল । দুরন্ত হলে কি হবে পড়াশোনায় ঈশ্বর খুব ভাল । তিন বছরের মধ্যে পাঠশালার পড়া শেষ করলেন তিনি। পণ্ডিত-মশায় বললেন, 'একটি ছেলের মতো ছেলে ঈশ্বর, খুব বড়ো মানুষ হবে ঠিক মতো পড়ালে।'

পড়ে কী বুঝলে ?
1. কত বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রকে পাঠশালায় ভর্তি করা হয় ?
2. ঈশ্বরচন্দ্র কীভাবে কোলকাতায় এলেন ?
   (ক) পায়ে হেঁটে (খ) গরুর গাড়িতে
   (গ) রেলগাড়িতে
3. তিনি ইংরাজি অংকগুলি কী দেখে শিখেছিলেন ?

থাকা-খাওয়ার যত কষ্টই হোক ঠাকুরদাস ঈশ্বরকে কোলকাতায় নিয়ে এলেন । তখনও রেলগাড়ী হয়নি, সুতরাং পায়ে হেঁটে কোলকাতায় আসতে হয় । পথে 'মাইল ষ্টোন' দেখে ঈশ্বর ত অবাক! বাবাকে কৌতূহলভরে জিজ্ঞেস করেন—'বাটনা-বাটা শিলের মতো ওগুলি কি বাবা ?' 'মাইল ষ্টোন !' -- বাবা হেসে উত্তর দেন। 'ওর গায়ে অংক লেখা আছে, তা দিয়ে পথের দূরত্ব বোঝা যায় ।' ঈশ্বর ইংরেজীতে লেখা এক-দুই-তিন অংকগুলি দশ পর্যন্ত পথ চলতে চলতেই শিখে ফেললেন।

কোলকাতায় ঠাকুরদাস থাকতেন বাবার বন্ধু ভাগবত চরণ সিংহের বাড়িতে, বড়বাজারে । ঈশ্বরও সেই বাড়িতেই উঠলেন । ভাগবত চরণের ছেলে জগৎ দুর্লভের বিধবা ছোট মেয়ের নাম ছিল রাইমণি। ঈশ্বরকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং ঈশ্বর তাঁকে 'ছোড়দি' বলে ডাকতেন । এই ছোড়দির স্নেহ, দয়া, সুবিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর প্রভাব ঈশ্বরের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল ।

ঈশ্বর কোলকাতার স্বরূপচন্দ্র দাসের পাঠশালায় প্রথমে ভর্তি হলেন । তিন মাসের মধ্যে পাঠশালার পড়া শেষ হয়ে গেল তাঁর । তারপর ঠাকুরদাস তাঁকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দেন। ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমে ক্রমে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, স্মৃতি, বেদান্ত, ন্যায় ও দর্শন অধ্যয়ন করেন এবং প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করেন। শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে কলেজের পণ্ডিতেরা তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধি দিলেন ।

পড়ে কী বুঝলে ?
1. ঈশ্বরচন্দ্র কোলকাতার কোন জায়গায় থাকতেন ?
2. পাঠশালার পড়া শেষ করে তিনি কোন কলেজে ভর্তি হন ?
3. ঈশ্বরচন্দ্রকে কারা বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত করলেন ?

জেনে রাখো ঃ

বিদ্যাসাগর -- যাঁর জ্ঞান সাগরের মত বিশাল ।

নবাগত -- যে নতুন এসেছে ।

অর্থোপার্জন -- টাকা উপার্জন করা ।

সদ্‌গুণাবলী -- ভাল গুণগুলি

মাইলষ্টোন -- মাইলের চিহ্ন লেখা থাকে যে পাথরে ।

সুবিবেচনা -- ভাল বিচার ।

উত্তীর্ণ -- সফল হওয়া ।

পাঠবোধ ঃ

খালি জায়গাগুলিতে শব্দ ভরো ঃ

1. **তোর এই ছেলে ভীষণ ....** । (একগুঁয়ে / বদমেজাজি)
2. **এই ছেলেটিই হয়েছিলেন .... ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর** । (ভারত বিখ্যাত/ কুখ্যাত)
3. **মেদিনীপুর জেলার............................. গ্রামে তাঁর জন্ম** । (মানসিংহ / বীরসিংহ)
4. **দুরন্ত হলে কি হবে.............................. ঈশ্বর খুব ভাল** । (পড়াশোনায় / খেলাধুলায়)

যে কথাগুলি ঠিক নয় সেগুলির পাশে (X) দাগ দাও ।

5. রামজয় ঠাকুরদাসকে বললেন --- তোর এই ছেলে হবে ভীষণ একগুঁয়ে ☐
6. ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম খুবই ধনী ব্রাহ্মণের ঘরে হয়েছিল ☐
7. পাঁচ বছর বয়সের সময় ঈশ্বরকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হোল ☐
8. কালো, বেঁটে মস্তবড় মাথাওয়ালা ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন খুবই শান্ত ☐
9. ঈশ্বরচন্দ্র কোলকাতার স্বরূপচন্দ্র দাসের পাঠশালায় প্রথমে ভর্তি হলেন । ☐

কে বড়ো

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

আপনারে বড়ো বলে, বড়ো সেই নয়,
লোকে যারে বড়ো বলে, বড়ো সেই হয় ।
বড়ো হওয়া সংসারেতে কঠিন ব্যাপার,
সংসারে সে বড়ো হয়, বড়ো গুণ যার ।
হিতাহিত না বুঝিয়া মরে অহংকারে,
নিজে বড়ো হতে চায়, ছোট বলি তারে
গুণেতে হইলে বড়ো, বড়ো বলে সবে,
বড়ো যদি হতে চাও, ছোট হও তবে ।

জেনে রাখো ঃ

আপনারে – নিজেকে

যারে – যাকে

হিতাহিত – উপকার ও অপকার (হিত ও অহিত)

অহংকার – গর্ব

পাঠ পরিচয় ঃ

কেউ নিজের ভালো গুণগুলি যদি নিজেই সবাইকে বলে প্রশংসা পেতে চায় তবে সে কখনই প্রশংসার যোগ্য হতে পারে না । তার অহংকার তাকে আরও ছোট করে তোলে । অপরের মুখে তার গুণের প্রশংসাই

তাকে বড়ো করে তোলে। সেইজন্য নিজেকে প্রশংসার যোগ্য করে তোলার জন্য নম্র ও কোমল স্বভাব হতে হবে।

পাঠবোধ

1. 'হ্যাঁ' বা 'না' তে উত্তর দাও।

(ক) নিজেকে যে বড়ো বলে, বড়ো সেই হয়।

(খ) লোকে যাকে বড় বলে, সেই বড়ো হয়।

(গ) সংসারে সে বড় হয়, বড়ো গুণ যার।

(ঘ) বড়ো হতে গেলে, ছোট হওয়া দরকার।

2. শূন্যস্থানে কবিতার কথা বসাও।

(ক) লোকে যারে বড়ো বলে, ... সেই হয়।

(খ) বড়ো হওয়া সংসারেতে .... ব্যাপার।

(গ) .... হইলে বড়ো, বড়ো বলে সবে,

(ঘ) বড়ো যদি হতে চাও, ... হও তবে।

উত্তর দাও ঃ

3. 'কে বড়ো' কবিতাটির কবি কে ?

4. তোমার পাঠ্যপুস্তকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিত কবিতাটির নাম কী ?

5. নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করা উচিত কী ? তোমার কী মনে হয় ?

6. বড়ো হওয়ার জন্য গুণ চাই, নাকি অহংকার চাই ?

7. বড়ো হওয়ার জন্য, ছোট হতে গেলে কেমন স্বভাবের হতে হবে ?

8. 'কে বড়ো' কবিতাটি থেকে সঠিক অক্ষর বেছে নিয়ে শব্দগুলি তৈরি করো ঃ

সং ....র,	অহং .... র
ব্যা .... র,	হিতা .... ত
.... ঠিন,	.... পনারে।

উত্তর দাও ঃ

10. ঈশ্বরচন্দ্রের বাবার নাম কী ছিল ?
11. ঈশ্বরচন্দ্র কার সঙ্গে কোলকাতায় গিয়েছিলেন ?
12. "বাটনা - বাটা শিলের মতো ওগুলি কী" ? কে বলেছে ?
13. পন্ডিত মশাই কার কথা বলছেন ? "একটি ছেলের মতো ছেলে হবে পড়ালে"।
14. ঈশ্বরচন্দ্র কাকে ছোড়দি বলে ডাকতেন ?
15. ঈশ্বরচন্দ্র কি জন্য বৃত্তি পুরস্কার পেতেন ?
16. শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে কলেজের পন্ডিতেরা ঈশ্বরচন্দ্রকে কী উপাধি দিয়েছিলেন ?

17. শুদ্ধ করে লেখো ঃ

ভিষণ	সুর্য
বিকাষ	বিখ্যত

18. বচন —

যা দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা অথবা পরিমাণ বোঝায়, তাকে বচন বলে ।
বচন দু রকম — এক বচন ও বহুবচন ।

একবচন — একজন ব্যক্তি বা একটি মাত্র সংখ্যা বোঝালে একবচন হয় । যেমন, আমি, তুমি, সে, রাম, বালক, মেয়ে ।

বহুবচন — একের বেশি ব্যক্তি অথবা অনেকগুলি সংখ্যা বোঝানো হলে, বহুবচন হয় । আমরা, তোমরা, তারা । রামেরা, বালকেরা, মেয়েরা ।

বহুবচনে লেখো ঃ

পত্র	বন্ধু
ছবি	পায়রা

9. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

বড়ো ——

কঠিন ——

গুণ ——

মরা ——

নিজের ——

10. নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য বানাও ।

সংসার	গুণ
অহংকার	কঠিন
বড়ো	লোক

আমার ছেলেবেলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাল্কিখানা ঠাকুরমাদের আমলের । খুব দরাজ বহর তার, নবাবি ছাঁদের। ডাণ্ডা দুটো আট আট জন বেহারার কাঁধের মাপের । হাতে সোনার কাঁকন, কানে মোটা মাকড়ি, গায়ে লাল রঙের হাতকাটা মের্‌জাই-পরা বেহারার দল সূর্য-ডোবার রঙিন মেঘের মতো সাবেক ধন-দৌলতের সঙ্গে সঙ্গে গেছে মিলিয়ে। এই পাল্কির গায়ে ছিল রঙিন লাইনে আঁকজোক কাটা, কতক তার গেছে ক্ষয়ে; দাগ ধরেছে যেখানে-সেখানে, নারকোলের ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে ভিতরের গদি থেকে। এ যেন এ কালের নাম কাটা আসবাব--পড়ে আছে খাজাঞ্চি খানার বারান্দার এক কোণে । আমার বয়স তখন সাত-আট বছর । এ সংসারে কোন দরকারী কাজে আমার হাত ছিলনা; আর ঐ পুরানো পাল্কিটাকেও সকল দরকারের কাজ থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে । এই জন্যই ওর উপরে আমার এতটা মনের টান ছিল । ও যেন সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপ, আর আমি ছুটির দিনের রবিন্‌সন ক্রুশো, দরজার মধ্যে ঠিকানা হারিয়ে চারিদিকের নজরবন্দী এড়িয়ে বসে আছি ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. পাল্কিটি কোন্ সময়কার ছিল ?
2. লেখক কাকে সমুদ্রের মাঝখানের দ্বীপ বলেছেন ?
3. দীনু স্যাকরা কার কাছে পাওনার দাবি জানাতো ?

তখন আমাদের বাড়ি ভরা ছিল । ঠিকানা নেই, নানা মহলের চাকর-দাসীর নানা দিকে হৈহৈ

ডাক। সামনের উঠোন দিয়ে প্যারী দাসী ধামা কাঁধে বাজার নিয়ে আসছে তরি তরকারী; দুখন বেহারা বাঁখ কাঁধে গঙ্গার জল আনছে; বাড়ির ভিতর চলেছে তাঁতিনি নতুন ফ্যাশান-পেড়ে শাড়ির সওদা করতে; মাইনে-করা যে দীনু স্যাকরা গলির পাশের ঘরে বসে হাপর ফোঁস ফোঁস করে বাড়ির ফর্মাশ খাটত সে আসছে খাজাঞ্চি খানায় কানে পালকের কলম গোঁজা কৈলাস মুখুজ্যের কাছে পাওনার দাবি জানাতে; উঠানে বসে টং টং আওয়াজে পুরানো লেপের তুলো ধুনছে ধুনুরি। বাইরে কানা পালোয়ানের সঙ্গে মুকুন্দলাল দারোয়ান লুটোপুটি করতে করতে কুস্তির প্যাঁচ কষছে; চটাচট শব্দে দুই পায়ে লাগাচ্ছে চাপড়; ডন ফেলছে বিশ-পঁচিশ বার ঘন ঘন। ভিখিরির দল বসে আছে--বরাদ্দ ভিক্ষার আশা ক'রে।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. কবির কল্পনার পাল্কি কোথায় যেতো ?
2. বিশ্বনাথ কে ছিল ?
3. বনের মধ্যে কেন গা ছম ছম করতো ?
4. লেখক যাদের তাঁবেদারিতে ছিলেন, তারা ছুটির দিনে দুপুরে কী করতো ?

বেলা বেড়ে যায়, রোদ্দুর ওঠে কড়া হয়ে, দেউড়িতে ঘন্টা বেজে ওঠে, পাল্কির ভিতরকার দিনটা ঘন্টার হিসাব মানে না। সেখানকার বারোটা সেই সাবেক কালের, যখন রাজবাড়ির সিংহদ্বারে সভাভঙ্গের ডঙ্কা বাজত -- রাজা যেতেন স্নানে চন্দনের জলে। ছুটির দিনে দুপুরবেলায় যাদের তাঁবেদারিতে ছিলুম তারা খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুম দিচ্ছে। একলা বসে আছি। চলেছে মনের মধ্যে আমার অচল পাল্কি। হাওয়ায় তৈরি বেহারাগুলো আমার মনের নিমক খেয়ে মানুষ। চলার পথটা হয়েছে আমারই খেয়ালে। সেই পথে চলেছে পাল্কি দূরে দূরে দেশে দেশে, সে সব দেশের বই পড়া নাম আমারই লাগিয়ে দেওয়া। কখনও বা তার পথটা ঢুকে পড়ে ঘন বনের ভিতর দিয়ে। বাঘের চোখ জ্বল জ্বল করছে, গা করছে ছম্ ছম্। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথ শিকারী, বন্দুক ছুটল দুম্। ব্যাস সব চুপ। তারপর এক সময়ে পাল্কির চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে ময়ূরপঙ্খি; ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙ্গা যায় না দেখা। দাঁড় পড়তে থাকে ছপ্ ছপ্ ছপ্ ছপ্। ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে ফুলে ফুলে। মাল্লারা বলে ওঠে, সামাল ঝড় উঠল। হালের

পড়ে কী বুঝলে ?

1. পাল্কির চেহারা বদলে গিয়ে কী হয়ে উঠতো ?
2. আবদুল মাঝির চেহারা কেমন ছিল ?
3. আবদুল তার ডিঙি কি ভাবে টেনে তুলেছিলো ?

কাছে আবদুল মাঝি ছুঁটলো তার দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা নেড়া। তাকে চিনি, সে দাদাকে এনে দিত পদ্মা থেকে ইলিশ মাছ আর কচ্ছপের ডিম। সে আমার কাছে গল্প করেছিল - একদিন চত্তির মাসের শেষে ডিঙিতে মাছ ধরতে গিয়েছে, হঠাৎ এল কালবৈশাখী। ভীষণ তুফান, নৌকো ডোবে ডোবে। আবদুল দাঁতে রশি কামড়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, সাঁতরে উঠল চরে, কাছি ধরে টেনে তুলল তার ডিঙি।

জেনে রাখো :

আমলের — সময়কার	**মাকড়ি** — দুল (কানের অলংকার)
মেরজাই — খাটো জামা	**খাজাঞ্চি** — ধনদৌলতের দেখাশোনা করার কর্মচারি।
বরখাস্ত — কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া	**নজরবন্দি** — যাকে চোখে চোখে রাখা হয়েছে।
বেহারা — যে পাল্কি বয়ে নিয়ে যায়।	**দ্বীপ** — যে স্থলভাগের চারদিকে জল।
তাঁতিনি — যে মহিলা কাপড় বোনে।	**কাঁকন** — বালা (হাতের গয়না)

পাঠবোধ

সঠিক শব্দটি লেখো —

1. পাল্কি বইতে কজন বেহারার প্রয়োজন হতো ?

(ক) চার (খ) ছয়

(গ) আট (ঘ) দশ

2. লেখকের সে সময়ে কত বয়স ছিল ?

(ক) সাত – আট (খ) চার – পাঁচ

(গ) আট-- দশ (ঘ) এগারো – বারো

3. লেখক কাকে সমুদ্রের মাঝখানের দ্বীপ রূপে কল্পনা করেছেন ?

(ক) গাড়ি (খ) পাল্কি

(গ) নৌকা (ঘ) ময়ূরপঙ্খি

4. প্যারী দাসী ধামা কাঁধে কী নিয়ে আসতো ?

(ক) গঙ্গার জল (খ) বাজার

(গ) শাড়ি (ঘ) লেপের তুলো

5. আবদুল দাদাকে কী এনে দিতো ?

(ক) রুইমাছ (খ) ডিম

(গ) ইলিশ মাছ (ঘ) কচ্ছপ

উত্তর দাও ঃ

6. দুখন বেহারা কী নিয়ে আসতো ?
7. তাঁতিনি কিসের সওদা করতে এসেছিলো ?
8. ধুনুরি কী করতো ?
9. মুকুন্দলাল দারোয়ান কার সঙ্গে কুস্তির প্যাঁচ কষতো ?
10. ভিখিরির দল কিসের আশায় বসে থাকতো ?
11. বেহারার দলের সাজসজ্জা কেমন ছিলো ?
12. পাল্কিটা কোথায় পড়ে ছিলো ?
13. পাল্কিটার উপরে লেখকের এত মনের টান ছিলো কেন ?
14. লেখকের কল্পনার বেহারাগুলি কীসের তৈরী ছিলো ?
15. আবদুল কখন ডিঙিতে মাছ ধরতে গিয়েছিলো ?
16. লেখক কেমন ভাবে পাল্কির বর্ণনা দিয়েছেন ? নিজের ভাষায় তা লেখো ।
17. লেখকের মহল কেমন ছিলো ? লেখো ।
18. ছুটির দিনে দুপুর বেলায় একলা বসে লেখক পাল্কি সম্পর্কে কী কল্পনা করেছিলেন ?
19. পাল্কি কল্পনার ময়ূর পঙ্খিতে বদলে গিয়ে কেমন ভাবে কোথায় ভেসে চলতো ?
20. পাল্কির ভিতরকার দিনটায় যখন বারোটা বাজতো, তখন কী হতো ?

21. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

পুরানো অচল

দরকারী পাওনা

সাবেক কাল কাজ

22. নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো ঃ

বেহারা	ধন-দৌলত
বরখাস্ত	দ্বীপ
মেরজাই	খাজাঞ্চি

23. এক বচনের শব্দগুলির বহুবচনের রূপ লেখো ঃ

আমার	ভিখিরি
পাল্কি	মানুষ
একলা	ঠাকুরমার

24. নিচের শব্দগুলি কোন্‌টি কী লিঙ্গ লেখো ঃ

ঠাকুরমা	দারোয়ান
শিকারী	বাঘ
তাঁতিনি	স্যাকরা

করতে পারো ঃ

1. 'আমার ছেলেবেলা' কাহিনিটির ছোট ছোট প্রশ্ন ও উত্তর ক্যুইজের মাধ্যমে অভ্যাস করতে পারো ।
2. পাল্কি দেখেছ কী ? পাল্কির ছবি এঁকে ক্লাস ঘরে টাঙিয়ে রাখতে পারো ।
3. ময়ূরপঙ্খি নৌকার কথা রূপকথার বইতে পড়েছ নিশ্চয়। কাগজ দিয়ে ময়ূরপঙ্খি নৌকা বানাবার চেষ্টা করো ।

পরীর দান

প্রকান্ড এক বন । সে বনে বাস করত তিনটি বামন । 'বামন' শব্দের অর্থ বেঁটেলোক । তিন বামনের বাসস্থান বলে বনটির নাম হয়ে ছিল 'বামন বন' ।

বেশ সুখেই তারা ছিল । কিন্তু একদিন শুরু হোল বিষম বিবাদ । তারা সকলেই বলতে শুরু করল সব চেয়ে জ্ঞানী সে নিজে।

মোটা বামনটি বলল, "অতীতে পৃথিবীর কোথায় কী ঘটেছিল, তার সবই আমি জানি । কাজেই আমিই সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী" ।

লম্বা দাড়িওয়ালা বামন বলল, "পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে, সে খবর একমাত্র আমিই জানি ।

কাজেই তোমাদের চেয়ে আমারই বেশি জ্ঞান আছে বলে আমি গর্ব করতে পারি"।

সব চেয়ে বেঁটে যে বামন, সে বলল, "কিন্তু পৃথিবীর কোথায় যে কী ঘটবে, কবে ঘটবে সে খবর তোমাদের কার ও জানা নেই । সে খবর একমাত্র আমারই জানা আছে । কাজেই তোমাদের চেয়ে আমি বেশি জ্ঞানী"।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. 'বামন' শব্দের মানে কী ?
2. বনে ক'টি বামন বাস করতো ?
3. যে বনে বামন থাকতো, সেই বনের নাম কী ?
4. একদিন কী নিয়ে বামনদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়?

এই ভাবে ক্রমশঃ তর্ক - বিতর্ক বেড়েই চলল, কিন্তু কোন মীমাংসাই হোল না । পথে - ঘাটে বা বনে জঙ্গলে যেখানেই তারা যায়, ঝগড়া বিবাদ ও তাদের সঙ্গে সঙ্গেই যায় ।

একদিন তারা বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ শুনল, ঝোপের মধ্যে থেকে কে যেন চিৎকার করে বলছে, "বাঁচাও, বাঁচাও, আমাকে রক্ষা করো"।

তিন বামন ব্যস্ত হয়ে তখনই সেখানে ছুটে গেল; গিয়ে দেখে একজন মহিলা কাঁটার ঝোপে আটকে আছে ! সে আর বের হতে পারছেনা । কাঁটায় তার জামা কাপড় ছিঁড়ে গেছে, হাত-পা ক্ষত -বিক্ষত হয়ে গেছে । বিপদে পড়ে সে এমন ভাবে চিৎকার করছে ।

তিন বামন এক হয়ে তাকে অনেক কষ্টে বের করে আনল ।

মহিলাটি বলল, "আমি একজন পরী । খুবই বিপদে পড়েছিলাম । তোমরা আমাকে রক্ষা করেছ। আমি খুশি হয়ে তোমাদের তিনটি জিনিস দিচ্ছি । আশাকরি এতে তোমাদের উপকার হবে ।"

এই বলে সে তিনজনকে তিনটি ঝক্‌ঝকে মটর দানা দিল ও অদৃশ্য হয়ে গেল ।

দাঁড়িওয়ালা বামন তো মটর দানাটি হাতে নিয়ে হেসেই খুন! সামান্য একটা মটর বা মুগ - মুসুর, এটি কি কখন ও দানের যোগ্য জিনিস ? এতে উপকারই বা কি হতে পারে ?
ছ্যাঃ ।

এই ভেবে সে তার মটর দানাটি ঘৃণায় একটি ঝোপের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিল ।

মোটা বামন ও মটর দানাটিকে কোন দরকারি জিনিস বলে মনে করল না । তবু তুচ্ছ করে ও ফেলে দিল না, নিজের বুক পকেটে রেখে দিল; তার পর মাঠের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়ল ।

উপর থেকে একটা দাঁড়কাক দেখল, ঘুমিয়ে থাকা লোকটির বুকে যেন কি একটা লোভনীয় জিনিস দেখা যাচ্ছে সেটি তখন পকেট থেকে বের হয়ে বুকের উপর এসে পড়েছিল । দেখেই

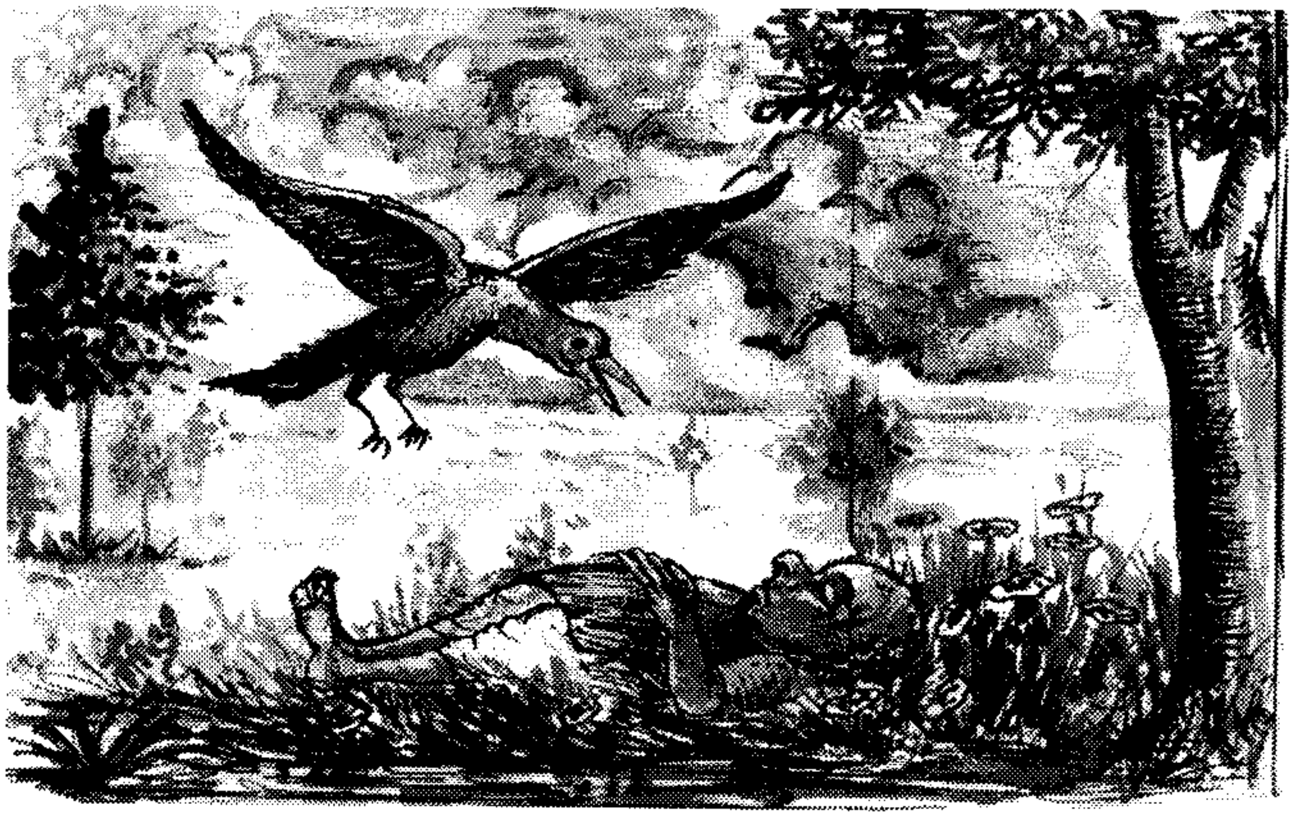

দাঁড়কাকটির লোভ হোল, তার জিভ সুড় সুড় করে উঠল ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. কাঁটার ঝোপে কে আটকে ছিল ?
2. পরী খুশী হয়ে বামনদের কী দিল ?
3. কে মটরদানাটি ঘৃণায় ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল ?
4. কার খুব খিদে পেয়েছিল ?

দাঁড়কাকটির খিদে পেয়েছিল খুব । সে ঝুপ্ করে নিচে নেমে এলো এবং চট করে ঘুমিয়ে থাকা বামনের বুক থেকে মটর দানাটি তুলে নিয়ে উড়ে গেল ।

তৃতীয় বামন অর্থাৎ সব চেয়ে যে বেঁটে, সে ভাবল, "পরীর দেওয়া সেই জিনিস কখন ও সামান্য হতে পারে না । একে পরীদের আশীর্বাদ বলে মনে করা উচিত। আমি একে মাটিতে পুঁতে দেই, দেখা যাক্ না কি হয়।"

সে মটর দানাটিকে মাটিতে পুঁতে দিল ও রোজ তাতে জল ঢেলে যত্ন করতে লাগল ।

যথাসময়ে অঙ্কুর বের হোল গাছ হোল ফল হোল । বেঁটে বামন তাদের খোসা ছাড়িয়ে, আবার বীজ পুঁতে দিল । আবার তাতে নতুন গাছ হোল ও নতুন ফসল ফললো ।

এই ভাবে তার অনেক মটর হোল এবং ক্রমশঃ মটর ডালে তার গোলা ভরে গেল ।

খবর পেয়ে অপর দুই বামন একদিন তার গোলা বাড়ি দেখতে এলো ।

তিন বন্ধু এক হতেই আনন্দের ফোয়ারা ছুটল । এবার তারা উভয়েই স্বীকার করল যে, বেঁটে বামনই সব চেয়ে বেশি জ্ঞানী । তুচ্ছ করে সে সামান্য জিনিসের ও অপচয় করেনি ।

জেনো রাখো :

বিবাদ	—	ঝগড়া
জ্ঞানী	—	বুদ্ধিমান
অতীত	—	আগে যা হয়ে গেছে
মীমাংসা	—	সমাধান
অঙ্কুর	—	বীজ থেকে সবেমাত্র বেরনো কচি গাছ
অন্তর্হিত	—	অদৃশ্য হয়েছে
আবদ্ধ	—	বদ্ধ
অপচয়	—	ক্ষতি

পাঠবোধ :

খালি জায়গায় সঠিক উত্তরটি লেখো :

1. **এক বনে বাস করতো তিনটি ....।** (বামণ, পন্ডিত)
2. **পরী তিনজনকে তিনটি ঝক্‌ঝকে .... দিলো ।** (বাদাম, মটরদানা)
3. **দাঁড়কাকটির .... পেয়েছিল ।** (খিদে, ঘুম)
4. **মটরদানাটি .... মাটিতে পুঁতে দিলো ।** (মোটা বামন, বেঁটে বামন)
5. **সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ....।** (দাঁড়িওয়ালা বামন, বেঁটে বামন)

উত্তর দাও :

6. তিনজন বামনের চেহারা কেমন ছিল ?
7. লম্বা দাঁড়িওয়ালা বামন কেন নিজেকে সবচেয়ে জ্ঞানী বলে মনে করতো ?
8. কাঁটার ঝোপে আটকানো মহিলাটি আসলে কে ছিল ?
9. মোটা বামন মটরদানাটি নিয়ে কী করলো ?
10. দাঁড়কাক উপর থেকে মটরদানা দেখতে পেয়ে কী করলো ?
11. মটরদানাটি কিভাবে গাছে পরিণত হয়ে ফল দিতে শুরু করলো ?

12. গোলা বাড়িটি কার ছিল ?

13. বেঁটে বামন কেন সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ?

14. নিচের শব্দগুলি দিয়ে ছোট ছোট বাক্য লেখো ।

বামন

জ্ঞানী

ক্লান্ত

অঙ্কুর

আশীর্বাদ

15. বিপরীত শব্দ লেখো ।

উপকার

অদৃশ্য

খুশি

বেঁটে

দরকারি

16. ঠিক বানানে (√) চিহ্ন দাও ঃ

পরি / পরী

ঘৃণা / ঘৃনা

অতীত / অতিত

পৃথিবি / পৃথিবী

বেঁটে / বেটে

নতুন / নতূন

কাজের লোক

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

" মৌমাছি, মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই ।"
"ঐ ফুল ফুটে বনে যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় তো নাই ।"
"ছোট পাখি ছোট পাখি কিচিমিচি ডাকি ডাকি
কোথা যাও বলে যাও শুনি ।"
"এখন না কব কথা আনিয়াছি তৃণলতা,
আপনার বাসা আগে বুনি ।"
"পিপীলিকা, পিপীলিকা, দলবল ছাড়ি একা
কোথা যাও, শুনি, যাও বলি ।"
"শীতের সঞ্চয় চাই খাদ্য খুঁজিতেছি তাই
ছয় পায় পিল পিল চলি ।"

জেনে রেখো ঃ

মধু — ফুলের মিষ্টি রস

আহরণ — সংগ্রহ করা

কিচিমিচি — পাখির ডাক

তৃণলতা — ঘাস ও লতাপাতা

বাসা	—	পাখি, যেখানে থাকে
বুনি	—	বানাই
পিপীলিকা	—	পিঁপড়ে
দলবল	—	সঙ্গীসাথি
সঞ্চয়	—	জমা
খাদ্য	—	খাবার
পিলপিল	—	অনেকের এক সঙ্গে যাওয়া বা আসা

পাঠ পরিচয়

এই প্রকৃতিতে কেবল মানুষই নয় যত ছোট পশু-পাখি, জীব-জন্তু হোক না কেন কেউই অলস হয়ে বসে থাকে না সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে। গরমের পরে বর্ষা আসে তারপর আসে শীত ও বসন্ত। বসন্তে ফুল ফোটে মৌমাছিরা মধু সঞ্চয় করতে বেরিয়ে পড়ে। গরমের সময় পাখিরা নিজের বাসা বানাতে ব্যস্ত থাকে। এইভাবে শীত আসবে তার আগেই পিঁপড়েরা খাবারের জোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

পাঠবোধ

সঠিক উত্তর বেছে (√) চিহ্ন দাও ঃ

1. **মৌমাছি যায়।**

   (ক) নাচি নাচি　　(খ) হেঁটে হেঁটে

   (গ) গেয়ে গেয়ে　　(ঘ) হেসে হেসে

2. **ফুল**

   (ক) পড়ে　　(খ) ফোটে

   (গ) ছোটে　　(ঘ) ওড়ে

3. **মৌমাছি**

   (ক) মধু খায়　　(খ) ফুল থেকে মধু নেয়।

   (গ) দুধে বসে　　(ঘ) রাতে ওড়ে

4. **ছোটো পাখি ডাকে**

(ক) চিঁহি চিঁহি　　(খ) কা - কা

(গ) কিচিমিচি　　(ঘ) কুহু কুহু

উত্তর দাও ঃ

5. মৌমাছির ব্যস্ততার কারণ কী ?

6. মৌমাছি এক ফুল থেকে আর এক ফুলে কেন ওড়ে ?

7. ছোটোপাখি এখন কথা বলবে না কেন ?

8. ছোটোপাখি তৃণলতা দিয়ে কী করবে ?

9. পিপীলিকা নিজের দলবল ছেড়ে একা কোথায় যাচ্ছে ?

10. শীতের সঞ্চয়ের জন্য পিপীলিকা কী করে ?

11. পিঁপড়ে যদি অলস হতো, তাহলে তার কী ক্ষতি হতো ?

12. পিঁপড়ের ক'টা পা ?

13. মৌমাছি, পাখি আর পিঁপড়ের কাছে মানুষের কী শেখার আছে ?

14. কবিতাটির নাম 'কাজের লোক' । কার কী কাজের কথা বলা হয়েছে ?

15. মৌমাছি, পাখি, পিঁপড়ে — এরা তো কথা বলতে পারে না । তাহলে এদের কথা কে বলেছে ?

16. **নিচের শব্দগুলির শুদ্ধ বানান লেখো ঃ**

মধূ

ফূল

তৃনলতা

পিপিলিকা

সঞ্চায়

বাশা

17. বিপরীত অর্থের শব্দ বেছে নিয়ে লেখো ঃ

ভাই

সময়

কাজ

সঞ্চয়

একা

অসময়,	অনেকে
বোন,	খরচ
অকাজ	

18. কে কিভাবে আওয়াজ করে লেখো –

কা কা ——

ভনভন ——

কিচিমিচি ——

ঝিঁঝিঁ ——

হাম্বা ——

ভোঁ ভোঁ ——

পাখি
গরু
মাছি
কাক
ঝিঁঝিঁ পোকা
মৌমাছি

19. কবিতাটি আবৃত্তি করো ।

20. পাখি, মৌমাছি, পিঁপড়ে সবাই ব্যস্ত । কেউ দাঁড়িয়ে বা কথা বলে সময় নষ্ট করছে না, এই ব্যাপারটা তোমার কেমন লাগছে ? ফুল, পাখি, ও মৌমাছির ছবি থাকলে খাতায় সাঁটাও ।

21. ফুল কী তোমার ভালো লাগে ? যে কোন দুটো ফুলের ছবি আঁকো ।

গাছ পালা ও নদীর জল

মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

গাছপালা ও নদীর জল — এদের একের সঙ্গে অন্যের নিবিড় সম্পর্ক । কথাটা শুনলে হয়তো অবাক হবে । নদীর জলের সঙ্গে আবার গাছপালার সম্পর্ক কী? গাছপালা তো আর নদীর মধ্যে নেই । গাছপালা রয়েছে নদীর দু-ধারে, বনে, পাহাড়ের গায়ে ।

কথাটা মিথ্যে নয় । কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে গাছপালার সঙ্গে জলের সম্পর্কটা কত গভীর।

বৃষ্টি শুরু হলে মাটির ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে গিয়ে পড়ে ছোটো ছোটো নালাতে । আর তারপর গিয়ে মেশে বড়োবড়ো নদীতে । এ ভাবেই নালার জল গিয়ে পড়ে নদীর জলে, আবার নদীর জল লীন হয়ে যায় সাগরের জলে। কিন্তু বৃষ্টির জল যদি মাটিতে পড়বার আগেই গাছের পাতা, ডালপালা এসবের ওপর এসে পড়ে? তাহলে তা খুব জোরে মাটির ওপর এসে পড়তে পারে না । তার ফলে মাটির ক্ষয়ের পরিমাণও অনেক কম হয় । কাজেই বন জঙ্গলের চাইতে ন্যাড়া জায়গায় মাটির ক্ষয় অনেক বেশি । এই ক্ষয় পাওয়া মাটি কিন্তু জলের সাথে মিশে গিয়ে পড়ছে ছোট ছোট নালাতে আর তারপর বড়ো বড়ো নদীতে । ন্যাড়া জায়গার নদী-নালাগুলি তাই সহজেই মাটি পড়ে বুজে যায় । কখনও নুড়ি পাথরে বুজে যায়। এর ওপর খুব একচোট বৃষ্টি হয়ে গেলে এই নদীনালা বৃষ্টির সবটা জল বয়ে নিয়ে যেতে পারে না। জল তখন নদীর দুপাশের জমি জায়গা গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যায় । বন্যা আসে । কিন্তু গাছপালা থাকলে মাটির ক্ষয় কম হবে । অমন অঘটন কম ঘটবে । এই জন্য মানুষ ঋণী থাকে গাছপালার কাছে।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. গাছপালার সঙ্গে কার নিবিড় সম্পর্ক ?
2. বৃষ্টির জল গড়িয়ে কোথায় যায় ?
3. ছোটো ছোটো নালার জল কোথায় গিয়ে মেশে ?

এ-তো গেল বন্যার কথা । কিন্তু খরার কথাও একটু ভাবা দরকার। খরায় নদী-নালা কুয়ো সব শুকিয়ে যায়, চাষের জমি ফেটে যায় । মানুষ হাহাকার শুরু করে এক ফোঁটা জলের জন্য। কিন্তু কেন এমন হয় ? তার কারণও সেই গাছপালার অভাব । মাটি বৃষ্টিকে ধরে রাখতে না পারলে সে জল তো নালা বেয়ে গড়িয়ে সাগরেই চলে যাবে । তাছাড়া, গরমে অনেকটা জল তো বাষ্প হয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিশে যাবে । মাটি শুকনো হয়ে পড়বে। তাহলে এভাবে মাটিকে শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কী দরকার ? সেই গাছপালা । গাছপালাই বৃষ্টির জল ধরে রাখতে পারে। গাছপালাই মাটিকে ঠাণ্ডা রাখতে পারে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. নদীর জল কোথায় যায় ?
2. কী থাকলে মাটির ক্ষয় কম হবে ?
3. কী মাটিকে ঠান্ডা রাখতে পারে ?
4. জলের ধারা কোথায় বাধা পায় ?

আর একটা কথাও বলে রাখা ভালো । মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলের ধারা গড়িয়ে যেতে চায় নিচের দিকে, নালার দিকে। কিন্তু গাছপালার মধ্যে জল খুব তাড়াতাড়ি গড়িয়ে যেতে পারে না। গাছের শেকড়ে বাধা পায় । তখন ওই জলের কিছুটা অংশ মাটিতে ঢুকে যায় । এটা কি লোকসান? না, প্রায় পুরোটাই লাভের খাতায় জমা পড়লো ।

এই জল মাটির নিচে গিয়ে একটু একটু করে মাটির দানা গুলির ফাঁক দিয়ে নিচের দিকে ঢুকে যায়। কিন্তু যেতে যেতে যদি বাধা পায়? তখন ক্রমে পাশের দিকে চলতে শুরু করে । তারপর কোনো ঢালু জায়গায় মাটির গা বেয়ে বেরিয়ে নালায় এসে মেশে । বৃষ্টির জলের অনেকটাই এভাবে ধীরে ধীরে মাটির নিচ দিয়ে বয়ে এসে নদী ও নালায় পড়ে । অনেকটা জায়গা গাছপালা জঙ্গলে ঢাকা থাকলে সে সব জায়গার নদী ও নালাগুলিতে তাই সারা বছরই একটু আধটু জল থেকেই যায় —

> **পড়ে কী বুঝলে ?**
> 1. মানুষকে কে বাঁচিয়ে রেখেছে ?
> 2. গাছপালা না থাকলে দেশের অবস্থা কী হতো ?
> 3. গাছের প্রতি মানুষের কর্তব্য কী ?
> 4. গাছের সংখ্যা বাড়লে মানুষের ও দেশের কী লাভ ?

একেবারে শুকিয়ে যায় না। মানুষের প্রাণও তাই বেঁচে যায়।

এসব কথা ভেবে দেখলে মনে হয় — গাছপালাই মানুষকে জল দিচ্ছে, গাছপালাই মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। গাছপালা না থাকলে গোটা দেশটা মরুভূমি হয়ে যেত।

গাছপালা তো মানুষের জন্য এত করছে। আর মানুষের কি কোন কর্তব্য নেই গাছপালার প্রতি? আছে বইকি। মানুষ পারে গাছপালাকে বাঁচিয়ে রাখতে; চারাগাছ পুঁতে গাছের সংখ্যা বাড়াতে। গাছের সংখ্যা বাড়লে তাতে মানুষেরই প্রাণ বাঁচবে। আমাদের দেশটি সবুজে সবুজ হয়ে উঠবে। দেশের চেহারাই বদলে যাবে।

জেনে রাখো ঃ

নিবিড়	—	ঘন	**অঘটন**	—	খারাপ ঘটনা
ঋণ	—	ধার	**হাহাকার**	—	শোক করা
সম্পর্ক	—	সম্বন্ধ	**কর্তব্য**	—	যা করা উচিত
লীন	—	মিলে যাওয়া	**খরা**	—	অনেক দিন বৃষ্টি না হওয়া
ক্ষয়	—	ধ্বংস			

পাঠবোধ ঃ

ঠিক উত্তর বেছে খালি জায়গায় ভরো ঃ

1. গাছপালা ও নদীর জলের একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক ....।

(দূরের / কাছের / নিবিড়)

2. ন্যাড়া জায়গায় নদী নালাগুলো মাটি পড়ে .... **হয়ে যায়।**

(উঁচু / গর্ত / ভরাট)

3. গরমে জল .... **হয়ে যায়।**

(বরফ / বাষ্প / কাদা)

4. গাছের সংখ্যা বাড়লে মানুষের .... **বাঁচবে।**

(জীবন / খাদ্য / ঘরবাড়ি)

নিচের বাক্যগুলির মধ্যে ঠিক উত্তরের পাশে (√) আর ভুল উত্তরের পাশে (X) চিহ্ন দাও ঃ

5. বন জঙ্গলের জায়গায় মাটির ক্ষয় অনেক বেশি হয় ।

6. নদীনালা সব সময় বৃষ্টির সবটা জল বয়ে নিয়ে যেতে পারে না ।

7. গাছপালা মানুষকে গরমে কষ্ট দেয় ।

8. গাছপালাও মানুষকে জল দিচ্ছে ।

9. নদীর জল লীন হয়ে যায় ছোট ছোট নালাতে ।

উত্তর দাও ঃ

10. বৃষ্টির জল কিভাবে সাগরের জলে গিয়ে মেশে ?

11. বন্যা কী ভাবে হয় ?

12. খরা কখন হয় ?

13. পৃথিবীতে যদি গাছপালা না থাকতো তা হলে কী হতো ?

14. মাটিকে শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কী করা উচিত ?

15. বৃষ্টির জলের কিছুটা অংশ মাটির ভেতরে থেকে যাওয়ার জন্য, পরে কী লাভ হয় ?

16. গাছের সংখ্যা বাড়াবার জন্য কী করা উচিত ?

17. বন্যা এবং খরা এই দুটি শব্দ দিয়ে তিনটি করে বাক্য রচনা করো ঃ—

(ক) .... ।

(খ) .... ।

(গ) .... ।

(ক) .... ।

(খ) .... ।

(গ) .... ।

18. 'ষ্ট' যুক্ত চারটি শব্দ লেখো ঃ—

....

19. তোমার পরিচিত একটি গাছ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখো ঃ—

(ক) ....

(খ) ....

(গ) ....

(ঘ) ....

(ঙ) ....

20. সকলের চেনা পাঁচটি পাতার ছবি দেওয়া হ'ল । কোন্‌টি কোন গাছের পাতা লেখো —

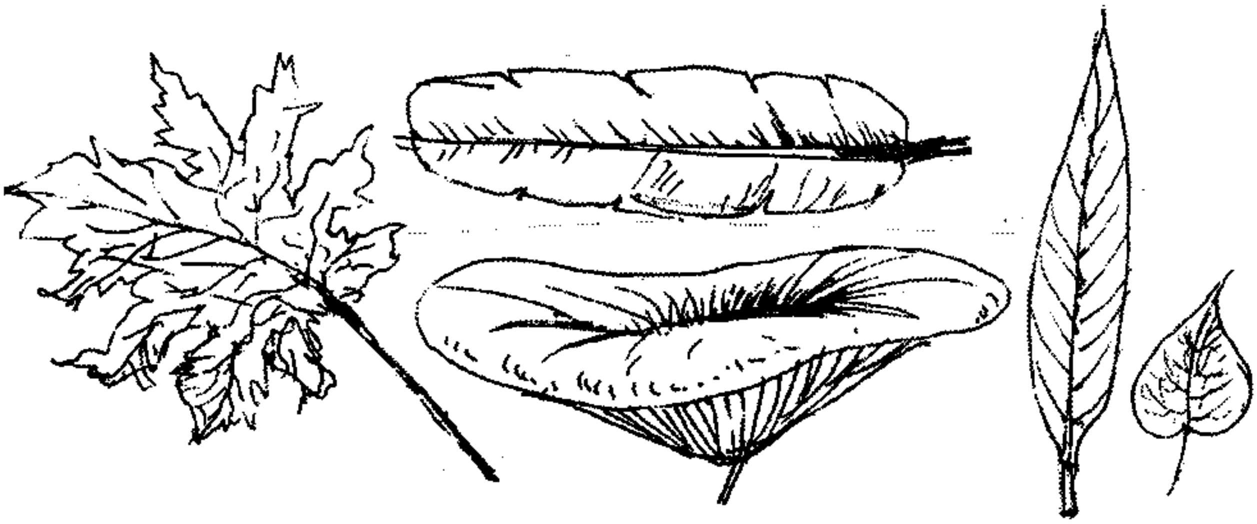

21. শব্দের খেলা —

অবিকল শব্দের প্রত্যেকটি অক্ষর দিয়ে এক-একটি নতুন শব্দ তৈরি করা হয়েছে ।

যেমন —

— অমর — বিকাল — কমল — লতা

এই ভাবে নিচের শব্দগুলির প্রতিটি অক্ষর দিয়ে একটি ক'রে শব্দ তৈরি করো ঃ—

গাছপালা ঃ ______ ______ ______ ______

অঘটন ঃ ______ ______ ______ ______

লোকসান ঃ ______ ______ ______ ______

আমাদের ঃ ______ ______ ______ ______

22. **তোমার পরিচিত পাঁচটি গাছের নাম লেখো ঃ—**

23. **এই শব্দগুলি দিয়ে বাক্য লেখো ঃ—**

বন্যা ———,　　　　খরা ———,

কর্তব্য ———,　　　　মরুভূমি ———,

24. **শুদ্ধ বানাটিতে (√) দাগ দাও ঃ—**

নিবিড় / নীবিড়

নদি / নদী

সাগড় / সাগর

বৃষ্টি / বৃষ্টী

মানুস / মানুষ

25. **বিপরীত শব্দ লেখো ঃ—**

গরম ———,　　　　মিথ্যে ———,

ছোটো ———,　　　　কম ———,

গ্রাম ———,　　　　জোরে ———,

হাট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুমোর পাড়ার গোরুর গাড়ি –
　　বোঝাই করা কল্‌সি হাঁড়ি
গাড়ি চালায় বংশীবদন,
　　সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন ।
হাট বসেছে শুক্রবারে
　　বকশিগঞ্জে পদ্মা পারে ।

জিনিস পত্র জুটিয়ে এনে
　　গ্রামের মানুষ বেচে কেনে ।
উচ্ছে বেগুন পটল মূলো,
　　বেতের বোনা ধামা কুলো,
সর্ষে ছোলা ময়দা আটা,
　　শীতের র‍্যাপার নক্‌শাকাটা ।
ঝাঁঝরি কড়া বেড়ি হাতা ।
　　শহর থেকে সস্তা ছাতা ।
কলসি - ভরা এখো গুড়ে
　　মাছি যত বেড়ায় উড়ে ।
খড়ের আঁটি নৌকা বেয়ে
　　আনল যত চাষির মেয়ে ।
অন্ধ কানাই পথের ধারে
　　গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে ।
পাড়ার ছেলে স্নানের ঘাটে
　　জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটে ।

পাঠ পরিচয় ঃ

কবি এখানে গ্রামের হাটের একটি সুন্দর ছবি তুলে ধরেছেন । গোরুর গাড়ির চালক তার গাড়িতে হাঁড়ি কলসি বোঝাই করে হাটে চলেছে । পদ্মানদীর পারে বক্‌শিগঞ্জে শুক্রবারে হাট বসে । নানারকম জিনিসপত্র সেখানে কেনাবেচা হয় । উচ্ছে, বেগুন ইত্যাদির সঙ্গে আটা, ময়দা, সর্ষে সব কিছুই বিক্রী হয়। আবার, বেতের বোনা জিনিস, শহরের সস্তা ছাতা, শীতে ব্যবহারের নক্‌শা করা চাদর প্রভৃতিও হাটে পাওয়া যায় । নদীপথে নৌকাতে খড়ের আঁটি নিয়ে আসে চাষির মেয়েরা । অন্ধ ভিখিরির গানও যেমন শোনা যায়, তেমনি পাড়ার ছেলেদের স্নানের ঘাটে জল নিয়ে মাতামাতির দৃশ্যও দেখা যায় ।

জেনে রাখো ঃ

কুমোর	—	যারা মাটির জিনিসপত্র তৈরি করে ।
র‍্যাপার	—	গায়ে দেবার চাদর ।
ভাগ্নে	—	বোনের ছেলে ।
কড়া	—	কড়াই ।
নক্‌শাকাটা	—	নানারকম কারুকার্য করা ।
ঝাঁঝরি	—	রান্নার একরকম হাতা ।
আঁটি	—	গুচ্ছ, বাঁধা ।
হাট	—	যেখানে জিনিসপত্র বেচা কেনা হয় ।
এখোগুড়	—	আখের গুড়

পাঠবোধ

খালি জায়গাগুলিতে সঠিক শব্দ লেখো —

1. **গাড়ি চালায় —— ।**

   (ক) মদন (খ) চাষির মেয়ে (গ) বংশীবদন

2. **কুমোর পাড়ার —— গাড়ি**

   (ক) ঘোড়ার (খ) গোরুর (গ) উটের

3. **—— মানুষ বেচে কেনে**

   (ক) গ্রামের (খ) শহরের (গ) পাড়ার

4. **—— বোনা ধামা কুলো**

   (ক) বেতের (খ) খড়ের (গ) দড়ির

5. **খড়ের আঁটি —— বেয়ে**

   আনল যত চাষির মেয়ে ।

   (ক) গোরুর গাড়ি (খ) নৌকো (গ) ঘোড়ার গাড়ি ।

প্রশ্নগুলির উত্তর দাও —

6. গোরুর গাড়িতে কী ছিল ?
7. মদন কার ভাগ্নে ?
8. হাট কোথায় বসতো ?
9. ধামা কুলো ইত্যাদি কিসের তৈরি ?
10. সস্তা ছাতা কোথা থেকে আনা হোত ?
11. গোরুর গাড়ির চালক কে ? তার সঙ্গে কে ছিল ?
12. হাটে কারা বেচা-কেনা করতো ?
13. কী কী জিনিস পত্র হাটে পাওয়া যেতো ?
14. অন্ধ ভিখিরির নাম কী ছিল ? সে কী করতো ?
15. স্নানের ঘাটে কারা সাঁতার কাটতো ?
16. র‍্যাপার কাকে বলে ? কোন্ কাজে তা ব্যবহার করা হয় ?

নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য বানাও —

17.

কুমোর	চাষি	হাট	ভিক্ষে
সাঁতার	গ্রাম	অন্ধ	সাঁতার

18. **বিপরীত শব্দ লেখো —**

শীত	ছেলে	শহর
সস্তা	ভাগ্নে	মেয়ে

19. **শব্দগুলির একবচনের রূপ লেখো —**

মানুষেরা	ছেলেরা	ছাতাগুলি
মাছিগুলি	চাষিরা	জিনিসগুলি

20. নিচের শব্দগুলি শুদ্ধ করে লেখো —

কূমোর	শিত	নক্সাকাটা
গাড়ী	বংশিবদন	জীনিসপত্র

21. এরা কী করে ? প্রত্যেকের নামের পাশে তাদের কাজের কথা লেখো —

কুমোর —

মাঝি —

কামার —

গাড়োয়ান —

চাষি —

করতে পারো —

কবিতাটি আবৃত্তি করতে পারো । হাটে যে সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়, সেগুলির একটি তালিকা তৈরি করো । এ ছাড়াও, তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য জিনিস, যেগুলি হাটে বেচা - কেনা করা যায়, তার উল্লেখ করো । হাটে কখনও গিয়েছ কী ? গেলে, হাটের একটি ছবি আঁকতে পারো ।

সাজঘর

— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[একমুখ দাড়ি, যাত্রাদলের মত পোশাকে নিমাইয়ের প্রবেশ ।]

কালুদা — আরে এটা কে রে ?

নিমাই — আমি নিমাই ।

কালুদা — নিমাই ! তা বেশ ! কিন্তু কিসের পার্ট করছ তুমি ? ধৃতরাষ্ট্রের ?

নিমাই — ধৃতরাষ্ট্র কেন হবে ? আমি ভীম ।

কালুদা — ভীম ? তাহলে অমন জগঝম্প দাড়ি লাগিয়েছিস কেন ? কে তোকে বলেছে ভীমের অমন বাবর শা-র মত দাড়ি ছিল ?

নিমাই — বা রে ! দাড়ি গজাবে না ? কদ্দিন ধরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলেছে । দিন

নেই রাত নেই খালি যুদ্ধ ! এর মধ্যে ভীম কখন দাড়ি কামাবে শুনি ? পরামাণিক পাবে কোথায় ?

কালুদা — এঃ- এঃ ! খুব যে পণ্ডিত হয়ে গেছিস ! ভীম দাড়ি কামাবে কেমন করে ? কেন, অর্জুন বাণ দিয়ে মেজদার দাড়ি কামিয়ে দেবে !

নিমাই — বাণ দিয়ে ?

কালুদা — হ্যাঁ—হ্যাঁ—বাণ দিয়ে । অমন ভীষ্মকে শরশয্যায় শুইয়ে দিতে পারল, আর দাদার দাড়ি কামাতে পারবে না ? খোল্, খুলে আয় এক্ষুনি !

[শ্রীকৃষ্ণের বেশে নিখিলের প্রবেশ ।]

নিখিল — কালুদা, দ্যাখো তো সাজ কেমন হল ?

কালুদা — আহা—খাসা । এখন গিয়ে কদম্ব বৃক্ষে উঠে বসলেই হয় ! এই নিখ্‌লে হাতে আবার বাঁশি নিয়েছিস যে বড় !

নিখিল — বাঃ — শ্রীকৃষ্ণের হাতে বাঁশি থাকবে না ?

কালুদা — একি বৃন্দাবন পেলি যে বেণু বাজিয়ে ধেনু চরাবি ? এ সব অপোগণ্ডকে নিয়ে তো আচ্ছা প্যাঁচে পড়া গেল ! কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণের হাতে কি ছিল মনে নেই ? শঙ্খ চক্র।

নিখিল — শাঁখ দিয়ে কী হবে ? আমি বাজাতে পারি না।

কালুদা — তবে কী পার ? চপ কাটলেট খেতে পার ?

নিখিল — খুব পারি — খাইয়েই দেখ না একবার ।

কালুদা — চোপরাও ! খালি পাকামো শিখেছিস ! শাঁখ না হয় না হল, একটা চক্র তো দরকার।

নিখিল — চক্র আমি নিয়ে এসেছি । দাদার সাইকেলের একটা টায়ার ।

কালুদা — কী ! সাইকেলের টায়ার ! ইচ্ছে হচ্ছে তোকে আমি ফায়ার করি ! (নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে) তুই যে তখন থেকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস ? তোকে বললাম না ঐ মোগলাই দাড়িখুলে আসতে ?

পড়ে কী বুঝলে ?

1. মোগলাই দাড়ি কে লাগিয়েছিল ?
   ক. কালুদা খ. নিমাই
   গ. পান্নালাল ঘ. নিখিল
2. ভীষ্মকে শরশয্যায় কে শুইয়েছিল ?
   ক. অর্জুন খ. ভীম
   গ. শ্রীকৃষ্ণ ঘ. দুর্যোধন
3. নিখিল যে চরিত্রে অভিনয় করবে, সে চরিত্রের নাম কী ?
   ক. শ্রীকৃষ্ণ খ. ভীম
   গ. ধৃতরাষ্ট্র ঘ. নকুল

নিমাই — তুমি তখন থেকে কেবল আমার দাড়িই দেখছ । আর নিখ্‌লে কেষ্ট সেজেছে, তার জুতো বুঝি তোমার চোখে পড়ে নি ?

কালুদা — আরে অ্যাঁ — তাই তো ! এ যে ডার্বি জুতো ! নিখ্‌লে ।

নিখিল — আমার পা মচ্‌কে গেছে । অন্য জুতো পরলে লাগে।

কালুদা — তাই বলে ঐ জুতো ! তুই পাগল না আমি পাগল ?

নিমাই — দুজনেই ।

কালুদা — অ্যাঁ — মস্করা ? ঠাট্টা হচ্ছে আমার সঙ্গে ? গেট আউট !

[নিমাই আর নিখিলের পলায়ন । প্যাঁচার মত মুখ করে দুর্যোধন-বেশী পান্নালালের প্রবেশ।]

কালুদা — তোমার আবার হাঁড়ির মত মুখ কেন হে পান্নালাল ? পেট কামড়াচ্ছে ? আমি দেখছি শেষ পর্যন্ত তুই-ই ডোবাবি ! তখন তোকে এত করে বললুম, এত তেলে ভাজা খাসনি—খাসনি ! তা —

পান্নালাল — পেট কামড়াচ্ছে কে বললে তোমায় ?

কালুদা — তাহলে ? অমন তালের আঁটির মত চেহারা করবার মানে কী ?

পান্নালাল — কালুদা, আমি থিয়েটার করব না ।

কালুদা — থিয়েটার করবে না — মানে ?

পান্নালাল — মানে, করব না ।

কালুদা — বাঃ বাঃ ! রসিকতার সময়টি তো পেয়েছ ভাল ! একটু পরে থিয়েটার আরম্ভ হবে, তুমি দুর্যোধন, তোমার ঊরুভঙ্গ নিয়ে নাটক, এখন বলছ কিনা পার্ট করবে না ?

পান্নালাল — দুর্যোধন বলেই করব না ।

কালুদা — জ্বালাস নি পেনো ! এমনিই আমার মেজাজ খারাপ । বল্‌ কী হয়েছে তোর?

পান্নালাল — ঐ নিমাই ভীম আর আমি দুর্যোধন । এ অসম্ভব !

কালুদা — অসম্ভব ! মানে ?

পান্নালাল — মানে আবার কী ? নিমাইকে তো আমি এক ল্যাং মেরে পটকে দিতে পারি ! আর ঐ শুঁটকে ফড়িংটাই কিনা আমার **উরুভঙ্গ** করবে ।

কালুদা — মহাভারতে তাই লেখা আছে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. দুর্যোধনের চরিত্রে কে অভিনয় করবে ?
   ক. পান্নালাল খ. নিখিল
   গ. কালুদা ঘ. নিমাই
2. পান্নালাল 'শুঁটকে ফড়িং' কাকে বলেছে ?
   ক. নিখিল খ. নিমাই
   গ. কালুদা ঘ. মেজদা

পান্নালাল — মহাভারত টারত বুঝি না । মোদ্দা কথা, ঐ নিমেকে আমার **উরুভঙ্গ** করতে দেব না ।

কালুদা — কী মুস্কিল ! মহলার সময় বললি না কেন ?

পান্নালাল — তখন তো তুমিই ভুজুং-ভাজুং দিয়ে বোঝালে আমার নাকি হিরোর পার্ট । আমি হিরো না ছাই ! উরুভঙ্গ হয়ে আমি মাটিতে পড়ে হাহাকার করব, আর নিমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তড়পাবে । অসম্ভব !

কালুদা — দ্যাখ পেনো ! — অনেকক্ষণ ধরে তোর বাঁদরামো সহ্য করেছি আমি । একটু পরে প্লে আরম্ভ হবে । আর এখন উনি এলেন ধাষ্টামো করতে ! যা রেডি হ. শিগরির নইলে এক চড়ে কান ছিঁড়ে দেব । বেরো — যা শিগগির ।

('ভীমবধ' নাটকের অংশবিশেষ)

জেনে রাখো ঃ

পার্ট (ইংরাজি শব্দ)	—	অভিনয়
জগঝম্প	—	লাফালাফি
পরামাণিক	—	নাপিত
শয্যা	—	বিছানা
এক্ষুনি	—	এখনি
প্রবেশ	—	ঢোকা
কদম্ব বৃক্ষ	—	কদম গাছ
বেণু	—	বাঁশি
ধেনু	—	গরু
অপোগন্ড	—	অযোগ্য বালক

ফায়ার করা	—	গুলি করা, বরখাস্ত করা
মোগলাই দাড়ি	—	মোগলদের মতো দাড়ি
ডার্বি জুতো	—	এক ধরণের জুতো
মস্করা	—	ঠাট্টা ও তামাশা
মোদ্দা কথা	—	মূল কথা
মহলা	—	অভিনয়ের অভ্যাস (রিহার্সাল)
প্লে	—	(ইংরাজী শব্দ) নাটক, অভিনয়, খেলা

পাশের বন্ধনী থেকে সঠিক শব্দটি বেছে খালি জায়গায় ভরো ঃ

1. **'সাজঘর' নাটকটি.. লিখেছেন ।**

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়)

2. **'সাজঘর' নাটকটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের .... নাটকের অংশ বিশেষ।**

(ভীমবধ, কুরুক্ষেত্র)

3. **সাজঘর নাটকটিতে.. কাহিনী আছে ।**

(রামায়ণের, মহাভারতের)

4. **ভীমের বেশে ঢুকল ....।**

(কালুদা, নিমাই)

5. **অর্জুন বাণ দিয়ে .... দাড়ি কামিয়ে দেবে ।**

(বড়দার, মেজদার)

6. **দুর্যোধনের বেশে ঢুকল..।**

(পান্নালাল, নিখিল)

কোনটি কে বলেছে খালি জায়গায় লেখো —

7. কে তোকে বলেছে ভীমের অমন বাবর শা-র মত দাড়ি ছিল ? ....

8. চক্র আমি নিয়ে এসেছি । দাদার সাইকেলের একটা টায়ার । ....

9. তুমি তখন থেকে কেবল আমার দাড়িই দেখছ । আর নিখ্‌লে কেষ্ট সেজেছে, তার জুতো বুঝি তোমার চোখে পড়েনি ? ....

10. মহাভারত টারত বুঝি না । মোদ্দা কথা, ঐ নিমেকে আমার উরুভঙ্গ করতে দেব না । ....

উত্তর দাও ঃ

11. নিমাই দাড়ি কামায়নি কেন ?

12. কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণের হাতে কী ছিল ?

13. নিখিল চক্রের বদলে কী এনেছিল ?

14. নিখিল ডার্বি জুতো কেন পড়েছিল ?

15. পান্নালাল কেন থিয়েটার করতে চায়নি ?

16. মহাভারতে কার উরুভঙ্গ করা হয়েছিল ?

17. নাটকটিতে যে কটি চরিত্র আছে, তাদের নাম লেখো ।

18. নিজের কথাগুলি নাটকের সংলাপের আকারে সাজিয়ে লেখো —

রাধা বলল -- কী রে মানসী, স্কুলে যাবি না ? মানসী বলল — না রে, বড্ড জ্বর ! মা-র সাথে ডাক্তার খানা যাবো । রাধা বলল -- কোন ডাক্তারের কাছে যাবি ? মানসী বলল — ওই যে, ও পাড়ার যদু ডাক্তার । রাধা বলল—ওখানে কেন, মধু ডাক্তারের কাছে যা । আমার সে বার যখন জ্বর হয়েছিল, মধু ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে দু' দিনেই ভাল হয়ে গিয়েছিলাম । মানসী বলল --না বাবা না, ওখানে নয় ।

রাধা বলল -- কেন ? মানসী বলল—দু' দিনেই ভাল হয়ে গেলে যে আবার স্কুল ! আবার অংকের স্যার ! আবার কান ধরে বেঞ্চের উপর দাঁড়ানো !

এমনি করে লেখো ঃ

রাধা — কী রে মানসী, স্কুলে যাবি না ?

মানসী — না রে, বড্ড জ্বর ! মা-র সাথে ডাক্তারখানা যাবো ।

রাধা —

19. 'সাজঘর' নাটিকা থেকে সঠিক অক্ষর বেছে নিয়ে শব্দগুলি তৈরি করো ।

ধৃতরাষ্ট্র —	দু — ধন
অস — ব	বৃ — বন
জগঝ —	কুরু — ত্র

20. একই অর্থের শব্দ লেখো ঃ

পরামাণিক —— বেণু ——

শয্যা —— প্রবেশ ——

মস্করা —— ধেনু ——

21. বিপরীত অর্থের শব্দ বেছে নিয়ে লেখো ।

পন্ডিত ——

ভাল ——

আরম্ভ ——

অসম্ভব ——

সহ্য ——

খালি ——

শেষ,	খারাপ
সম্ভব,	ভরা
মূর্খ,	অসহ্য

22. নিচের শব্দগুলির লিঙ্গ পরিবর্তন করো ঃ

ভাই ——

স্বামী ——

নাপিত ——

দাদা ——

পাঠ সংকেত ঃ

1. এটি একটি নাটিকা । ছোট নাটককে নাটিকা বলে । এই নাটিকাটি তোমরা ক'জন মিলে অভিনয় করো ।

2. এই পাঠে মহাভারতের যে চরিত্রগুলি আছে সে বিষয়ে শিক্ষকের বা অভিভাবকদের কাছ থেকে জেনে নাও ।

স্বাধীনতার সুখ

রজনীকান্ত সেন

"বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই
"কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই ।
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে,
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে ।"
বাবুই হাসিয়া কহে, "সন্দেহ কি তায় ?
কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায়;
পাকা হোক্ তবু ভাই, পরের ও বাসা —
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা ।"

পাঠ পরিচয় ঃ

পরাধীন জীবনে যতই আরাম থাকুক, তা কখনও সুখের হয়না । সেখানে মনের শান্তি পাওয়া যায় না । স্বাধীন জীবন অনেক আনন্দের, সে জীবনে কষ্ট ভোগও যেন আনন্দের হয়ে ওঠে । নিজস্ব সৃষ্টির মধ্যে যে তৃপ্তি, যে খুশি রয়েছে, অন্যের অধীনে থেকে সে- সুখ কোথায় ।

চড়ুই পাখির চেয়ে বাবুই পাখি – অনেক বেশি সুখি, কারণ সে তার নিজের তৈরি বাসায় থাকে । অন্যদিকে, চড়ুই পাখি বিরাট অট্টালিকায় থাকলেও, তার জীবনে সত্যিকারের সুখ নেই; কারণ সে অট্টালিকা পরের অধীন ।

জেনে রাখো ঃ

কুঁড়ে ঘর — মাটির দেওয়ালের উপর খড় ছাওয়া সাদামাটা ছোটো ঘর ।

শিল্প — সুন্দর করে কিছু তৈরি করা ।

বড়াই — গর্ব

অট্টালিকা — ইটের তৈরি বড় বাড়ি ।

সন্দেহ — কোন কিছু সম্বন্ধে অবিশ্বাস

গড়া — বানানো

খাসা — খুব ভালো

সঠিক উত্তরটির পাশে (√) চিহ্ন দাও ঃ

1. বাবুই পাখি নিজের বাসা । (বোনে / বোনে না)
2. চড়াই পাখি থাকে (পাকা ঘরে / কুঁড়ে ঘরে)
3. রোদ বৃষ্টি, ঝড়ে কষ্ট পায় (বাবুই পাখি / চড়াই পাখি)
4. নিজের তৈরি বাসায় থাকে (চড়াই পাখি / বাবুই পাখি)
5. স্বাধীনতার সুখ (চড়াই পাখি ভোগ করে / বাবুই পাখি ভোগ করে)

শূন্যস্থানে কবিতার কথা বসাও

6. বাবুই পাখিরে ডাকি বলিছে .... ।

7. .... থেকে কর শিল্পের বড়াই ?

8. কষ্ট পাই তবু থাকি .... বাসায়;

9. .... হাতে গড়া মোর ....ঘর খাসা ।

10. **'স্বাধীনতার সুখ' কবিতা থেকে সঠিক অক্ষর বেছে নিয়ে শব্দগুলি তৈরি করো —**

স্বা — নতা, ম — সুখ,

অ — লিকা, স — হ,

উত্তর দাও ঃ

11. কবিতাটি কে লিখেছেন ?
12. কবিতাটিতে কোন কোন পাখির উল্লেখ আছে ?
13. কে কুঁড়ে ঘরে থেকে শিল্পের বড়াই করে ?
14. 'আমি থাকি মহাসুখে' — এখানে 'আমি' কে ? তার এত আনন্দ কিসের জন্য ?
15. অট্টালিকায় কোন পাখি থাকে ?
16. বাবুই কোথায় বাসা বানায় ?
17. বাবুই পাখির বাসাকে চড়াই পাখির ভালো লাগে না কেন ?
18. বাবুই পাখিকে ডেকে চড়াই কী বললো ?
19. বাবুই হেসে চড়াইকে তার প্রশ্নের কী উত্তর দিয়েছিল ?
20. 'নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা' — কোন কবির ও কোন কবিতার অংশ এটি ?
21. বাবুই ছোট্ট বাসায় থেকেও দুঃখিত নয় । বরং সে যে আনন্দ প্রকাশ করলো, তার কারণ কী ?
22. **বিপরীত অর্থের শব্দ পাশে পাশে লেখো ঃ**

স্বাধীন	——	কুঁড়েঘর	——
দিন	——	সুখ	——
পাকা	——	নিজের	——
ভিতরে	——	গড়া	——

বাইরে, পরের, ভাঙা, পাকাঘর, রাত, কাঁচা, পরাধীন, দুঃখ

23. **নিজের বানানগুলি অশুদ্ধ । এদের শুদ্ধ করে লেখো —**

কুড়েঘর	অটালিকা
বিষ্টি	কস্ট
শন্দেহ	ঘড়

24. **একই অর্থের শব্দ লেখো ঃ**

খাসা ——	বড়াই ——
গড়া ——	সন্দেহ ——

25. তোমার দেখা কোন একটি পাখির কথা লেখো ।
26. কবিতাটি প্রথম চার লাইন মুখস্ত লেখো ।

সমাজ বন্ধু

যারা সমাজের সকলের ভালর জন্য কাজ করে তাদের আমরা সমাজ বন্ধু বলি । যেমন, চাষি, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমোর, ছুতোর, ময়রা, মুদি, ধোপা, নাপিত, মেথর, চৌকিদার, পুলিশ, শিক্ষক, কবিরাজ, ডাকপিয়ন, গাড়োয়ান, রিক্সাওয়ালা প্রভৃতি । এরা সবাই সমাজ -বন্ধু ।

এদের এক এক জনের এক এক রকম কাজ ।

চাষিরা লাঙল দিয়ে মাঠে চাষ করে । তাদের কাছ থেকেই আমরা ধান, গম, ডাল, শাক-সব্জি ইত্যাদি পাই । তাই খেয়ে গ্রাম ও নগরের সবাই জীবন ধারণ করে ।

জেলেরা পুকুর, খাল, বিল, নদী, সমুদ্র থেকে মাছ ধরে আমাদের মাছ যোগায় । তাঁতি তাঁত চালিয়ে আমাদের জন্য ধুতি-শাড়ি-গামছা ইত্যাদি বুনে দেয় । কামাররা লোহার কাজ করে । হাতা, খুন্তি চাটু, কড়াই, কাটারি, কুড়ুল, কোদাল, লাঙলের ফাল, এইসব ঘর-গেরস্তালির জিনিস বানায় । কুমোর তৈরি করে মাটির হাঁড়ি, কলসি, কুঁজো আর নানা রকম খেলনা। যারা কাঠের চেয়ার, টেবিল, দরজা-জানালা তৈরি করে তাদের বলি ছুতোর ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. আমাদের কাপড় কাচে কারা ?
2. আমাদের লেখাপড়া কে শেখায় ?
3. আমাদের চিঠি এনে কে দেয় ?
4. ব্লক অফিসে কাদের নিযুক্ত করা হয়েছে ?

ময়রা আমাদের মিষ্টি যোগায় । মুদি যোগায় তেল-নুন, চাল-ডাল, মশলা ইত্যাদি । ধোপা আমাদের কাপড় কাচে । নাপিত চুল ছাঁটে, মুচি জুতো তৈরি ক'রে দেয় । মেথর পথঘাট, নালা-নর্দমা পরিষ্কার করে ।

ডাকপিওন আমাদের চিঠি এনে দেয় । চৌকিদার ও পুলিশ পাহারার কাজ করে । শিক্ষক,

শিক্ষিকারা লেখাপড়া শেখায় ।

ডাক্তার ও কবিরাজ আমাদের ওষুধ দেয়, রোগ সারায় । রুগ্নদের সুস্থ করে । ড্রাইভার, রিক্সাওয়ালা ও অন্যান্য গাড়ির চালক গাড়ি চালিয়ে যাত্রী ও জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যায় ।

আজকাল ব্লক অফিস থেকে গ্রামের জন্য 'গ্রাম সেবক' ও 'গ্রাম সেবিকা' নিযুক্ত করা হয়েছে। তাদের কাজ হল নানা কাজে গ্রামবাসীদের সাহায্য করা ।

এইসব সমাজ বন্ধুদেরও সাহায্যে আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করি ।

জেনে রাখো ঃ

সমাজবন্ধু — যে সমাজের ভালো করে ।

জীবন ধারণ করা — বেঁচে থাকা

সুস্থ — যার রোগ নেই ।

নিযুক্ত — কাজে লাগানো ।

স্বচ্ছন্দে — ভালোভাবে ।

সেবক — যে সেবা করে ।

রুগ্ন — যার রোগ হয়েছে ।

যাত্রী — যে যায় ।

শিক্ষক — যে শেখায় ।

পাঠবোধ

1. চার রকমের সমাজ বন্ধুদের নাম লেখো ঃ

(ক) ______________ (খ) ______________

(গ) ______________ (ঘ) ______________

2. এই কাজগুলি যারা করে তাদের কী বলে লেখো ঃ

(ক) যে চাষ করে .... চাষি

(খ) যে কাপড় বোনে........................

(গ) যে লোহার কাজ করে....................

(ঘ) যে কাঠের কাজ করে ....

(ঙ) যে মাটির কাজ করে.....................

(চ) যে মিষ্টি বানায় ....

(ছ) যে কাপড় কাচে ....

(জ) যে চুল ছাঁটে...........................

(ঝ) যে পাহারা দেয়........................

(ঞ) যে রোগ সারায়........................

3. কোন্ জিনিস কে তৈরি করে, পাশে লেখো ঃ

(ক) জুতো .... (ঘ) কলসি ....

(খ) রসগোল্লা .... (ঙ) গামছা ....

(গ) কাস্তে.............................. (চ) চৌকি ....

4. নিচে কয়েকটি জিনিসের নাম দেওয়া হল । যেটি যে সমাজ-সেবকের কাজে লাগে, সেটির পাশে তার নাম লেখো ঃ

হাতুড়ি	———	ক্ষুর-কাঁচি	———
চাক	———	লাঙ্গল	———
মাকু	———	হাপর	———
দাঁড়িপাল্লা	———	করাত	———
সোডা-সাবান	———	জাল	———
কাস্তে	———	ব্ল্যাকবোর্ড	———
তাঁত	———	স্টেথো	———

5. ক আর খ এর শব্দগুলি ঠিক ভাবে দাগ দিয়ে মিলিয়ে দাও ঃ

ক	খ
নার্স	জাহাজ চালানো
নাবিক	রুগীর সেবা
রাখাল	সেলাই করা
রাজমিস্ত্রী	রান্না করা
রাঁধুনি	গরু চরানো
মাঝি	বাড়ি তৈরি করা
দর্জি	নৌকা চালানো
কাঠুরে	কাঠ কাটা

উত্তর দাও ঃ

6. সমাজবন্ধু কাদের বলা হয় ?

7. চাষিরা কিভাবে মাঠে কাজ করে ? আমরা তাদের কাছ থেকে কী পাই ?

8. কামার কি কি জিনিস তৈরি করে ?

9. **বাক্য তৈরি করো ঃ**

সমাজ, বন্ধু, শিক্ষক, চাষি, ডাক্তার ।

10. **বিপরীত শব্দ লেখো ঃ**

ভালো, জীবন, সুখ, কাজ, পরিষ্কার ।

11. **ঠিক বানানটিতে (√) দাগ দাও ঃ**

চৌকিদার / চৌকীদার

পুলিগ / পুলিশ

কবিরাজ / কবীরাজ

সাক-সব্ধি / শাক - সব্জি

ডাকপিয়ন / ডাকপিওন

গেঁয়ো ইঁদুর আর শহুরে ইঁদুর

(ঈশপের গল্প)

এক গ্রামে এক ইঁদুর বাস করত । তার বন্ধু বাস করত দূরের এক শহরে । একদিন সেই শহুরে বন্ধুটি গ্রামে বেড়াতে এল । শহুরে বন্ধুকে কাছে পেয়ে গেঁয়ো ইঁদুর খুব খুশি হল । সে শহুরে ইঁদুরকে গাঁয়ের মাঠঘাট বনজঙ্গল আর খেতখামার দেখাল; নিজের ঘরবাড়ি দেখাল ।

দুপুরে খেতে বসে গেঁয়ো ইঁদুর বলল, "কী খাবে বলো ? গ্রামে যা যা পাওয়া যায়, সবই আমার ঘরে আছে । এই বলে সে তার বন্ধুকে কিছু শুকনো ফলমুল আর ধান-গম-যব খেতে দিল। এসব খাবার শহুরে ইঁদুরের পছন্দ নয় । তাই সে খেতে খেতে বলল, "সত্যি কথা বলতে কী পাড়াগাঁয়ে

তোমাদের খাওয়া-দাওয়া একেবারে সেকেলে । এসব শুকনো খাবার আজকাল শহরে কেউ খায় না। তাছাড়া এভাবে মাটিতে বসাও আমার অভ্যেস নেই । শহরে এসো— দেখবে খাওয়া কাকে বলে !”

পড়ে কী বুঝলে ?
1. শহুরে ইঁদুর কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল ?
2. গেঁয়ো ইঁদুর শহুরে ইঁদুরকে কী দেখাতে নিয়ে গেলো ?
3. গেঁয়ো ইঁদুর শহুরে ইঁদুরকে দুপুরে কী খেতে দিলো ?
4. সারাদিন দুই ইঁদুর মিলে কী করলো ?

একদিন গেঁয়ো ইঁদুর শহরে গেল । সেখানে তার বন্ধু একটা বড় বাড়িতে বাস করে । গেঁয়ো ইঁদুর গিয়ে শহুরে ইঁদুরের সেই বাড়িতে হাজির হল । বন্ধুকে পেয়ে শহুরে ইঁদুরের খুব আনন্দ হল। সারাদিন তারা দুজনে গল্প করে কাটাল ।

রাতে শহুরে ইঁদুর তার বন্ধুকে নিয়ে একটা খাবার ঘরে এল । এখানে কিছু আগেই বাড়ির লোকেরা লুচি-মাংস, পোলাও-কাবাব খেয়ে গেছে । তারই উচ্ছিষ্ট অনেক পড়ে রয়েছে । শহুরে ইঁদুর এসব সুখাদ্য যোগাড় করে গেঁয়ো ইঁদুরকে নিয়ে খেতে বসল । গেঁয়ো ইঁদুর অবাক হয়ে বলল, “এরকম রাজভোগ তুমি রোজ খাও নাকি !” শহুরে ইঁদুর বলল, “রোজ, কোনও কোনও দিন দই-মিষ্টিও খাই !”

পড়ে কী বুঝলে ?
1. রাতে শহুরে ইঁদুরে তার বন্ধুকে কোথায় নিয়ে গেলো ?
2. খাবার ঘরে কে ঢুকলো ?
3. গেঁয়ো ইঁদুর ভয়ে কোথায় লুকালো ?
4. ভয়ে ভয়ে রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে শান্তিতে কী খাওয়া ভালো ?

এমন সময় খাবার ঘরে ঢুকল এক বাঘা কুকুর । কুকুর দেখে শহুরে ইঁদুর খাবার ফেলে দে ছুট! গেঁয়ো ইঁদুরও ভয়ে একটা নর্দমার মধ্যে ঢুকে পড়ল । কুকুর চলে গেলে দুই বন্ধু গর্ত থেকে বেরিয়ে এল । তখন গেঁয়ো ইঁদুর বলল শহুরে ইঁদুরকে, “গ্রামে আমরা শুকনো খাবার খাই বটে, তবে তোমাদের মতো মুখের খাবার ফেলে দিয়ে আমাদের পালাতে হয় না।”

এই বলে সে সেই রাতেই গ্রামে ফিরে এল ।

ভয়ে ভয়ে রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে শান্তিতে শাক-ভাত খাওয়াও ভালো ।

জেনে রাখো :

পছন্দ — মনের মতো

সু-খাদ্য — ভালো খাবার

সেকেলে — পুরাতন

বাঘা — বাঘের মতো রাগী

উচ্ছিষ্ঠ — এঁটো

পাঠবোধ

খালি জায়গায় সঠিক উত্তরটি লেখো :

1. 'গেঁয়ো ইঁদুর আর শহুরে ইঁদুর' গল্পটি ....থেকে নেওয়া হয়েছে ।

(ঈশপেরগল্প / জাতকের গল্প)

2. এক গ্রামে এক .... বাস করতো ।

(ইঁদুর / কুকুর)

3. গেঁয়ো ইঁদুরের এক .... বাস করতো দূরের এক শহরে ।

(শত্রু / বন্ধু)

4. গেঁয়ো ইঁদুর তার বন্ধুকে শুকনো .... খেতে দিলো ।

(গাছপালা, ফলমূল)

5. কুকুর চলে গেলে দুই বন্ধু .... থেকে বেরোয় ।

(গর্ত থেকে, নালা থেকে)

ঠিক উত্তরে (√) চিহ্ন আর ভুল (X) চিহ্ন দাও :

6. এক গ্রামে এক ইঁদুর বাস করতো । ☐

7. গেঁয়ো ইঁদুর তার বন্ধুকে চপ - কাটলেট খেতে দিলো । ☐

8. এসব, শুকনো খাবার আজকাল শহরে সবাই পছন্দ করে । ☐

9. বন্ধুকে পেয়ে শহরের ইঁদুর খুব খুশী হলো । ☐

10. এমন সময় খাবার ঘরে ঢুকলো একটা বাঁদর । ☐

উত্তর দাও ঃ

11. গেঁয়ো ইঁদুর শহুরে ইঁদুরকে কী খেতে দিলো ?
12. গেঁয়ো ইঁদুরের দেওয়া খাওয়া দেখে শহুরে ইঁদুর কী বলেছিলো ?
13. শহুরে ইঁদুর গেঁয়ো ইঁদুরকে খাওয়াবার জন্য কোথায় নিয়ে এলো ?
14. শহুরে ইঁদুর গেঁয়ো ইঁদুরকে কী খেতে দিলো ?
15. ইঁদুরেরা খাবার ফেলে কেন পালালো ?
16. গেঁয়ো ইঁদুর সে রাতেই কোথায় ফিরে গেলো ?
17. **বিপরীত শব্দ লেখো ঃ**

গ্রাম —

বন্ধু —

দূরে —

শহুরে —

রাত —

শুকনো —

সত্যি —

অভ্যাস —

আনন্দ —

ভয় —

18. **শুদ্ধ বানানটিতে (√) চিহ্ন**

ইঁদুর / ইঁদূর

দুপুর / দুপূর

ফলমুল / ফলমূল

লুচী / লুচি

মিষ্টী / মিষ্টি

19. **নিচে দেওয়া শব্দগুলি দিয়ে বাক্য বানাও ঃ**

দুপুর —

ইঁদুর —

হাজির —

গল্প —

রাজভোগ —

গরু কি আর সাধে বলে

ভবানী প্রসাদ মজুমদার

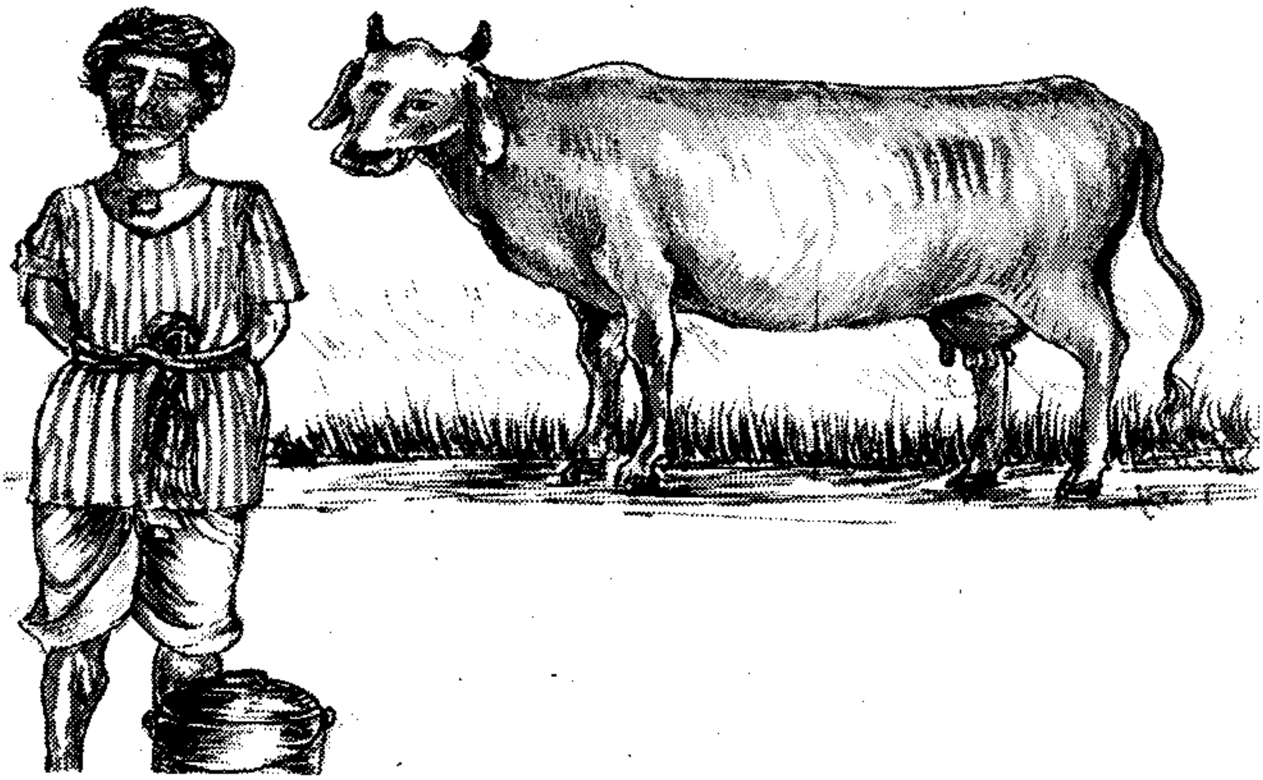

ভেবে-ভেবেই হারু - গোয়ালার
মুখটা হলো সরু !
কি ভুল করেই কিনেছিলেন
বিদ্‌ঘুটে এই গরু !!

কপাল নেহাত খারাপ হলেই
এমন গরু জোটে !
শয়তানটা ঘাস ছাড়া আর
খায় না কিছুই মোটে !!

সকাল বিকাল দুই বেলাতেই
কোথায় পাবেন ঘাস !
কোলকাতাতে হয় কি কোথাও
সবুজ ঘাসের চাষ !!

তাই তো তিনি বুদ্ধি করেই
খড় ভিজিয়ে কেটে ।
গরুর চোখে সবুজ-কাঠের
গগল্‌স্‌ দিলেন এঁটে !!

'গো-মুখ্যু' আর সাধে বলে,
গোরুর পায়ে গড় !
সবুজ-চোখে ঘাস ভেবে তাই
চিবোয় ভিজে খড় !!

পাঠ পরিচয় ঃ

এখন শহরে কোথাও আর সবুজ ঘাস দেখা যায় না । ঘাস কেটে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, সেখানে

মানুষেরা বসবাসের ব্যবস্থা হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে ঘরবাড়ি। কিন্তু গরু যে ঘাস ছাড়া অন্য কিছু খায় না। তার জন্য ঘাসের বদলে আনা হলো ভিজে খড়। তবে খড়ের রঙ তো সবুজ নয়। সুতরাং গরুকেই পরিয়ে দিতে হলো সবুজ চশমা; যার মধ্য দিয়ে সে সব কিছুকেই সবুজ রঙের দেখবে। গাছপালার সৌন্দর্যে প্রকৃতি সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক পরিবেশ স্বাস্থ্যকর হয়। সুস্থভাবে জীবন ধারনের জন্য গাছপালা, সবুজ ঘাস একান্ত প্রয়োজন। কবি এই সুন্দর কবিতাটির মাধ্যমে এই কথাই বলতে চেয়েছেন।

জেনে রাখো ঃ

বিদ্‌ঘুটে — অদ্ভুত; **গো-মুখ্যু** — ভীষণ বোকা; **গড়** — প্রণাম।

পাঠবোধ

সঠিক শব্দ দিয়ে খালি জায়গা ভরো —

1. **ভেবে-ভেবেই হাবু-গোয়ালার মুখটা হলো ....।**
   (ক) মোটা (খ) সরু (গ) লম্বা।
2. **কপাল নেহাত খারাপ হলেই এমন .... জোটে।**
   (ক) ঘোড়া (খ) বলদ (গ) গরু।
3. **শয়তানটা .... ছাড়া আর খায়না কিছুই মোটে !!**
   (ক) ঘাস (খ) ফুল (গ) পাতা।
4. **কোলকাতাতে হয় কি কোথাও .... ঘাসের চাষ !!**
   (ক) হলুদ (খ) সবুজ (গ) গেরুয়া।
5. **সবুজ-চোখে ঘাস ভেবে তাই চিবোয় ভিজে ....।**
   (ক) গাছ (খ) খড় (গ) পাতা।

উত্তর দাও ঃ

6. কী ভেবে হাবু-গোয়ালার মুখটা সরু হলো ?
7. হাবু-গোয়ালার ভুল করে কী কিনেছিলেন ?
8. গরুটি কী খেতো ?
9. ‘শয়তান’ কাকে বলা হয়েছে ?
10. হাবু-গোয়ালার কপালে এমন গরু জুটলো কেন ?

11. গরুকে ঘাসের বদলে কী দেওয়া হয়েছিলো ?

12. 'গো-মুখ্যু' কাকে বলা হয়েছে ?

13. গরুটি চোখে কী পরেছিলো ?

14. গরুর চোখ সবুজ হলো কী করে ?

15. গরু খড়কে কী ভেবে খেয়েছিলো ?

নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য বানাও —

16.	বিদ্‌ঘুটে	কপাল	সকাল
	গগল্‌স্‌	বুদ্ধি	বিকাল

17. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

খারাপ	ভুল	ভিজে
সরু	মুখ্যু	

নিচের শব্দগুলি দিয়ে বহুবচন লেখো ঃ

18.	গোয়ালা	ঘাস	মুখ
	গরু	খড়	চোখ

19. লিঙ্গ নির্দেশ করো ঃ

গোয়ালা গরু

20. ঠিক শব্দগুলিতে (√) চিহ্ন দাও ঃ

ভূল / ভুল	খড় / খর	শবুজ / সবুজ
কাঁচ / কাচ	চাশ / চাষ	গড় / গর

করতে পারো ঃ

স্কুলে ও নিজের বাড়িতে ছোট ছোট গাছ লাগাতে পারো । ঘাস থাকলে, সেগুলিকে সুন্দরভাবে ছেঁটে রাখবার ব্যবস্থা করো, যাতে সেখানে জঙ্গল না হয়ে ওঠে এবং তাদের সৌন্দর্য বজায় থাকে ।

প্রদীপের বন্ধুরা

প্রদীপের পড়ার ঘর । ঘরের দেওয়ালে ভারতের মানচিত্র । মানচিত্রের দিকে তাকাতেই প্রদীপের চোখে ভেসে ওঠে একটি উৎসবের ছবি ।

সেবার কলকাতায় শিশু উৎসব হয়ে গেল । নানা জায়গা থেকে ছেলেমেয়েরা এসেছিল । দিল্লি, কাশ্মীর, রাজস্থান, আসাম, মুম্বাই, কেরল প্রভৃতি এক একটি রাজ্যের এক একটি দল । উৎসব প্রাঙ্গণে বিরাট এক মঞ্চ। মঞ্চের পেছনে ভারতের বিশাল এক মানচিত্র । তাতে আঁকা ছিল যত রাজ্যের ছেলেমেয়েদের ছবি ।

পর্দা উঠলে দেখা গেল তাদের । পরনে নিজেদের অঞ্চলের পোশাক । তারা নাচল, গাইল, আবৃত্তি করল, অভিনয় করল । আনন্দে ভরে উঠল সকলের মন ।

পশ্চিমবঙ্গের শিশুদের দলে ছিল প্রদীপ । ধুতি পাঞ্জাবিতে ছোট্ট প্রদীপকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। উৎসবে কত জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল তার । তার একটি ছোটো খাতা আছে । নানা রাজ্যের বন্ধুরা তাদের নাম আর ঠিকানা লিখে দিয়েছে পাতায় পাতায় । প্রদীপ খাতাটি খুলল । খাতা খুলতেই তার মনে পড়ে গেল বন্ধুদের কথা ।

প্রথম পাতাতেই প্রেমনাথের নাম । ওদের বাড়ি দিল্লি । প্রেমনাথ বলেছিল —ছুটিতে চলে এসো আমাদের বাড়ি । বাবার সঙ্গে আমি তোমাকে দিল্লি ঘুরিয়ে দেখাবো । সকালে উঠে চাপাটি খেয়ে বেরিয়ে পড়ব আমরা।

> **পড়ে কী বুঝলে ?**
> 1. শিশু উৎসব কোথায় হয়েছিল ?
> 2. উৎসব- মঞ্চের পেছনে কোথাকার মানচিত্র ছিল ?
> 3. ছেলেমেয়েরা কিরকম পোষাক পরেছিল ?
> 4. প্রদীপের খাতায় সবার আগে কার নাম লেখা ছিল ?

— চাপাটি ?

— তোমরা ভাত খাও । আমরা চাপাটি খাই ।

— দিল্লিতে অনেক কিছু দেখার আছে, না ?

অনেক কিছু । রাষ্ট্রপতি ভবন, পার্লামেন্ট হাউস, ইণ্ডিয়া গেট, যন্তর মন্তর, কুতুব মিনার । নতুন দিল্লির ছায়াভরা রাজপথ দেখলে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে ।

— পুরনো দিল্লিও আছে নাকি ?

— নেই আবার ? বিখ্যাত লাল কেল্লা তো পুরনো দিল্লিতে ।

প্রদীপ বলেছিল — গরমের ছুটিতে যাব । বাবাকে বলব ।

প্রেমনাথ বলেছিল — গরমের ছুটিতে এসো না । তখন দিল্লিতে ভীষণ গরম । পূজোর ছুটিতে এসো ।

পরের পাতায় মমতাজের নাম ।

কাশ্মীরি দলের মমতাজ । নৌকা নাচে সে মাঝি হয়েছিল । কাশ্মীরে বাড়ি । তাদের অনেকগুলো ভেড়া আছে । ওর মা ভেড়ার লোম থেকে পশম তৈরি করেন । মমতাজ পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে মার কাজে সাহায্য করে । ওর বাবা একটি হাউস বোট দেখা-শোনা করেন ।

হাউস বোট কথাটা প্রথম শুনলো প্রদীপ ।

মমতাজ বুঝিয়ে দিল । হাউস বোট মানে নৌকাবাড়ি । হ্রদের জলে ভেসে থাকে সুসজ্জিত নৌকা। নৌকাতেই রান্নাবান্না । নৌকাতেই থাকার জায়গা ।

— ভারি মজা তো !

— ভারি মজা । কাশ্মীরে অনেক পর্যটক বেড়াতে যায় । অনেকে দু'চারদিন নৌকাবাড়িতে কাটিয়ে দেয় ।

মমতাজ প্রদীপকে বলল — তুমি চলোনা কাশ্মীরে । দেখবে পাহাড়ের গায়ে গায়ে কত ফুল। কত গাছ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে । কাশ্মীরে অনেক ফলের চাষ হয় । সেখানে গেলে তুমি অনেক আপেল খেতে পাবে ।

মমতাজের ফর্সা টুকটুকে মুখের দিকে তাকিয়ে প্রদীপ বলেছিল — যাব ।

মনে পড়ে প্রতাপকে । রাজস্থানী দলের প্রতাপ ।

ভারি ছটফটে । মাথায় পাগড়ি বেঁধে মঞ্চে এসেছিল । যোধপুরের একটি

গ্রামে থাকে ওরা । ওদের বাড়িতে উট আছে । প্রতাপ উটে চড়েছে । উটের নাম শুনে প্রদীপের কৌতূহল হল ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. প্রদীপ কোন্ প্রদেশে থাকতো ?
2. কাশ্মীর অঞ্চলে কে থাকতো ?
3. হাউস বোট কাকে বলে ?
4. যোধপুরে কোন্ মরুভূমি আছে ?

প্রতাপ বলেছিল — আমাদের যোধপুরের একটু দূরেই থর । থর মরুভূমি । ওখানে লোকেরা উটে চড়েই যাতায়াত করে । উট হল মরুভূমির জাহাজ । তুমি যোধপুরে এসো । তোমায় উটে চড়াবো।

একটি পাতায় রামনের নাম । রামন ছিল কেরলের দলে । ওর বাবার সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যবসা।

— তুমি মাছ ধরতে পারো ?

— দু'একবার বাবার সঙ্গে নৌকায় করে গিয়েছি । সমুদ্রের ঢেউ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে । রামন পেন্সিল দিয়ে এঁকে দিয়েছে তাদের বাড়ির ছবি । বাড়ির চারদিকে নারকেল গাছ । একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের জল। বাড়ি থেকে দেখা যায় সমুদ্রে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত । রামন বার বার করে প্রদীপকে তাদের বাড়িতে যেতে বলেছে ।

লীলারা থাকে অন্ধ্রে । ওদের ওখানে তুলোর চাষ হয় খুব । লীলাদের দল উৎসবে তুলো তোলার নাচ দেখালো । সবার পিঠে ছোট ছোট ঝুড়ি । নাচের মাঝে মাঝে মঞ্চে ছড়িয়ে দিচ্ছিল সাদা সাদা তুলো । নাচের শেষে প্রদীপ বলেছিল — তোমাদের নাচ চমৎকার হয়েছে, লীলা । নাচটা আমায় শিখিয়ে দেবে ? লীলা বলেছিল — হ্যাঁ দেবো । আগে তুমি আমাদের বাড়ি চলো ।

খাতার পাতায় আরেকটি নাম — মনসুর আলি । ওরা থাকে বিহারে । ঝরিয়া কয়লাখনিতে কাজ করে ওর বাবা । মনসুর ভাল বাঁশি বাজাতে পারে । ওদের দল একটি সাপুড়ে নৃত্য দেখিয়েছিল। মনসুর বাজিয়েছিল সাপুড়ে বাঁশি। যাবার সময় সে প্রদীপকে একটি সাপুড়ে বাঁশি দিয়ে গিয়েছে।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. তুলোর চাষ কোথায় হয় ?
2. ঝরিয়া কয়লাখনি কোথায় আছে ?
3. মনসুর কোথায় থাকতো ?
4. সে কোন্ বাজনা বাজিয়েছিল ?

জয়মঙ্গলকে মনে আছে প্রদীপের । আসামের দলের জয়মঙ্গল।

সবাই ডাকে জয় । আসামের একটি চা বাগানে ওদের বাড়ি । ও প্রদীপকে বলেছিল চা বাগানের কথা । পাহাড়ের গায়ে গায়ে সবুজ চা গাছ । ছবির মতো সুন্দর । জয়মঙ্গলরা নেচেছিল বিহু নাচ । বিহু ওদের বড়ো উৎসব। উৎসবের শেষ গানটি ছিল সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত । প্রায় দুশো

ছেলেমেয়ে একসঙ্গে গাইল।

সেই দৃশ্য প্রদীপ কখনো ভুলবে না।

যাবার সময় বন্ধুরা তাকে নানা জিনিস উপহার দিয়েছে। প্রদীপ দিয়েছে একটা করে বাঁকুড়ার পুতুল-ঘোড়া। ঘোড়ার গলায় বাঁধা এক টুকরো কাগজ! তাতে লেখা আছে — বন্ধুকে দিলাম।

জানো ঃ

(ক) ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। নানান বৈচিত্র্যে ভরা। এক জায়গার লোকেদের সঙ্গে অন্য জায়গার লোকদের কিছু কিছু মিলও আছে তফাৎও আছে। এক প্রদেশের পোশাক ভাষা বা রীতিনীতির সঙ্গেও হয়ত অন্য প্রদেশের ঐ সবের মিল নেই। কেউ ধান বোনে, কেউ মাঠ থেকে তুলো আনে, কেউ খনি থেকে কয়লা ওঠায়, কেউ নদীতে নৌকাবাড়ি ভাড়া দেয়, কেউ নৌকা নিয়ে মাছ ধরে। অথচ এত তফাতের মধ্যেও একটা ভালবাসার বাঁধন আছে সকলের মধ্যে। কারণ সবাই মানুষ, তাই অন্য প্রদেশের লোককে সহজেই ভালোবাসা যায়, যেমন অল্প দিনের আলাপেই প্রদীপ ভালবেসে ফেলেছে তার দূরের বন্ধুদের।

(খ) এখানে প্রদেশ অনুযায়ী কিছু জীবিকার অর্থাৎ কে কি কাজ করে, তা বলা হয়েছে।

জেনে রাখো ঃ

মানচিত্র — দেশের বা জমির নক্‌শা

পশম — উল (ভেড়ার লোম থেকে তৈরি হয়)

সাপুড়ে — যে সাপ ধরে, সাপ খেলায়।

শিশু উৎসব — শিশুদের উৎসব।

চাপাটি — হাতের সাহায্যে গড়া রুটি।

সুসজ্জিত — সুন্দরভাবে সাজানো।

বিহু নাচ — আসাম প্রদেশের এক রকম নাচ।

পর্যটক — ভ্রমণকারী।

সূর্যোদয় — সূর্য ওঠা।

পাঠবোধ ঃ

সঠিক শব্দটি লেখো ঃ

1. ভারতের মানচিত্রে কাদের ছবি আঁকা ছিল ?

(ক) জীবজন্তুর (খ) ছেলে মেয়েদের

(গ) গাছপালার (ঘ) নদী ও সমুদ্রের

2. শিশু উৎসবে বিভিন্ন প্রদেশের ছেলেমেয়েরা কী করেছিল ?

(ক) খেলা (খ) অভিনয়

(গ) বাঁশি বাজানো (ঘ) ঘোড়ায় চড়া

3. ধুতি পাঞ্জাবি কে পরেছিল ?

(ক) প্রেমনাথ (খ) প্রতাপ

(গ) রামন (ঘ) প্রদীপ

4. কাশ্মীরে কিসের চাষ হয় ?

(ক) ফুল (খ) কমলালেবু

(গ) আপেল (ঘ) আম

5. জয়মঙ্গলরা কোন্ নাচ নেচেছিল ?

(ক) কত্থক নাচ (খ) মণিপুরী নাচ

(গ) বিহু নাচ (ঘ) ওডিশি নাচ

উত্তর লেখো ঃ

6. শিশু উৎসবে কোন্ কোন্ জায়গা থেকে ছেলেমেয়েরা এসেছিল ?

7. প্রদীপের খাতায় কী লেখা ছিল ?

8. দিল্লীতে কী কী দেখার জিনিস রয়েছে ?

9. মমতাজ কোন প্রদেশ থেকে এসেছিল ? নৌকা-নাচে সে কী হয়েছিল ?

10. হাউস বোট কাকে বলে ?

11. মমতাজের মা কী করতেন ?

12. প্রতাপ কোথায় থাকতো ? সে কীভাবে মঞ্চে এসেছিল ?

13. মরুভূমিতে উট কোন্ কাজে ব্যবহৃত হয় ?

14. রামনের বাবা কী করতেন ?

15. লীলা এবং তার দল কেমন ভাবে তুলো তোলার নাচ দেখিয়েছিল ?

16. মনসুর ও তার দল কী নাচ দেখিয়েছিল ?

17. মনসুরের বাবা কোথায় কাজ করতেন ?

18. জয়মঙ্গলের বাড়ি কোথায় ছিল ?

19. উৎসবের শেষে কী গান গাওয়া হয়েছিল ?

20. প্রদীপ তার বন্ধুদের কী উপহার দিয়েছিল ?

21. কে কোন্ প্রদেশের ছেলেমেয়ে, তা তাদের নামের পাশে লেখো —

প্রেমনাথ

লীলা

জয়মঙ্গল

প্রদীপ

রামন

মমতাজ

প্রতাপ

22. নিচের শব্দগুলির মধ্যে শুদ্ধ শব্দটির পাশে (√) দাগ দাও ঃ

আবৃতি / আবৃত্তি	পাঞ্জাবী / পাঞ্জাবি	কুতুব মিনার / কুতব মিনার
লালকেলা / লালকেল্লা	কৌতূহল / কৌতুহল	প্রাঙ্গন / প্রাঙ্গণ

23. বাক্য রচনা করো ঃ

মানচিত্র, উৎসব, হাউস-বোট, জাহাজ, সমুদ্র, মরুভূমি।

24. নিচের শব্দগুলির মধ্যে কোন্‌টি একবচন আর কোন্‌টি বহুবচন, তা লেখো ঃ

ছেলেমেয়েরা, সকলে, ভেড়া, পর্যটক, ওদের, পাগড়ি ।

25. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

সূর্যোদয়, আনন্দ, সুন্দর, জল, বন্ধু, বড়ো ।

করতে পারো ঃ

ছাত্র ছাত্রীরা মিলে শিশু উৎসবের আয়োজন করতে পারো । সকলে সেখানে নাচ - গান আবৃত্তি অভিনয় প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারো । এর ফলে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও গভীর হবে ।

এই পাঠের বিষয়বস্তুকে প্রশ্নোত্তর বা ক্যুইজের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারো ।

পাখির মতো

আল মাহমুদ

আম্মা বলেন, পড়রে সোনা
আব্বা বলেন, মন দে ।
পাঠে আমার মন বসে না
কাঁঠাল চাঁপার গন্ধে ।
আমার কেবল ইচ্ছে জাগে
নদীর কাছে থাকতে,
বকুল ডালে লুকিয়ে থেকে
পাখির মতো ডাকতে ।

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে
কর্ণফুলির কূলটায়
দুধভরা ঐ চাঁদের বাটি
ফেরেস্তারা উল্টায়
তখন কেবল ভাবতে থাকি
কেমন করে উড়বো,
কেমন করে শহর ছেড়ে
সবুজ গাঁয়ে ঘুরবো ।
তোমরা যখন শিখছো পড়া
মানুষ হওয়ার জন্য,
আমি না হয় পাখিই হবো
পাখির মতো বন্য ।

পাঠবোধ

ছোট মেয়েটি কল্পনা করে আকাশে উড়ে যাবার; পাখির মতো শহর ছেড়ে গাঁয়ের পথে পাড়ি দিতে চায় সে । তার ইচ্ছে হয়, নদীর কাছে, বকুলের ডালে লুকিয়ে থেকে পাখির মতো ডাকতে । কর্ণফুলির কূলে যে সময়ে সবাই ঘুমিয়ে থাকে; দেবদূত নেমে আসে পৃথিবীটাকে ঢেকে দিতে, তখন কেবল সে ভাবতে থাকে কি করে আকাশে উড়বে । আম্মা আর আব্বার অনুরোধ বা আদেশেও পড়াতে তার মন বসে না । অন্য সঙ্গি-সাথিদের মতো পড়াশোনা করে মানুষ হতে সে চায়না, সে চায় বনের পাখির মতো হতে ।

জেনে রাখো ঃ

আম্মা — মা
আব্বা — বাবা
পাঠ — পড়া
কূল — নদীর তীর
কর্ণফুলি — একটি নদীর নাম

ফেরেস্তা — দেবদূত

বন্য — যারা বনে থাকে

সঠিক উত্তরটি লেখো ঃ

1. আল মাহমুদ লিখিত কবিতাটির নাম হলো

ক. পাখির মতো খ. মনের বহর

গ. স্বাধীনতার সুখ ঘ. ঋতু

2. ছেলেটির পাঠে কেন মন বসতে চায় না ?

ক. রজনীগন্ধার গন্ধে খ. জুঁইফুলের গন্ধে

গ. কাঁঠাল চাঁপার গন্ধে ঘ. বকুলের গন্ধে

3. দুধভরা চাঁদের বাটি কে উল্টে ফেলে ?

ক. ছেলেটি খ. পাখিটি

গ. ফেরেস্তারা ঘ. মা

4. ছেলেটি শহর ছেড়ে কোথায় ঘুরে বেড়াতে চায় ?

ক. গ্রামে খ. বিলেতে

গ. রাস্তায় ঘ. ট্রেনে

5. 'পাখির মতো' কবিতাটিতে কোন নদীর কথা বলা হয়েছে ?

ক. কোপাই খ. কর্ণফুলি

গ. পুনপুন ঘ. কৌশিকী

উত্তর দাও ঃ

6. 'পাখির মতো' কবিতাটি কে লিখেছেন ?

7. ছেলেটির আম্মা ছেলেটিকে কী করতে বলেন ?

8. ছেলেটির কী হতে ইচ্ছা করে ?

9. বকুল ডালে লুকিয়ে থেকে ছেলেটির কি করতে ইচ্ছা করে ?

10. সবাই যখন পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকে তখন ছেলেটি কী ভাবতে থাকে ?

11. নিচে লেখা বানানগুলি অশুদ্ধ । এদের শুদ্ধ করে লেখো ঃ

গন্দ

ফেরেস্তা

শবুজ

মানুস

সবুঝ

12. বিপরীত অর্থের শব্দ বেছে নিয়ে লেখো ঃ

ভরা

মানুষ

কাছে

ইচ্ছা

বন্য

দূরে,	শূন্য,
শহুরে,	অমানুষ
অনিচ্ছা	

13. নিচের শব্দগুলির মধ্যে কোনটি একবচন, কোনটি বহুবচন পাশে লেখো ঃ

ছেলেটা

মানুষগুলি

পাখিগুলি

বইখানা

শিশুসব

14. বোঝো — একই কথার একাধিক মানে হয়, যেমন —

পড়া — বই পড়া, ঘুমিয়ে পড়া, গাছ থেকে পড়া ।

মন — পাঠে মন দাও, এক মন ধান দাও ।

ডাল — গাছের ডাল, মুসুর ডাল ।

কুল — টোপা কুল, কুল দেবতা

কূল — নদীর কূল ।

কর — কাজ কর, আয়কর, করতল, করকরে নোট, তুমি করো, ইচ্ছে করো ।

15. এবার নিচের শব্দগুলি দিয়ে ভিন্ন অর্থে বাক্য রচনা করো ঃ

বল (শক্তি) বল (বলা)

পালা (যাত্রার) পালা (পালানো)

16. তোমার চেনা পশু পাখিকে অন্য নামেও ডাকা হয় । সঠিক পশু ও পাখির নামটি জেনে নিয়ে নিচে লেখো ঃ

অশ্ব, শশক, গাভী, গজ, পশুরাজ, শুক পাখি, গল, পেচক, মাছরাঙ্গা

17. বোঝো ঃ

(ক)	তুই কর	তুমি করো	আপনি করুন
(খ)	তুই লেখ	তুমি লেখো	আপনি লিখুন
(গ)	তুই বল	তুমি বলো	আপনি বলুন
(ঘ)	তুই শোন	তুমি শোনো	আপনি শুনুন
(ঙ)	তুই ধর	তুমি ধরো	আপনি ধরুন
(চ)	তুই চল	তুমি চলো	আপনি চলুন

উপরের প্রথম উদাহরণের সঙ্গে 'কাজ' কথাটি জুড়ে তিনটি বাক্য রচনা করা হয়েছে ।

যেমন, তুই কাজ কর, তুমি কাজ করো, আপনি কাজ করুন,

এবার অন্য উদাহরণগুলির সঙ্গে **'খ' - এ চিঠি, 'গ' - এ কথা 'ঘ' - এ গান 'ঙ' - এ বইটি 'চ'** - এ বাড়ি শব্দ যোগ ক'রে একটি করে বাক্যরচনা করো ।

জেনে রাখো ঃ

কবিতাটি বাংলা দেশের বিখ্যাত কবির রচনা । এতে কিছু আরবি-ফারসি শব্দ আছে । এ বিষয়ে শিক্ষকের কাছে জেনে নাও । অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষারও নানা রকম রূপ আছে, যেমন ঝারখণ্ডী বাংলা, ইস্লামি বাংলা ইত্যাদি । পৃথিবীর কয়েক কোটি বাঙালির ভাষা ইস্লামি বাংলা, তাদের ভাষায় পানি, নাস্তা, ফেরেস্তা, ফজর, ইন্তেকাম, রোজ, এই সমস্ত বহু ইস্লামি শব্দ ব্যবহৃত হয় ।

করতে পারো ঃ

1. **কবিতাটি আবৃত্তি করো**
2. **বিভিন্ন রকম পাখির ছবি সংগ্রহ করো ।**

শেয়াল কেন হুক্কা হুয়া করে

সুনির্মল বসু

তিল-সংক্রান্তির দিন সাঁওতালরা ভালো খাওয়াদাওয়া করে, দল বেঁধে জঙ্গলে শিকার করতে বেরোয় । ঐ হ'ল ওদের উৎসব ।

একবার এই তিল-সংক্রান্তির দিন, একদল সাঁওতাল শিকার করবার জন্য একটা প্রকাণ্ড জঙ্গলে ঢুকেছে । এখন, সেই বনে ছিল মস্ত এক বাঘ, সে দেখলে গতিক ভালো নয় । এখানে বেশিক্ষণ থাকলেই সাঁওতালদের তীর তার পেট এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে ফেলবে । এই ভেবে সে পালাবার পথ খুঁজতে লাগলো ।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটা রাস্তা ছিল । এক কাঠুরিয়া কাঠ কেটে তার গরুর গাড়িতে বোঝাই ক'রে সেই রাস্তা দিয়ে রোজ বাড়ি ফিরে যেতো । সে দিনও বেচারা তার গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ির পথে চলেছে, এমন সময় বাঘ হাঁপাতে হাঁপাতে তার কাছে এসে বললো— ''কাঠুরে ভাই, কাঠুরে ভাই,

আজ আমাকে তুমি বাঁচাও । সাঁওতালরা দেখতে পেলে এখনি আমায় সাবাড় করে ফেলবে । আজ যদি তোমার কৃপায় প্রাণে বাঁচতে পারি, তবে কোনো দিন তোমায় অনিষ্ট ত করবোই না, বরং চিরদিন তোমার গোলাম হয়ে থাকবো ।"

কাঠুরিয়া গরীব হলেও তার প্রাণটা ছিল বড় ভালো । অন্যের দুঃখে তার প্রাণ কাঁদতো । সে তাড়াতাড়ি একটা থলির ভিতর বাঘকে ভ'রে ফেললো আর আশ্বাস দিয়ে বললো—"বাঘ ভাই, তোমার আর কোনো ভয় নেই ।"

শিকার শেষ ক'রে সাঁওতালরা সেই পথ দিয়ে নিজের নিজের গ্রামে চলে গেল, থলির ভিতর যে বাঘ আছে তা তারা জানতেই পারলো না ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. সাঁওতালদের দল বেঁধে কোথায় শিকার করতে বেরোয় ?
2. সাঁওতালদের উৎসব কোনদিন হয় ?
3. জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে কে রোজ বাড়ি ফিরে যেতো ?

তারা চলে গেলে কাঠুরিয়া থলির মুখ খুলে দিলো, আর অমনি বাঘ বেরিয়ে এসে চোখ দুটো লাল ক'রে বললো—"আগে তোকেই খাই কি আগে গরু দুটোকেই খাই ?"

কাঠুরিয়া বেচারা ত হতভম্ভ । সে কাঁপতে কাঁপতে বললো – "সে কী ভাই, উপকারের প্রতিদান কি এই ?"

বাঘ দাঁত কড়মড় করে বললো—"তা নয় ত কী, জিজ্ঞাসা করো না এই বটগাছটাকে ।"

সেখানে এক প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, সে সমস্তই দেখেছিল । সে বলল—"উহুঁ ভাই, উপকারীর উপকার কেউ করে না । এই দেখো না, মানুষে আমার ছায়ায় বসে আবার আমারই ডাল কেটে নিয়ে যায় ।"

বাঘ বললো—"কেমন কাঠুরিয়া, এইবার তোকে খাই ?"

কাঠুরিয়া আর কী বলবে ? সে বেচারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো ।

এমন সময় সেখানে দিয়ে যাচ্ছিল এক শেয়াল । বাঘ বললো—"আচ্ছা, এই শেয়াল মামা যা বলবে তাই হবে ।"

শেয়াল এসে সমস্ত কথা শুনলো, তারপর ঘাড় নেড়ে বললে—"উহুঁ, ব্যাপারটা নিজের চক্ষে না দেখলে কিছুই বলতে পারবো না । বাঘকে আবার সেই থলির মধ্যে ঢুকতে হবে ।"

বোকা বাঘ অম্‌নি থলির মধ্যে গিয়ে ঢুকলো, আর শেয়াল আচ্ছা করে তার মুখ বন্ধ করে দিয়ে কাঠুরিয়াকে বললো "ন্যায় বিচার যদি চাও, তবে শিগ্‌গির বড়ো দেখে একটা মুগুর নিয়ে এসো।"

এতক্ষণে কাঠুরিয়ার সাহস আবার ফিরে এসেছে। সে একটা প্রকান্ড মুগুর এনে ধাঁই ধাঁই ক'রে সেই থলির ওপর এমন মার দিলে যে, বাঘ একেবারেই ছাতু হয়ে গেল।

> **পড়ে কী বুঝলে ?**
> 1. সাঁওতালদের বনে দেখতে পেয়ে বাঘ কী করে ?
> 2. শেয়াল কাঠুরে ভাইকে কী আনতে বলে ?
> 3. কাঠুরে ভাই শেয়ালকে কী উপহার দেবার কথা বলে ?

তারপর কাঠুরিয়া শেয়ালকে বললে—"ভাই, তোমার উপকারের কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু— আর এই বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ তোমাকে তামাক খাবার জন্য একটা হুক্কা উপহার দেবো।" এই ব'লে কাঠুরিয়া বাড়ি চলে গেল।

শেয়াল সেই দিন থেকে হুক্কার অপেক্ষায় বসে রইল, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই কাঠুরিয়ার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। তাই যখনই তার হুক্কার কথা মনে পড়ে তখনই চিৎকার করে—"কই হুক্কা, হুক্কা ক্যা হুয়া, হুক্কা ক্যা হুয়া—"।

জেনে রাখো ঃ

সাঁওতাল	—	একটি জাতি
প্রকান্ড	—	বড়
কাঠুরিয়া	—	যে কাঠ কাটে।
হতভম্ভ	—	কী করা উচিত বুঝতে না পারা, আশ্চর্য।
মুগুর	—	এক ধরনের ভারী হাতুড়ী।
হুকা	—	তামাক খাওয়ার পাত্র বিশেষ।

পাঠবোধ

ঠিক উত্তর বেছে নিয়ে খালি জায়গা ভরো ঃ

1. **তিল সংক্রান্তির দিন সাঁওতালরা .... খাওয়া-দাওয়া করে।**

(খারাপ / ভালো)

2. **একদল সাঁওতাল.................................... করবার জন্য একটা প্রকান্ড জঙ্গল যায়।**

(বিশ্রাম / শিকার)

3. **জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটা.. ছিল।**

(নদী / রাস্তা)

4. **কাঠুরিয়া গরিব হলেও তার প্রাণটা ছিল বড় ....।**

(খারাপ / ভালো)

5. **শেয়াল সেইদিন থেকে .... অপেক্ষায় বসে রইল ।**

(তামাক / হুক্কার)

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

6. 'সে কী ভাই, উপকারের প্রতিদান কি এই ?' -- এই কথাটি কে কাকে বলে ?
7. সাঁওতালদের গ্রামে ফেরার পর থলি থেকে বাঘ বেড়িয়ে এসে কী বলল ?
8. শেয়াল উপহার না পেয়ে কী বলে চিৎকার করলো ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

9. কাঠুরেভাই বাঘকে কী ভাবে বাঁচায় ?
10. কাঠুরেভাই হতভম্ব কেন হোল ?
11. শেয়ালভাই কী ভাবে কাঠুরেভাইকে বাঁচায় ?
12. কাঠুরেভাই মুগুর এলে কী করলো ?

13. **বিপরীত শব্দ লেখো ঃ**

প্রকান্ড ——— ভালো ———

উপকার ——— চিরদিন ———

শেষ ———

14. **এই শব্দগুলি দিয়ে বাক্য লেখো ঃ**

শিকার ——— কাঠুরিয়া ———

উৎসব ——— বাঘ ———

15. **শুদ্ধ বানানে (√) দাগ দাও ঃ**

শীকার / শিকার

কাঠুরে / কাটুরে

গরীব / গরিব

প্রতিদান / প্রতীদান

দাঁরিয়ে / দাঁড়িয়ে

মনের বহর

তমাল চট্টোপাধ্যায়

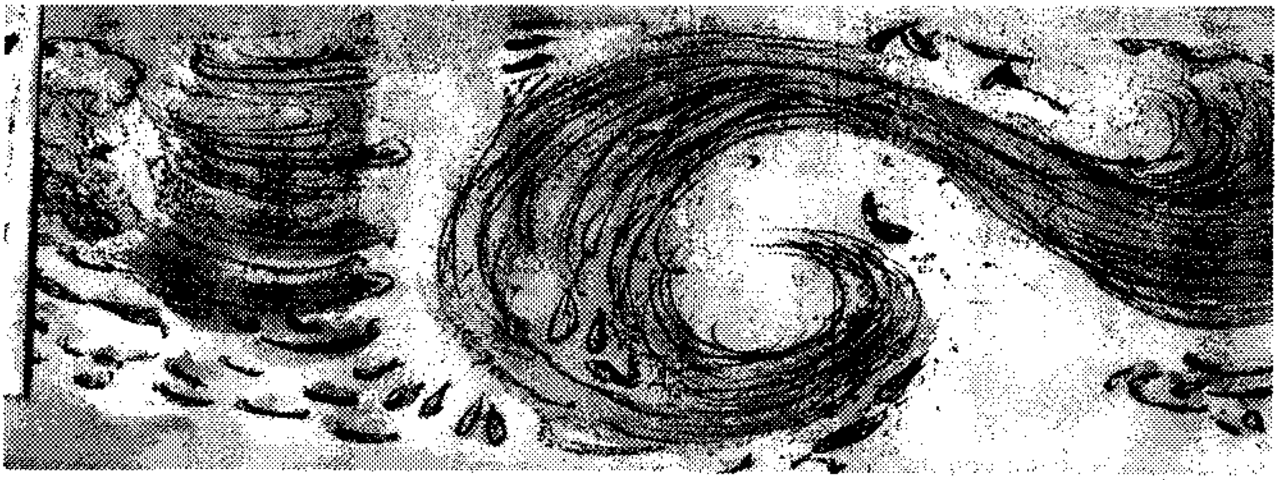

মিষ্টি জলের নদী মিশে
নোনা সাগর জলে,
গর্বে হৃদয় ভরে তবু,
সাগরকে সে বলে —
ছিঃ ছিঃ ছিঃ আমার অমন
স্বাদু শীতল জল
পানের যোগ্য রইল না আর
সবটা রসাতল ।
সাগর বলে, আমি তো আর
যাইনি তোমার কাছে,
তুমিই ছুটে মিশলে এসে,

আমার কী দোষ আছে ।
বড়-র সাথে মিশতে হলে
মনের বহরখানা
বড়সড়ই করতে লাগে
নেই কী তোমার জানা !

জেনে রাখো :

নোনা	—	নুন বা লবণ যুক্ত
যোগ্য	—	উপযুক্ত
রসাতল	—	পাতাল
শীতল	—	ঠাণ্ডা ।
বহর	—	আয়তন ।

কাব্য পরিচয় :

নদীর জল মিষ্টি আর সমুদ্রের জল নোনা অর্থাৎ নুনের স্বাদযুক্ত । সমুদ্রে নিজের মিষ্টিজল মিশাতে পেরে নদী গর্বিত হলেও, তা প্রকাশ করে না । বরঞ্চ নোনাজলের সঙ্গে মিশে তার মিষ্টি স্বাদু জলও পানের অযোগ্য হয়ে যায় বলে অভিযোগ করে । সাগর তার নিজের বিশালতার কারণে গর্বভরে নদীকে জানায়, বিশাল আয়তনের সমুদ্রে মিশতে হলে, মনের আয়তনকেও বড়ো করে তুলতে হবে । ক্ষুদ্র নদী অনন্ত সাগরে মিলিয়ে যাবে, এই তো প্রকৃতির নিয়ম । এইরকমই, মনের সঙ্কীর্ণতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, সাগরের মতো হৃদয়ের উদারতা অর্জন করতে হয় ।

পাঠবোধ :

সঠিক শব্দটি লেখো :

1. মিষ্টি জলের নদী মিশে
—— সাগরজলে, (ক) তেতো (খ) নোনা (গ) ঝাল
2. —— যোগ্য রইলনা আর সবটা রসাতল । (ক) খাওয়ার (খ) দেখার (গ) পানের ।
3. সাগর বলে, আমি তো আর যাইনি—— কাছে,(ক) তোমার (খ) আমার (গ) নদীর ।

4. তুমিই ছুটে মিশলে এসে,

আমার কী —— আছে। (ক) গুণ (খ) দোষ (গ) অন্যায়।

5. —— র সাথে মিশতে হলে

মনের বহর খানা

বড়সড়ই করতে লাগে

নেই কী তোমার জানা। (ক) হাট (খ) উদার (গ) বড়।

উত্তর লেখো ঃ

6. মিষ্টি জলের নদী কোথায় গিয়ে মেশে ?

7. স্বাদু শীতল জল কোথায় পাওয়া যায় ?

8. কোন্ জল পানের অযোগ্য ?

9. সাগর নদীর কাছে গিয়েছিল কী ?

10. নদীর জল পানের যোগ্য রইলনা বলে সাগরকে দোষ দেওয়া যায় কি ?

11. বড়োর সাথে মিশতে হলে কী করতে হয় ?

12. গরমকালে কিসের জল সবচেয়ে ঠাণ্ডা হয় ?

13. সাগরে মিশতে পেরে নদীর গর্ব হলো কেন ?

14. নদী সাগরকে কী বলেছিল ?

15. নদী আর সাগরের এই মিলন কেন হয় ?

16. নদীর জল সম্পর্কে 'সবটা রসাতল' এই কথা কেন বলা হয়েছে ?

17. **নিচের শব্দগুলির মধ্যে কোন্‌টি ঠিক সেখানে (√) দাগ দাও —**

মিষ্টি / মিস্টি	স্বাদূ / স্বাদু
শিতল / শীতল	রসাতল / রশাতল
সাগর / সগর	হৃদয় / হিদয়

18. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

যোগ্য, দোষ, জানা, কাছে, শীতল, বড় ।

19. বাক্য বানাও ঃ

নদী, হৃদয়, গর্ব, সাগর, মন, নোনা ।

20. নিচের শব্দগুলি থেকে একবচন আর বহুবচন বেছে আলাদা করো ঃ

নদীগুলি, সাগর, সে, তোমার, আমি, বড়রা ।

21. কিছু শব্দ আছে, যার কোন মানে নেই । অথচ মানে যুক্ত শব্দের সঙ্গে সেগুলিকে যোগ করা হয় । যেমন, বড়-(সড়), খাওয়া-(দাওয়া), রান্না-(বান্না) ইত্যাদি । এইরকম কিছু শব্দ নিচের শব্দগুলির সঙ্গে যোগ করো ।

ভুল । বাড়ি । টুকি ।

বাড়া । মেরে । খেয়ে ।

করতে পারো ঃ

কিছু কিছু নদীর নাম তোমাদের জানা আছে নিশ্চয়ই । সেগুলির নাম লেখো । পৃথিবীতে সাতটা সমুদ্র আছে । শিক্ষকের সাহায্যে তাদের নাম জেনে নাও । নদী ও সাগর দেখেছ কী ? দেখে থাকলে, নদী এবং সাগরের ছবি আঁকো । কবিতাটি আবৃত্তি করতে পারো ।

গামছাপরা রাজকন্যের গল্প

নবনীতা দেব সেন

কলাবতী রাজকন্যের বিয়ে ঠিক কিংশুকের সঙ্গে। ওরা মস্ত এক প্রাসাদে থাকে। হঠাৎ একদিন কোথা থেকে একটা ড্রাগন এসে পড়ল কলাবতীর রাজ্যে। সে আগুন - নিঃশ্বাসে প্রাসাদ পুড়িয়ে ছাই করে কিংশুককে ধরে নিয়ে পালিয়ে গেল। কলাবতী তখন দিঘিতে নেমেছিল স্নানে। উঠে দেখে প্রাসাদ ভস্ম, কিংশুক নেই। কলাবতী এখন কী পরবে ? তার ভালোভালো কাপড়চোপড় তো সবই ভস্ম হয়ে গিয়েছে। শুধু স্নানের ঘাটে গামছাটি ছিল। রাজকন্যে সেটিকেই গুছিয়ে পরে নিয়ে

কিংশুকের খোঁজে চলল ।

ড্রাগনের পথটা খুঁজে পাওয়া খুব সোজা, সে যে পথ দিয়ে যায় নিঃশ্বাসের আগুন গাছপালা পুড়িয়ে ফেলতে ফেলতে যায় । ছাইয়ের নিশানা থেকে যায় । রাজকন্যে কলাবতী সেই ছাই দেখে দেখে পথ চিনে ঠিক একদিন ড্রাগনের বাসায় পৌঁছে গেল । ড্রাগন থাকে এক গুহার মধ্যে । গুহায় একটা মস্ত পাথর, তাতে একটা মস্ত লোহার কড়া লাগানো আছে । কলাবতী কড়াটা ধরে ঠক্‌ঠক্ করতে লাগল পাথরের গায়ে । গুহার ভেতর থেকে গুম্ গুম্ শব্দে ড্রাগন বললে, 'কে রে আমার কড়া নাড়ে ?'

'রাজকন্যা কলাবতী তোমার কড়া নাড়ে ।'

'আজ আমি আর রাজকন্যে খেতে পারবোনা । বাপু, এক্ষনি একটা গোটা প্রাসাদ খেয়ে এলুম, তুমি বরং কাল ঘুরে এসো । তোমাকে কাল খাবো । রাজকন্যে খেতে আমি ভালোই বাসি ।'

এই বলে ড্রাগন ঘুমিয়ে পড়ল ।

কলাবতী আবার কড়া নাড়ে । ঠক্‌ঠক্, ঠক্‌ঠক্ ঠক্‌ঠক্ ।

'কে রে আমার কড়া নাড়িস ?'

'রাজকন্যে কলাবতী । তোমার সঙ্গে কাজ আছে ।

অবাক হয়ে ড্রাগন বললে, কাজ ? আমার সঙ্গে কাজ ? কই আমার সঙ্গে তো কারুর কখনও কাজ থাকে না ? তাও আবার রাজকন্যেদের ? ব্যপারটা কী ?' ড্রাগনের কৌতুহল হল ।

সে পাথর একটু ফাঁক করে বললে কী কাজ ? তাড়াতাড়ি বলো । গোটা একটা প্রাসাদ খেয়ে আমার খুব ঘুম পাচ্ছে ।'

'তুমি নাকি সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান আর সবচেয়ে ভয়ানক ড্রাগন ?'

ড্রাগনের নাকটা বেরিয়ে পড়ল । সে বলল, 'হ্যাঁ,অতি অবশ্যই ।'

'তুমি নাকি এক নিঃশ্বাসে দশটা গাছ পুড়িয়ে ফেলতে পার ?'

হা হা করে হেসে উঠল ড্রাগন ।

'দশটা গাছ ? দশটা অরণ্য পুড়িয়ে ফেলতে পারি । কিন্তু আজ আমার পেটটা ভর্তি আছে । নইলে —'

'কই দেখাও না গো ? দশটা গাছই পোড়াও না । অরণ্যে কাজ নেই ।'

'তবে রে ? দেখবি ? বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

এই বলে ড্রাগন বেরিয়ে এল । গভীর দম নিয়ে ফোঁস করে এইসা এক আজব নিঃশ্বাস ফেলল,

যে সত্যিই সবটা জঙ্গল পুড়ে ছাই।

'আহা আহা, সত্যি গোটা অরণ্যটাই যে পুড়িয়ে ফেললে গো ? কী হবে জীবজন্তুদের ?'

'জীবজন্তুরা কি আছে ? আমি তো ওদের সবশুদ্ধুই খেয়ে ফেলেছি ! ওইভাবেই তো আমি খাইরে। আগুনের খাওয়াটাই ওরকম।' বলে বিশাল একটা ঢেঁকুর তুলল ড্রাগন।

'দূর ! তোর জন্যে অতিভোজন হয়ে গেল। একটা প্রাসাদ তারপর একটা অরণ্য ! বুড়োবয়সে যে এতটা খাওয়া ঠিক নয়। তুই বাড়ি যা। কাল আসিস। কাল তোকে খাব। কাল আমার ছেলেকে ড্রাগনদের যুবরাজ বানাবো, তখন তোকে দিয়েই ডিনার সারবো। এখন যা।'

'তোমার ছেলে কি তোমার মতো এতই বীরপুরুষ, ড্রাগনরাজ?'

পড়ে কী বুঝলে ?

1. কলাবতী রাজকন্যার বিয়ে কার সঙ্গে ঠিক হয়েছে ?
2. ড্রাগনের বাড়ির পথটা খুঁজে পাওয়া সোজা কেন ?
3. 'তুমি নাকি সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান আর সবচেয়ে ভয়ানক ড্রাগন ?' - কে বলেছে একথা?
4. ড্রাগন পুরো জঙ্গল একবারে কিভাবে পুড়িয়ে ফেললো ?

হাঃ হাঃ হেসে উঠে বললে, 'না না সে তো ড্রাগন নয়, সে রাজপুত্তুর। তার নাম কিংশুক। আমার ছেলেপুলে নেই বলে তাকে ধরে এনেছি। আমার সব ধনসম্পত্তি তো কাউকে দিয়ে যেতে হবে ! তা, রাজপুত্তুর হলেই ভালো দেখাবে ! তাই না ? আমার গুহার ভেতর তো সোনাদানা হিরে মানিক ঢালাও ভর্তি কিনা ?' বলতে বলতে বেচারা ড্রাগন ঘুমিয়ে পড়ল। তার আধখানা তখনও গুহার ভেতর রয়ে গেছে। গুহার মুখটা জুড়েই সে ঘুমোচ্ছে। কলাবতী অনেক ডাকাডাকি করল।

'ও ড্রাগন রাজা, ড্রাগনরাজা, ওঠো ওঠো।'

সে আর ওঠেনা।

তার কানের মধ্যে মুখটা ভরে দিয়ে এবার কলাবতী বলল, 'আমার শুধু একটা জরুরি কথা আছে— আমার যে কাজ ফুরোয়নি তোমার সঙ্গে ? এখনই ঘুমোলে কী চলে ? ওঠো লক্ষ্মীটি—খুব জরুরি কাজ —

ড্রাগন একটা চোখ খোলে। — কী কাজ ?

— তুমি নাকি উড়ে পৃথিবী চক্কর দিতে পার একঘন্টার মধ্যে ?

হোঃ হোঃ অট্টহাসি হেসে জেগে উঠল ড্রাগন। 'একঘন্টা কী রে ? তিরিশ সেকেন্ড। তুই ঘড়ি দ্যাখ,আমি ঘুরে আসছি।' বলে ড্রাগন আকাশে সবুজ ডানা মেলে উড়ে গেল। হু-উ-শ্ ! সত্যি সত্যি তিরিশ সেকেন্ড যেতে না যেতে সারা পৃথিবী ঘুরে চক্কর মেরে এসে সে ধড়াস করে মাটিতে পড়ে গেল।

'এত ধকল কি বুড়ো হাড়ে সহ্য হয় রে ?'

বলতে বলতে অঘোরে অচৈতন্য হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ড্রাগন । ওর নাকডাকার বিকট শব্দে কেঁপে উঠে দরজা থেকে পাথরটা গড়িয়ে পড়ে গেল নীচে । কলাবতী বুঝল, এখন সহজে ওকে তোলা যাবে না । সে গুটি গুটি গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ল নির্ভয়ে । কিংশুককে উদ্ধার করতে হবে তো ।

— ও বাবা ! একি কান্ড ! এত হীরে জহরত ? সে রাজকন্যে হলে কি হবে এত ধনসম্পদ জীবনেও দেখেনি ! ড্রাগনের তো যখের ধন কিনা ! ওই তো কিংশুক, একটা সোনার সিংহাসনে বসে আছে ! কলাবতীকে দেখে বলে উঠল, 'এ ম্যা গো, গামছা পরা এই মেয়েটা কে রে ? একটা ভালো কাপড় পর্যন্ত নেই । গায়ে একটাও গয়না নেই । এটা কে এসেছে ভিক্ষে চাইতে । যা যা ভাগ্, কিছু হবে না, ড্রাগন বাড়ি নেই ।'

কলাবতী তো আশ্চর্য হয়ে গেছে ।

আমি তো রাজকন্যে কলাবতী । কিংশুক তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি । চলো পালাবে চলো আমার সঙ্গে । ড্রাগন এখন ঘুমিয়ে পড়েছে খুব ক্লান্ত হয়ে । এই বেলা পালিয়ে এসো--আমি কত বনজঙ্গল পেরিয়ে এলুম তোমাকে খুঁজতে--এখন সেসব পুড়ে ছাই । কী সব্বোনেশে ড্রাগন ।

'কে জানে কত দিনে আবার বনগুলো তৈরি হবে--চলো পালাই ।'

এদিকে অত সোনাদানা হীরে জহরত দেখে কিংশুকের মাথা গেছে ঘুরে । সে কলাবতীকে চিনল না ।

'গামছাপরা মেয়ে কখনও কলাবতী হতে পারে ? যাঃ যাঃ ! মিছে কথা, কইতে হবে না । তোর গায়ে ছাইয়ের গন্ধ, চুলে ছাইমাখা জটা, পরনে গামছা, পায়ে জুতো নেই, তুই নাকি রাজকন্যে । যা, ভালো কাপড়চোপড় গয়নাগাটি, জুতোটুতো পরে সেজেগুজে আয়, তারপরে তোর সঙ্গে কথা বলব ।'

কলাবতী বললে, 'হতে পারে তোমার গায়ে রেশমজরির শার্ট, কিন্তু বাপু তুমি একটি আকাট যে মুখ্যু ! তোমায় নিয়ে থাকুক ড্রাগন, হিরে-মানিক-পান্না, আমি বাপু পালাই । হেথায় এক মিনিটও আর না !'

কিংশুক পড়ে রইল চুনি-পান্না-জহরত আর ঘুমন্ত ড্রাগনের গুহাতে । কলাবতী দৌড়ে দৌড়ে পাশের গ্রামে গিয়ে হাজির ।

সেই গ্রামে রাজার বাড়ির গয়লানি থাকে । সে তো কলাবতীকে দেখেই চিনেছে, আর হায়হায় করে কেঁদে উঠেছে ।

> **পড়ে কী বুঝলে ?**
> 1. ড্রাগন নিজের ছেলে বলে কার পরিচয় দিল, সে আসলে কে ?
> 2. ড্রাগন কিংশুককে কেন ধরে নিয়ে এসেছিল ?
> 3. ড্রাগন কতক্ষণে পৃথিবী ঘুরে চলে এলো ?
> 4. কলাবতী ড্রাগনের গুহা থেকে বেরিয়ে কোথায় গেলো ?

'এসো এসো রাজকন্যে, এ কী তোমার বেশ ?
গামছাপরা সোনার দেহ, ছাইঝুরঝুর কেশ ?'

গ্রামশুদ্ধু মানুষ এসে কলাবতীকে আদর করে নতুন কাপড়চোপড়ে জড়িয়ে সুগন্ধী চালের গরম গরম ভাতে ঘি আলুসেদ্ধ, ডিমসেদ্ধ দিয়ে ভাত খাইয়ে, গরম দুধের রাবড়ি খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে দিল ঠান্ডা মাটির ঘরে। ততক্ষণে শতশত লোকজনে মিস্ত্রি নিয়ে গিয়ে আরেকটা প্রাসাদ গড়তে লেগে গেছে। কলাবতী ফিরে যাবে তো, তার রাজবাড়ি লাগবে না ? সিংহাসন লাগবে না ? বোকা লোভী কিংশুক রাজপুত্তুরের কী হল কে জানে? ও বোধহয় ড্রাগনদের রাজা হয়েছে।

(রবার্ট মুন্‌খের গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

জেনে রাখো ঃ

কিংশুক	—	পলাশফুল। এখানে রাজপুত্রের নাম।
প্রাসাদ	—	বড় বাড়ি, অট্টালিকা।
ড্রাগন	—	চীন দেশের পুরাণের গল্পে ডানাওয়ালা কুমিরের মতো দানব, যার মুখটি দিয়ে আগুন বের হয়।
ভস্ম	—	ছাই
মস্ত	—	বৃহৎ, বড়
নিশানা	—	চিহ্ন
গুহা	—	পাহাড়ের গর্ত
বিশাল	—	বড়
অরণ্য	—	বন, জঙ্গল
অতিভোজন	—	প্রয়োজনের বেশি খাওয়া
চক্কর	—	ঘুরপাক, ভ্রমণ
অট্টহাসি	—	অতি উঁচু বা বিকট হাসি
অচৈতন্য	—	চেতনাশূন্য

বিকট — ভয়ংকর

নির্ভয় — ভয়হীন

দেহ — শরীর

কেশ — চুল

সুগন্ধী — ভাল গন্ধ

রাবড়ি — এক রকমের মিষ্টি

পাঠবোধ ঃ

সঠিক উত্তরটি লেখো ঃ

1. 'গামছাপরা রাজকন্যের গল্প' কে লিখেছেন ?

ক. চিত্রা দেব   খ. নবনীতা দেবসেন

গ. আশাপূর্ণা দেবী   ঘ. মহাশ্বেতা দেবী

2. কলাবতী কেন ড্রাগনের গুহাতে এসেছিল ?

ক. কিংশুককে উদ্ধার করতে   খ. হীরে জহরত নিতে

গ. ড্রাগনকে মারতে   ঘ. ড্রাগনরাজ্যের রাজকন্যা হতে

3. ড্রাগন কতক্ষণে পৃথিবী ঘুরে চলে এলো ?

ক. এক ঘন্টায়   খ. তিরিশ সেকেন্ডে

গ. তিরিশ মিনিটে   ঘ. পনের সেকেন্ডে

4. ড্রাগনের পাশের গ্রামে কে থাকে ?

ক. কলাবতী   খ. কিংশুক

গ. রাজা   ঘ. গয়লানি

অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

5. কলাবতীর রাজ্যে ড্রাগন এসে কী করেছিল ?

6. ড্রাগন যখন কলাবতীর রাজ্যে এসেছিল, কলাবতী তখন কী করছিল ?

7. কেন কলাবতীকে গামছা পরতে হয়েছিল ?

8. কলাবতী কিভাবে ড্রাগনের বাড়ি খুঁজে পেলো ?

9. ড্রাগন কোথায় থাকে ?

10. ড্রাগন কেন গুহার দরজা খুললো না ?

সংক্ষেপে উত্তর লেখো ঃ

11. ড্রাগন কলাবতীকে কালকে কেন আসতে বললো ?

12. ড্রাগন কেন কিংশুককে ড্রাগনদের যুবরাজ বানাতে চেয়েছে ?

13. ড্রাগন গোটা প্রাসাদ খাওয়ার পর আর কী খেলো ?

14. ড্রাগন তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে কিভাবে পৃথিবী ঘুরে চলে এলো ?

15. ড্রাগনের গুহার মধ্যে ঢোকার জন্য কলাবতীকে কি কি উপায় অবলম্বন করতে হয়েছিল ?

16. কলাবতীকে দেখে কিংশুক কী বলেছিল ?

বিস্তারিতভাবে উত্তর লেখো ঃ

17. কিংশুক কেন কলাবতীকে চিনলো না ?

18. কিংশুক কলাবতীর সঙ্গে না আসায় কলাবতী কিংশুককে ছেড়ে কোথায় গেলো ?

19. 'এসো এসো রাজকন্যে, এ কী তোমার বেশ ?

গামছাপরা সোনার দেহ, ছাই ঝুরঝুর কেন ?

— এ কথা কে বলেছে ?

20. কে কলাবতীকে আদর যত্ন করে নিজের বাড়িতে রেখেছিল ?

21. গল্পটিতে রাজকন্যেকে গামছাপরা রাজকন্যা কেন বলা হয়েছে ?

22. নিচের বানানগুলি ভুল । এদের ঠিক করে লেখো ঃ

কৌতূহল	পিথিবী
অরোন্য	সিংহাশন
আগুণ	জহড়ত

23. নিচের শব্দগুলি দিয়ে এক একটি বাক্য রচনা করো ঃ

বিশাল	রাজপুত্র
আশ্চর্য	গয়না
মিস্ত্রি	লোভী

24. নিচের শব্দগুলির লিঙ্গ পরিবর্তন করো ঃ

রাজ কন্যা	যুবক
পুরুষ	রাজা
মেয়ে	বৌ

25. নিচের শব্দগুলির মধ্যে কোনটি একবচন, কোনটি বহুবচন পাশে লেখো ঃ

গাছগুলি

গ্রামটি

কাপড় চোপড়

দরজা খানা

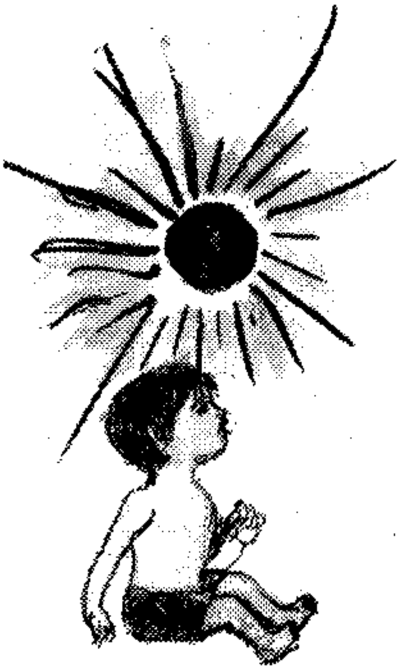

ঋতু

গ্রীষ্মকালে গরম বেজায়
ঘামে গা চট্‌চট্‌,
বর্ষাকালে জলে কাদায়
সবকিছু লট্‌পট্‌,
শরৎকালে দুর্গা পূজা
সাদা মেঘের খেলা,
হেমন্ত দেয় হিমের পরশ
আলোদীপের মালা ।
শীতের হাওয়ায় হাড় যে কাঁপায়
লেপ কম্বল মুড়ি,
বসন্তে ভাই রঙের বাহার
ফুলেরই ফুলঝুরি ।।

জেনে রাখো ঃ

হিম — নরম (হাল্কা) বরফ

পরশ — স্পর্শ, ছোঁওয়া

আলোদীপ — দীপাবলী

বাহার — শোভা

কাব্য পরিচয় ঃ

বাংলায় বিভিন্ন ঋতুর আসা-যাওয়া যেমন ভাবে নজরে পড়ে, তেমনটি আর কোথাও নয় । ছয়টি ঋতু বারটি মাসের মধ্যে তাদের জায়গা করে নেয় । প্রচণ্ড গরম নিয়ে গ্রীষ্ম ঋতুর আনা গোনা । বর্ষা ঋতুতে বৃষ্টির জলে, কাদায় নাজেহাল অবস্থা । এইসব দুর্গতির পরেই আসে মন ভালো করা শরৎকাল — উৎসবের সময় দুর্গাপূজা । হেমন্ত নিয়ে আসে দীপাবলীর আর শীতের আসার খবর । শীত ঋতুতে ছেলে বুড়ো সবাই ঠাণ্ডায় কাতর । সবশেষে আসে বসন্ত । ফুলে ফলে রঙের বাহার প্রকৃতির সাজসজ্জা সম্পূর্ণ হয় ।

পাঠবোধ ঃ

1. **বাঁ পাশের শব্দের সঙ্গে ডান পাশের উপযুক্ত বাক্যাংশ মিলিয়ে শুদ্ধ বাক্য গঠন করো ঃ**

গ্রীষ্মকালে — দুর্গাপূজা হয়

বর্ষাকালে — ঠান্ডা লাগে

শরৎকালে — গরম লাগে

শীতকালে — কাদা হয়

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

2. গ্রীষ্মকালে গরম লাগলে শরীরের অবস্থা কী হয় ?
3. রাস্তাঘাট জলে কাদায় লট্‌পট্‌ করে কোন কালে ?
4. দুর্গাপূজা কোন কালে হয় ?
5. শরৎকালে মেঘের রঙ কেমন হয় ?
6. শরীরে লেপ কম্বল জড়াতে হয় কোন কালে ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

7. হেমন্ত কালের বিশেষত্ব কী ?

8. বসন্তকালে প্রকৃতির রূপ কেমন হয় ?

9. **বিপরীত অর্থের শব্দ বেছে নিয়ে লেখো ঃ**

স্থূল,	কালো
বোন,	ঠান্ডা
অন্ধকার	

গরম

জল

সাদা

আলো

ভাই

10. **নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করো ঃ**

বর্ষাকাল

দুর্গাপূজা

মেঘ

খেলা

রঙ

11. **কবিতাটি আবৃত্তি করো ঃ**

পাঠ সংকেত ঃ

বাংলায় ঋতু ছয় প্রকার । বছরের বারোটি মাসকে নিয়ে এই ছয়টি ঋতু —

গ্রীষ্ম	—	বৈশাখ,	জ্যৈষ্ঠ
বর্ষা	—	আষাঢ়,	শ্রাবণ
শরৎ	—	ভাদ্র,	আশ্বিন
হেমন্ত	—	কার্তিক,	অগ্রহায়ণ
শীত	—	পৌষ,	মাঘ
বসন্ত	—	ফাল্গুন,	চৈত্র ।

সূর্যের সিঁড়ি

দীপান্বিতা রায়

আকাশের নীল চাঁদোয়া ছাড়িয়ে আরও অনেক ওপরে উঠলে আলোর রাজ্য । সে রাজ্যের রাজা সূর্যদেব। আলোর দেশের ঘরবাড়ি সব নানা রঙের আলো দিয়ে তৈরি । রাস্তার ধারে আলোর গাছ । লাল, হলুদ, বেগুনি, কমলা রঙের আলোর ফুল ফোটে সেইসব গাছে । সেখানে কখনও রাত হয় না । সবসময়ই আলো, সবসময়ই আনন্দ । আলোর রাজ্যের ঠিক মাঝখানে বিশাল, ঝকঝকে সোনার প্রাসাদ । সেখানেই থাকেন সূর্যদেব । সারা রাজ্যের সব জায়গা থেকে দেখা যায় প্রাসাদের সোনার চুড়ো । রাজপ্রাসাদের ঠিক পাশেই আছে রুপোলি রঙের একটু ছোট-আর একটি প্রাসাদ । সেখানে থাকেন চাঁদমন্ত্রী । ভারী শান্ত, শিষ্ট, ঠাণ্ডা মানুষ । কিন্তু ভারী বুদ্ধিমান। রাতের বেলা যখন সূর্যদেব পৃথিবীর আকাশ থেকে সরে এসে বিশ্রাম নেন, তখন আকাশের দায়িত্ব থাকে মন্ত্রী চাঁদের হাতে । আলোর এই রাজ্যে অবশ্য এছাড়াও আছে ছোট-বড় অসংখ্য তারা প্রজা । কেউ নেহাত ছেলেমানুষ, তাদের জ্বলজ্বলে আলো । আবার কারুর মিটমিটে আলো দেখলেই বোঝা যায় তাদের আকাশ থেকে খসে পড়ার সময় হয়ে গেছে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. আলোর রাজ্যের রাজা কে ?
2. আলোর রাজ্যে রাস্তার ধারে কিসের গাছ ?
3. সূর্যদেবের প্রাসাদের চুড়ো কী দিয়ে তৈরি ?
4. সূর্যদেবের রথের রং কয়টি ?

আলোর রাজ্যে কিন্তু কোনোও অশান্তি নেই । যুদ্ধবিগ্রহ নেই । সবাই থাকে শান্তিতে, মনের সুখে । রোজ সকালবেলা সূর্যদেব তাঁর সাতরঙের, সাতটি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় টানা রথে চেপে প্রাসাদ থেকে বেরোন। অমনি পৃথিবীর আকাশে অন্ধকার কেটে আলো ফুটিফুটি করে । তারপর সেই সাত পক্ষীরাজ সূর্যদেবকে নিয়ে উড়ে যায় আকাশের এপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত । সকাল গড়িয়ে হয় দুপুর। তারপর বিকেল । আর দিনের শেষে, যেই সেই সোনার রথ ঢুকে যায় রাজপ্রাসাদে অমনি টুপ করে আঁধার নামে ।

পৃথিবী থেকে আলোর রাজ্যে যেতে হলে মাঝখানে পড়ে মেঘের দেশ । সে দেশে কালো-ধলো, ছোট-বড় নানা রঙের মেঘের বাস । আর তাদের রাজা শাওন মেঘ । কালো কুচকুচে বিশাল

চেহারা তার ।শাওন মেঘের কিন্তু সূর্যের ওপর খুব রাগ । তার ইচ্ছে সেই হবে পুরো আকাশের রাজা । তার কত ক্ষমতা । সে বৃষ্টি দেয় বলেই না মাঠে মাঠে ফসল ফলে, গাছে গাছে সবুজ পাতা গজায় । সূর্য তো পারে কেবল রোদের তেজে সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে । অথচ দ্যাখো । পৃথিবীর লোকগুলো, সারাক্ষণ খালি, 'হা সূর্য !' হা সূর্য !' রাগে দাঁত কিড়মিড় করে শাওন মেঘের। কিন্তু উপায় নেই । সূর্যের গায়ে জোর অনেক বেশি । তার সাত ঘোড়ার রথ দেখলেই মেঘের দল যে যেদিকে পারে ছুটে পালায় । কিন্তু তবু শাওন মেঘ হাল ছাড়ে না । সে চুপিচুপি সৈন্য যোগাড় করে। যাতে একদিন মস্ত দলবল নিয়ে সূর্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায় ।

সূর্যদেব অবশ্য এসব কিছুই জানেন না । গরমকাল চলছে । তাই রোজ সাত-তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েন প্রাসাদ থেকে । যত দিন গড়ায়, তত তাঁর তেজ বাড়ে । গরমে নদী-নালা থেকে জল ধোঁয়া হয়ে ওপরে ওঠে। আর একটু ওপরে উঠলেই, মেঘের রাজা চট করে সেগুলোকে ধরে, মেঘ বানিয়ে, নিজের সৈন্যদলে ভর্তি করে নেয় । এমনি করতে করতে একদিন শাওন মেঘ বুঝল যে তার একটি বিশাল মেঘবাহিনী তৈরি হয়েছে। তাহলে আর দেরি কেন ? এবার তো সূর্যের সঙ্গে যুদ্ধে নামাই যায় !

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ । পরদিন সকালে সাত ঘোড়ার রথ নিয়ে আকাশের পথে নেমে সূর্যদেব অবাক। সারা রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে মেঘের দল । সবার সামনে শাওন মেঘ । তার হাতে আবার বিশাল এক খোলা তলোয়ার। কিন্তু সূর্যদেব তো আর যে-সে দেবতা নন । ভীষণ রেগে তিনি সেই মেঘের দলের মধ্যে দিয়েই রথ চালিয়ে দিলেন। অমনি বেধে গেল যুদ্ধ । সূর্যের বজ্র উঠল গুরগুর করে । শাওন মেঘের তরোয়াল ঝলসাতে লাগল সারা আকাশ জুড়ে । ভীষণ যুদ্ধ, ভীষণ যুদ্ধ । যুদ্ধ হতে হতে, হঠাৎ-ই শাওন মেঘের তলোয়ারের ঘা - এ সূর্যের রথ গেল ভেঙে । তখন কোনোও রকমে সেই সাত পক্ষীরাজ ভাঙা রথ আর সূর্যদেবকে নিয়ে উড়ে পালাল আলোর রাজ্যে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. আকাশের রাজা হবার ইচ্ছা কোন মেঘের ?
2. সাত ঘোড়ার রথ দেখলেই মেঘগুলো কী করে ?
3. গরমে নদী-নালার জলের কী অবস্থা হয় ?
4. সূর্যদেবের সঙ্গে কার যুদ্ধ হলো ?

ব্যস, যুদ্ধে জিতে এবার দারুণ খুশি শাওন মেঘ । সারা আকাশ জুড়ে শুরু হয়ে গেল মেঘেদের উৎসব । ঝমঝমে বৃষ্টির নাচে পা মেলাল মেঘের দলবল । সে নাচ আর থামেই না । পুকুর-নদী - নালা সব টই-টুম্বুর । মাঠের কচি কচি ধানের চারা জলের তলায় হাবুডুবু । সূর্যের মা প্রকৃতি, তখন বাতাসের হাত দিয়ে বারবার চিঠি পাঠাচ্ছেন সূর্যের কাছে। এবার তো আসা দরকার সূর্যের । নইলে যে ভারী বিপদ ।

এদিকে সূর্যদেব নিজেও পড়েছেন বড্ড বিপদে । রথ ভেঙে গেছে তাঁর । আর রথ ছাড়া তিনি সে-ই আলোর রাজ্য থেকে পৃথিবীতে আসবেন কীভাবে ? সবাই ভেবে অস্থির । শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি দিলে বাতাস । প্রকৃতিকে বললে,

"এক কাজ করো । আকাশের গায়ে একটা সাতরঙা সিঁড়ি বানাও। সেই সিঁড়ি বেয়ে সূর্য নেমে আসবে পৃথিবীতে ।"

"কিন্তু মেঘের দল আমাকে সিঁড়ি গাঁথতে দেবে কেন ? দেখলেই তো ভেঙে দেবে," বললেন প্রকৃতি ।

"চিন্তা করো না । আমি তখন এমন এলোমেলো বইব, যে মেঘের দল এদিক-ওদিক ছড়িয়ে যাবে। আর সেই সুযোগে তুমি চট্ করে গেঁথে ফেলবে সিঁড়িটা।"

পড়ে কী বুঝলে ?

1. সূর্যের মা কে ?
2. বাতাস প্রকৃতিকে কী বুদ্ধি দিলো ?
3. সাতরঙা সিঁড়ি বানাতে ঝুমকো লতা কোন রং দিলো ?
4. যুদ্ধে হেরে গিয়ে শাওন মেঘ কী ভাবলো ?

বাতাসের কথায় আশ্বস্ত হয়ে প্রকৃতি মা চললেন রং যোগাড় করতে । কিন্তু এমন ঘোর বর্ষায় রং পাওয়া যাবে কোথায় ? তবু এর মধ্যেই এগিয়ে এল ঝুমকোলতা । সে দেবে তার ফুলের বেগুনি রং । অপরাজিতা দিলে ঘন নীল । বৃষ্টিতে ভিজে ক্লান্ত কচুরিপানা ফুলের হালকা নীল রঙও লাগল কাজে । চালতা পাতা দিলে মখমলী সবুজ, স্বর্ণচাঁপা হলুদ আর কদম-ফুল কমলা । কিন্তু লাল রং তো পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও । ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে প্রকৃতি মা-এর চোখে পড়ল বেড়ার গায়ে বিন্দু বিন্দু লাল ফুল । চাইতেই ভারী খুশি হয়ে তরুলতা দিয়ে দিলে তার লাল রং । ব্যাস্ সাত রং তো যোগাড় হয়ে গেছে । এবার বাকি সিঁড়ি গাঁথা, প্রকৃতি মা চুপিচুপি খবর পাঠালেন বাতাসকে ।

পরদিন বেলা একটু বাড়াতেই, সারা আকাশ জুড়ে বইতে লাগল এলোমেলো হাওয়া । ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল মেঘের দল । সেই সুযোগে তাড়াতাড়ি প্রকৃতি মা গেঁথে ফেললেন সাতরঙা মস্ত এক সিঁড়ি । আর সেই সিঁড়ি বেয়ে তক্ষুনি নেমে এলেন সূর্যদেব । তাঁকে দেখেই ছুটে পালাল মেঘের দলবল । বৃষ্টি থেমে গেল । সাতরঙা রামধনুর আলোয় ভরে উঠল পৃথিবী । নিশ্চিন্ত হলেন প্রকৃতি মা । সূর্যের তাপে গা-হাত-পা শুকিয়ে নিল গাছপালা-পশুপাখি । শুধু রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে শাওন মেঘ ভাবলে, এর পরের বার আরও বেশি সৈন্য-সামন্ত যোগাড় করে সূর্যের সঙ্গে যুদ্ধে নামবে সে।

জেনে রোখো ঃ

চাঁদোয়া — মাথার ওপর কাপড়ের আচ্ছাদান

রাজপ্রাসাদ — রাজবাড়ি

শিষ্ট — ভদ্র

ছারখার করা — নষ্টকরা

আশ্বস্ত — ভরসা

পাঠবোধ

খালি জায়গায় সঠিক উত্তরটি লেখো ঃ

1. আলোর রাজ্যে ঘরবাড়ি সব নানা রঙের —— দিয়ে তৈরি ।

(ফুল, আলো)

2. আলোর রাজ্যের ঠিক মাঝখানে বিশাল ঝকঝকে —— প্রাসাদ ।

(সোনার, রুপোর)

3. আলোর রাজ্যে কোনও —— নেই ।

(শান্তি, অশান্তি)

4. রোজ —— সূর্যদেব তাঁর সাতটি রঙের, সাতটি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় টানা রথে চেপে প্রাসাদ থেকে বেরোন। (বিকেলবেলা, সকালবেলা)

5. স্বর্ণচাঁপা দিল —— রং । (হলুদ, কমলা)

6. —— রামধনুর আলোয় ভরে উঠল পৃথিবী । (সাতরঙা, আটরঙা)

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

7. আলোর রাজ্যে কোন কোন রঙের আলোর ফুল ফোটে ?

8. সূর্যদেবের মন্ত্রী কে ?

9. আলোর রাজ্যে প্রজা কারা ?

10. সূর্যদেবের মন্ত্রীর প্রাসাদের রং কী ?

11. সূর্যদেবের রথ টানে যে ঘোড়াগুলি তাদের নাম কী ?

12. সূর্যদেবের রথ যখন রাজপ্রাসাদে ঢুকে যায় তখন কী হয় ?

13. সূর্যের উপর কোন মেঘের রাগ ?

14. সূর্যদেব যখন রাত্রে বিশ্রাম নেন, তখন আকাশের দায়িত্ব কে নেয় ?

15. কোন্ তারাদের জ্বলজ্বলে আলো ?

16. শাওন মেঘ কাদের রাজা ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

17. সারা আকাশ জুড়ে কাদের মধ্যে যুদ্ধ হলো ? এবং
শাওন মেঘের সঙ্গে যুদ্ধে সূর্যের রথের কী দশা হলো ?

18. প্রকৃতি সূর্যের কাছে কী চিঠি পাঠালো ?

19. রামধনু তৈরি হলো কী ভাবে ?

20. রামধনুতে কয়টি ও কী কী রং থাকে ?

21. বানানগুলি শুদ্ধ করে লেখো ঃ

মন্ত্রি	অসংখ
জলজলে	রামধনূ
সূর্য্য	তরুলতা

22. নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য বানাও ঃ

মিটমিটে	আঁধার
নদী -- নালা	দলবল
অসংখ্য	উপায়

23. এই বানানগুলি মনে রেখো ঃ

শিষ্ট	পক্ষীরাজ
ক্ষমতা	মস্ত
দারুণ	অস্থির

উচ্চে ওঠার মই

অপূর্ব দত্ত

সাত বছরের মেয়ের নাকি সাতাশখানা বই,
বাপরে কী হৈ চৈ ।

ঢাউস ব্যাগে জলের বোতল, টিফিনকারি, ছাতা,
খান পঁচিশেক খাতা ।

ব্যাগের ভারে পিঠ বেঁকে যায়, ঘাড় হয়ে যায় কাত,
বয়স মোটে সাত ।

দিন শুরু হয় সকাল ছ'টায়, শেষ হতে রাত আটটা,
তোমারা ভাব ঠাট্টা ।

গানের ইস্কুল, নাচের টিচার, সাঁতার শিখে ফেরা,
সব বিষয়ে সেরা ।

কম্পিউটার ? আজকের দিনে সেটাও শেখার আছে
আঁকা ? বাবার কাছে ।

সময় যদি বাঁচে তখন কুইজ, 'কড়োরপতি'
এটাই অগ্রগতি ।

সাত বছরের মেয়ের নাকি সাতাশখানা বই,
উচ্চে ওঠার মই ।

কাব্য পরিচয় ঃ

কবিতাটিতে বর্তমান সমাজের এক বাস্তব ছবি এঁকেছেন কবি । যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সময়ের হাত ধরে ছুটে চলেছে এখনকার পৃথিবী । দুরন্ত অথচ আনন্দের শৈশব শিশুর জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছে ।

সাত বছরের মেয়ে, যে নিতান্তই শিশু, তার পড়ার জন্য চাই সাতাশখানা বই আর পঁচিশখানা খাতা। নানারকম জিনিসে ভর্তি বিশাল ব্যাগের ভারে শিশু নুয়ে পড়েছে । শুধু পড়া নয়, গান, নাচ, সাঁতার, ছবি আঁকা সবেতেই তাকে সেরা হতে হবে । আবার কম্পিউটার না জানলে আজকের যুগে সে অচল। এত কিছুর পরে, সময় বাঁচলে 'ক্যুইজ' 'কড়োরপতি' ইত্যাদিও চলবে । কারণ, সম্প্রতিককালে এটাই নাকি অগ্রগতির পথ। উঁচুতে ওঠার জন্য এই সমস্ত কিছুর ভীষণ প্রয়োজন ।

কবি এই কবিতায় প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের আড়ালে শিশুর হারিয়ে যাওয়া শৈশবের কথাই যেন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

জেনে রাখো ঃ

মই	— বাঁশের সিঁড়ি ।	**উচ্চ**	— উঁচু ।
ঢাউস	— বিরাট।	**ঠাট্টা**	— পরিহাস, রঙ্গ ।
অগ্রগতি	— এগিয়ে চলা ।	**সেরা**	— সবচেয়ে ভালো ।

পাঠবোধ ঃ

সঠিক শব্দটি লেখো ঃ

1. **সাত বছরের মেয়ের নাকি .... বই ।**

   (ক) বারোখানা (খ) সাতাশখানা (গ) তিরিশখানা

2. **দিন শুরু হয় সকাল ছটায়, শেষ হতে রাত ....।**

   (ক) সাতটা (খ) দশটা (গ) আটটা

3. **গানের ইস্কুল, নাচের টিচার, ... শিখে ফেরা । সব বিষয়ে সেরা ।**

   (ক) সাঁতার (খ) আবৃত্তি (গ) ছবি আঁকা

4. **ঢাউস ব্যাগে জলের বোতল । টিফিনকারি, ... খান পঁচিশেক খাতা ।**

   (ক) লাঠি (খ) স্কেল (গ) ছাতা

5. **.. আজকের দিনে সেটাও শেখার আছে ।**

   (ক) মার্শাল আর্ট (খ) কম্পিউটার (গ) জিমন্যাস্টিক

উত্তর দাও ঃ

6. সাত বছরের মেয়ের জন্য কটা বই চাই ?
7. ক'খানা খাতার দরকার হয় ?
8. স্কুলের ব্যাগে কী কী আছে ?
9. ভারি ব্যাগ বয়ে নিয়ে যাবার কারণে মেয়েটির কী অবস্থা হয় ?
10. সাত বছরের মেয়ের দিনের শুরু আর শেষ কখন হয় ?
11. পড়াশোনা ছাড়াও আর কী কী মেয়েটিকে শিখতে হয় ?
12. ছবি আঁকা সে কার কাছে শেখে ?
13. পড়াশোনা, নাচ-গান, আঁকা ইত্যাদি করার পর সময় বাঁচলে সাত বছরের মেয়েটি আর কী কী করে ?
14. মই কোন্ কাজে লাগে ?

15. সাত বছরের মেয়েকে এত সব কিছু কেন করতে হয় ?

16. উচ্চে ওঠার মই কাকে বলা হয়েছে ?

17. বাক্য বানাও ঃ

ঢাউস, ছাতা, সাঁতার, কুইজ, কম্পিউটার, মই ।

18. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

দিন, সেরা, সময়, মেয়ে, বাবা, উচ্চ ।

19. নিচের শব্দগুলির বহুবচন লেখো ঃ

টিচার, জলের বোতল, ব্যাগ, ছাতা, মেয়ে, বই ।

20. নিচের দুই সারি শব্দ দেওয়া রয়েছে। সঠিক ভাবে শব্দগুলো রেখা টেনে মিলিয়ে দাওঃ

রাত	ব্যাগ
সকাল	বোতল
জলের	বই
ঢাউস	ছটা
সাতাশখানা	আটটা
গানের	টিচার
নাচের	ইস্কুল

করতে পারো ঃ

কবিতাটি আবৃত্তি করতে পারো । জলের বোতল, বই-খাতা, ছাতা ইত্যাদির ছবি আঁকতে পারো। পড়া এবং অন্যান্য কাজের ফাঁকে সময় বাঁচিয়ে খেলাধূলার মাধ্যমে নিজেদের শৈশবের আনন্দ উপভোগ করার চেষ্টা করো ।

চিঁ চিঁ

গৌর বৈরাগী

সকালে ঘুম ভাঙতেই হাই উঠল রাজামশায়ের । পর পর তিনটি হাই । এ রকম তো কোনোদিন হয় না। ঘুম ভাঙলে জানালার সামনে দাঁড়ান ।

পূর্ব দিকে সূর্য উঠে পড়েছে । বাগানে গাছে গাছে ফুল ফুটেছে । হাওয়ায় গন্ধ আসছে ফুলের। সেই সঙ্গে পাখি ডাকছে । এইসব দৃশ্য দেখলে মনটা ভালো থাকে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. সকালে ঘুম ভাঙতেই রাজার পর পর ক'টা হাই উঠলো ?
   ক. তিনটে খ. চারটে
   গ. পাঁচটা ঘ. ছয়টা
2. সকাল ঘুম ভাঙতে কোন বিচ্ছিরি কান্ডের জন্য রাজা অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন ?
   ক. কাক ডাকার জন্য খ. হাই ওঠার জন্য
   গ. অসময়ে খিদে পাওয়ার জন্য ।
   ঘ. আবার ঘুম পাওয়ার জন্য ।
3. আকাংখ্যা কে ?
   ক. রাজার খাস চাকর খ. দাসী
   গ. সেনাপতি ঘ. মন্ত্রী

মনটা ভালো আছে আজ । নীল আকাশের গা দিয়ে একটা সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে । দেখতে দেখতে আবার একটা হাই উঠল । ভয় হয়ে গেল রাজামশায়ের । এ আবার কী কান্ড । বলা নেই কওয়া নেই ঘন ঘন হাই উঠছে কেন? আকাংখ্যা আকাংখ্যা বলে ডাক দিলেন ।

আকাংখ্যা হল রাজামশাইয়ের খাস চাকর । চায়ে বুটি ভিজিয়ে সে সবে মুখে তুলেছে তখনই ডাক পৌঁছোল। আজ্ঞে । বলে দাঁড়াল সে ।

আকাংখ্যা আমার ঘন ঘন... । কথা শেষ হবার আগেই রাজামশাই হাঁ করে হাইটা তুলে বললেন, ওই দেখলে, এটা হল সাত নম্বর । এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ হল দেখছি ।

আমার একবার এমন হয়েছিল বুঝলেন । আকাংখ্যা নরম গলায় বলল, পর পর তেরোটা হাই ওঠার পর থামল। আপনারও হয়তো ।

তার মানে আমার তেরোটা উঠবে এখনও । না তেরোটা নয় । আকাংখ্যা হাসল, সাতটা তো উঠেই গেছে। আরও ছ'টা হাই উঠবে । তার মধ্যে আমার চা-বুটি খাওয়া হয়ে যাবে ।

চা বুটি শেষ করে সে যখন এল তখন রাজামশাই আঠারো নম্বর হাইটা তুলছেন ।

আকাংখ্যা । রাজামশাই বললেন, তুমি রাজসভায় খবরটা পৌঁছে দাও ।

রাজসভা তখনও বসেনি । মন্ত্রী পাইচারি করছে । সেনাপতি চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছে । পাত্র মিত্র সব আসব আসব করছে । মন্ত্রীর কাছে গিয়ে আকাংখ্যা বলল, বিচ্ছিরি একটা কান্ড হচ্ছে মন্ত্রীমশাই ।

মন্ত্রী বলল, কী কান্ড আকাংখ্যা ।

সকাল থেকে রাজামশায়ের ঘন ঘন হাই উঠছে ।

সর্বনাশ, এ কী অলক্ষুণে কথা আকাংখ্যা । এত লোক থাকতে হাই উঠবে কিনা রাজামশায়ের। চলো চলো ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. রাজামশায়ের হাই ওঠার জন্য মন্ত্রীর মনে কোন সন্দেহ দেখা দিয়েছিল ?
2. কৃপাচার্যকে ডাকতে কে গিয়েছিল ?
3. হাই তোলা বন্ধ করার জন্য কৃপাচার্য কি উপায় বললেন ?

মন্ত্রী যেতেই রাজামশাই বললেন, এই মাত্তর বাইশ নম্বরটা উঠল ।

ভারী মুষড়ে পড়েছেন । চোখ দুটো ছল্ ছল্ করছে । ঘাড়টা নুয়ে পড়েছে । গলায়ও তেমন জোর নেই।

মন্ত্রী বলল, লক্ষণ ভালো নয় রাজামশাই ।

তাহলে কি মারা যাব মন্ত্রী ।

ছিঃ ছিঃ অমন কথা মুখে আনবেন না । আমি ভাবছি অন্য কথা ।

অন্য কথা কী মন্ত্রী ।

মন্ত্রীমশাই বলল, নিশ্চয়ই কোনো অকল্যাণ হবে রাজ্যে । জ্যোতিষিকে ডেকে একবার গণনা করে নিতে হয় ।

তাহলে তাই ডাকো ।

মন্ত্রী গলা তুলে ডাকল, সেনাপতি ।

ঠিক জানি আপনি আমাকেই ডাকবেন । সেনাপতি মুখ ঝামটা দিল, আমার ভালো আপনি দুচোখে দেখতে পারেন না । কাল সারারাত আমি দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি । তা জানেন।

কথার মধ্যেই রাজামশাই হাঁ করে আবার হাই তুললেন । তারপর বললেন, তেইশ।

সেনাপতি আর কী করে । দেখেটেখে বলল, যাই, খবরটা দিই । আমার হয়েছে জ্বালা ।

খবর শুনে কৃপাচার্য ছুটে এল । রাজামশাই তখন খাটে আধশোয়া । ঢুলঢুল চোখে তাকাচ্ছেন।

মুখে কথা নেই । কৃপাচার্য রাজজ্যোতিষী । এক পলকেই তার যা দেখার দেখা হয়ে গেল । গম্ভীর মুখে ঘরের মেঝেতেই খড়ি দিয়ে ঘর কেটে ফেলল । খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে । তারপর বলল, হয়েছে ।

মন্ত্রী বলল, কী হয়েছে কৃপাচার্য ?

আজ প্রভাতে সাতটা তেরো মিনিট তিরিশ সেকেন্ড গতে একটা করাল যোগ ছিল । সেই যোগের খপ্পরে পড়েছেন আমাদের রাজামশাই ।

ঠিক সেই সময় তোলা হাই বন্ধ করে রাজামশাই বললেন, চব্বিশ ।

দূর ছাই কাজের সময় যত ডিসটার্ব ।

রাজামশাই মিয়োনো গলায় বললেন, কথাটা কি আমাকে বললে মন্ত্রী ?

না না আপনাকে নয় । মন্ত্রী জিভ কাটল । আপনার হাইটাকে বললুম ।

তারপর কৃপাচার্যের দিকে মন্ত্রী বলল, এখন উপায় ।

কৃপাচার্য হাসল । আমি যখন এসে পড়েছি তখন আর কোনো ভয় নেই । আপনি ফর্দ লিখুন। সংকটমোচন যজ্ঞ করতে হবে । তবেই সব সমস্যার সমাধান । মড়ক বন্ধ, শস্যহানি বন্ধ, অতিবৃষ্টি বন্ধ ।

রাজামশাই বললেন, আর আমার হাই !

ওটাও বন্ধ হবে রাজামশাই ।

কিন্তু হল না । সকাল গড়িয়ে দুপুর এসে পড়ল । রাজসভার একদিকে যজ্ঞের আগুন জ্বলছে। আগুনে ঘি ঢালা হচ্ছে । ধূপধুনো গুগগুলের গন্ধ আর কৃপাচার্যের গম্ভীর গলার মন্ত্রোচ্চারণ । রাজবাড়ি গম্‌গম্‌ করছে। চারদিকে পুজো পুজো ভাব । কিন্তু কোথায় কী ? রাজামশায়ের হাই উঠেই যাচ্ছে। উঠেই যাচ্ছে ।

মন্ত্রী কাছে গিয়ে বলল, এটা কত নম্বর উঠল রাজামশাই ?

মিন্‌ মিন্‌ করে রাজামশাই বললেন, গোনা ছেড়ে দিয়েছি মন্ত্রী।

বলে খাটে এবার সোজা শুয়ে পড়লেন ।

মন্ত্রী বলল, নাঃ আর কৃপাচার্যের উপর ভরসা করা যায় না । যত বেলা বাড়ছে অবস্থা খারাপ হচ্ছে । এখন কী হবে সেনাপতি ?

কী আর হবে । সেনাপতি হাত মুখ নেড়ে বলল, আমি আগেই জানতুম । ওই কৃপাচার্যকে দিয়ে কিস্যু হবে না । আমাদের শশী ডাক্তারকে বরং ডাকুন ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. রাজজ্যোতিষের যজ্ঞে কোন ফল না পেয়ে রাজার হাই তোলা বন্ধ করার জন্য কাকে ডাকা হলো ?
2. শশি ডাক্তার রাজামশায়ের পেটের থেকে কোন শব্দ শুনতে পেলেন ?

শশী ডাক্তার খুব নাম করা । ওষুধের গুণে মরা মানুষ দেখতে দেখতে বিছানায় উঠে বসে । রাজামশায়ের শরীর খারাপ, শুনে কী হয়েছে, কী হয়েছে বলে ছুটে এল ।

মন্ত্রী বলল, সকাল থেকে রাজামশাইয়ের হাই উঠছিল । এখন সেটা থেমেছে । কিন্তু এদিকে...।

হাত বাড়িয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা রাজামশাইকে দেখাল মন্ত্রী ।

রাজামশাই শুয়ে আছেন । শরীরের দু'দিকে দুটো হাত পড়ে আছে । চোখ বন্ধ । নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না । আপনি একবার দেখুন ডাক্তারবাবু ।

শশীডাক্তার বলল, রাজামশাই কী অসুবিধে আপনার !

রাজামশাই কথা বললেন না ।

আপনার জিবটা একবার দেখান ।

রাজামশাই জিব দেখালেন না ।

চোখটা একবার খুলুন ।

রাজামশাই চোখ খুললেন না ।

তাড়াতাড়ি হাত টেনে নাড়ি দেখল ডাক্তার । চোখ টেনে চোখের কোণ দেখল । তারপর কল বার করে বুক দেখতে দেখতে বলল, এতো মেরেই এনেছ দেখছি । কোত্থাও কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না ।

মন্ত্রী বলল, আপনি একটু ভালো করে দেখুন ।

সেই ভালো করে দেখতে গিয়ে হঠাৎ চোখমুখ চক্‌চক্ করে উঠল ডাক্তারের । কলটা তখন বুক থেকে নেমে পেটের কাছে ঘোরাঘুরি করছে ।

পেয়েছি পেয়েছি ।

কী পেয়েছেন ডাক্তারবাবু ।

একটা শব্দ । পেট থেকেই ওই শব্দটা সাড়া দিচ্ছে । চুঁই চুঁই, চুঁই চুঁই ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. শশীডাক্তার রাজামহাশয়ের গলা থেকে কোন শব্দ শুনতে পেলেন ?
2. কোন্ শব্দের মানে বের করার জন্য শম্ভু মাস্টারকে ডাকা হলো ?

চুঁই চুঁই না চই চই। সেনাপতি বলল, আমাদের মদন পুকুর থেকে হাঁস তোলার সময় বলে, চই চই, চই চই।

উফ্, কথার ওপর কথা বলা আমি পছন্দ করি না। শশীডাক্তার বেশ রাগী গলায় বলল, আমি বলছি ওটা চুঁই চুঁই।

বেশ একটা শব্দ তো পেলেন। মন্ত্রী মাঝখান থেকে বলে উঠল, তবু যদি ওটার একটা মানে থাকত।

তাহলে।

দাঁড়াও দাঁড়াও। শশীডাক্তার গলা তুলল, আপনার পেটে কী কষ্ট রাজামশাই।

একথায় শরীরটা যেন একটু নড়ল। গলাটা যেন একটু কাঁপল। কিছু কথা বলছেন নাকি। হ্যাঁ হ্যাঁ যেন কিছু বললেন রাজামশাই। কিন্তু গলার তো আর জোর নেই। শব্দই বেরল না।

দাঁড়াও দাঁড়াও। শশীডাক্তার রাজামশায়ের মুখের কাছে কান পাতল। কী কষ্ট রাজামশাই।

আবার যেন গলাটা কাঁপল। ঠোঁটটাও বুঝি নড়ল একটু।

মন্ত্রী বলল, কিছু শুনতে পেলেন ডাক্তারবাবু।

পেলুম।

কী পেলেন ?

একটা শব্দ।

কী শব্দ ?

একটা চিঁ চিঁ শব্দ।

যাক বাবা একটা শব্দ তো পেলেন। মন্ত্রী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, এবার আপনার ওষুধ দিন।

এ তো আচ্ছা ঝামেলা হল দেখছি। ডাক্তারের গলায় রাগ। চিঁ চিঁ-র মানেটা না জেনে ওষুধ দিলে হিতে বিপরীত হবে যে মন্ত্রীমশাই। চিঁ চিঁ মানে হয়তো পেটে মোচড়। তেমন হলে একরকম ওষুধ হবে। আবার ওটার মানে যদি হয় পেট কামড়ানো তাহলে আলাদা ওষুধ।

মন্ত্রী বলল, বেশ বেশ তাহলে এখন আমাদের কী করতে হবে সেটাই বলুন।

চিঁচিঁর মানেটা বার করতে হবে।

মন্ত্রী বলল, এ আর বেশি কথা কী।

কিন্তু কে বলবে ! কে বলবে ! দেখতে গিয়ে সেনাপতির দিকেই চোখ পড়ল মন্ত্রীর ।

কিছু বলার আগেই সেনাপতি বলল, আমাকে যেন আবার মানে টানে বার করতে বলবে না মন্ত্রী । কাল সারারাত আমি দুচোখের পাতা...

উফ্ । কথার মাঝখানে মুখ ঝামটা দিল মন্ত্রী, ওটা একুশবার শোনা হয়ে গেল । মানে টানে জানা তোমার কাজ নয় সেটা জানি । কিন্তু মানেটা কে বলতে পারে, সেটা তো সেনাপতি হয়ে জানতে হবে তোমাকে ।

সেটা আর জানি না । সেনাপতি হাসল, বাংলায় মাস্টার শম্ভু মান্নার চাইতে ভালো আর কে জানবে।

ঠিক তাই । শম্ভু মাস্টার বাংলাটা গুলে খেয়েছে । চার পাতা পাঁচ পাতার পদ্য টানা মুখস্থ বলে যেতে পারে । নিজেও কবিতা লেখে । চিঁ চিঁ শব্দের মানে জানলে ওই জানবে ।

সেনাপতি বলল, পেয়াদা শম্ভুমাস্টারকে বুলাও ।

রাজবাড়িতে ডাক পড়েছে । এ তো কম কথা নয় । একটু সেজেগুজে নিল শম্ভুমাস্টার। ধুতি পাঞ্জাবি, গলায় একটা ওড়না । হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল সে । তারপর মন্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, বলুন কী আদেশ !

তোমাকে একটা মানে বলতে হবে শম্ভু ।

মানে ?

হ্যাঁ, মানে না হলে ওষুধ দেওয়া যাচ্ছে না । চিঁ চিঁ মানে কি শম্ভু ?

চিঁ চিঁ । শম্ভু যেন আকাশ থেকে পড়ল, এটা একটা শব্দ হল মন্ত্রীমশাই ।

বাংলায় কত ভালো ভালো শব্দ রয়েছে । তার থেকে একটা বলুন না হয় । তা নয় আপনি কোথা থেকে আনলেন চিঁ চিঁ-কে ।

ওটার কি কোনো মানে নেই শম্ভু ।

তা থাকবে না কেন ? শম্ভু মান্না হাসল, আমার কাছে সব আছে । পেয়াদা-বলে হাঁক দিল শম্ভু, বাড়িতে গিয়ে আমার ডিকশেনারিটা নিয়ে এস । বেঙ্গলি টু বেঙ্গলি ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. শম্ভুমাস্টার পেয়াদাক দিয়ে বাড়ি থেকে কি আনতে চাইলো ?
   ক. কবিতার বই   খ. গল্পের বই
   গ. ডিকশনারি   ঘ. ব্যাকরণের বই
2. 'খাকা খোকা' বলে রাজামশায়ের ঘরে কে ঢুকলেন ?
   ক. কাকিমা   খ. মা
   গ. পিসিমা   ঘ. ঠাকুমা
3. খিদের শরীর দুর্বল হলে গলা দিয়ে কোন শব্দ বের হয় ?
   ক. চিঁ চিঁ   খ. চুঁই চুঁই
   গ. চই চই   ঘ. চিঁহি চিঁহি

ঠিক এইসময় খোকা খোকা বলে ঢুকলেন রাজামশায়ের মা। মা এখনও খোকা বলেই ডাকেন রাজামশায়কে। ওই ডাকেই যেন শরীরটা নড়ে উঠল। বন্ধ চোখের পাতা যেন খুলব খুলব হল।

মা খোকার ওপর ঝুঁকে পড়েছেন। সকাল থেকে পুজোর ঘরেই কেটে যায় আধবেলা। পুজো সেরে বেরোতেই শুনলেন খোকার নাকি শরীর খারাপ।

কী হয়েছে আমার খোকার ?

মন্ত্রী বলল, অবস্থা, খুব খারাপ মা। প্রথমে উঠছিল হাই। এখন সেটা বন্ধ হয়েছে। সেই সঙ্গে কথাও বন্ধ। কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু-- শুধু কী !

এখন শুধু পেট থেকে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে চুঁই চুঁই। গলা থেকে উঠছে চিঁ চিঁ।

সকাল থেকে কী খেয়েছে আমার খোকা।

কিচ্ছু না মা। খাবার মতো অবস্থা নেই।

তাই নাকি। রাজামশায়ের মা দুম্ দুম্ করে পা ফেলে ঘর ছাড়লেন। যখন ফিরলেন তখন সাদা কাচের ডিসে গরম গরম ফুলকো লুচি আট দশখানা। বাটিতে গরম আলুর দম। সঙ্গে একটা লেডিকেনি। রাজামশায়ের খুব প্রিয়।

ও খোকা, খোকা হাঁ কর। আলুর দম আর গরম লুচি এনেছি।

কী আশ্চর্য, এ কথায় রাজামশায় হাঁ করলেন। হাঁয়ে একটা লুচি ভরে দিলেন মা। আরও আশ্চর্য, দেখতে দেখতে রাজামশায় উঠে বসলেন খাটে।

মুখের ভেতর লুচি আর আলুর দম। তারপর চোখ দুটো খুলতেই মা বললেন, খোকা তুই এই সব কটাকে এক্ষুনি বিদেয় কর।

হাত জোড় করে মন্ত্রী দাঁড়াল সামনে। আমাদের কী অপরাধ মা।

খোকার পেটে সকাল থেকে একটা দানাও পড়েনি। পেটে এক পেট খিদে থাকলে চুঁই চুঁই শব্দ হয় এটাও জানো না কেউ। আর খিদেয় শরীর দুর্বল হয়ে গেলে গলা দিয়ে চিঁ চিঁ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ বেরোয় না। বুঝলে।

পাঠবোধ ঃ

খালি জায়গায় সঠিক শব্দটি লেখো ঃ

1. **'চিঁ চিঁ গল্পটি .... লিখেছেন ।**

(গৌর বৈরাগী, নিমাই বৈরাগী)

2. **রাজামশাই আকাংখ্যাকে .... খবরটা পৌঁছে দিতে বললেন ।**

(রাজসভায়, অন্দর মহলে)

3. **চুঁই / চুঁই শব্দ .... থেকে শোনা গেল ।**

(গলা, পেট,)

4. **শম্ভু মাস্টার .... শিক্ষক ।**

(বাংলার, ইতিহাসের)

5. **রাজামশায়ের মায়ের সকাল থেকে .... সময় কাটে ।**

(রান্নাঘরে, পুজোর ঘরে)

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

6. সকালে কী দেখলে রাজার মন ভাল থাকে ?
7. রাজা যখন আকাংখ্যাকে ডাকলেন, সে তখন কী করছিল ?
8. সেনাপতি কেন মন্ত্রীকে মুখ ঝামটা দিল ?
9. রাজ জ্যোতিষিকে কেন ডাকা হলো ?
10. রাজা বাড়িতে আসার আগে শম্ভু মাস্টার কী করলো ?
11. কৃপাচার্য কে ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

12. কৃপাচার্যের মতে রাজামশায়ের হাঁই ওঠার কারণ কী ?

13. সংকট মোচন যজ্ঞ করলে কি ফল পাওয়া যায় ?

14. রাজামশায়ের মা রাজামশায়ের জন্য কি নিয়ে এলেন ? এবং তিনি কেন সব লোকজনদের চলে যেতে বললেন ?

15. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

কল্যাণ

বাধ

সুবিধা

পছন্দ

দুর্বল

সুগন্ধ

17. নিচের শব্দগুলি দিয়ে ছোট ছোট বাক্য লেখো ঃ

অপরাধ

ওষুধ

রাজসভা

গম্ভীর

প্রিয়

করতে পারো :

তোমরা নিজেরাই এই নাটকটি অথবা নতুন কোন ছোট নাটক যোগাড় করে, অভিনয় করতে পারো। নাটক অভিনয়ের জন্য সব সময় যে সুসজ্জিত মঞ্চ দরকার, তা মোটেই নয় । বিনা মঞ্চে এখন অনেক নাটক অভিনীত হচ্ছে । এমন কি রাস্তার ধারেও নাটকের অভিনয় হয় । একে পথ-নাটিকা বলা হয় ।

18. নিচের শব্দগুলি অশুদ্ধ । এদের শুদ্ধ করে লেখো :

আটারো

মন্ত্রি

শরির

দূর্বল

পূজো

ছবিতে গল্প — সুকুমার রায়

বুঝবার ভুল

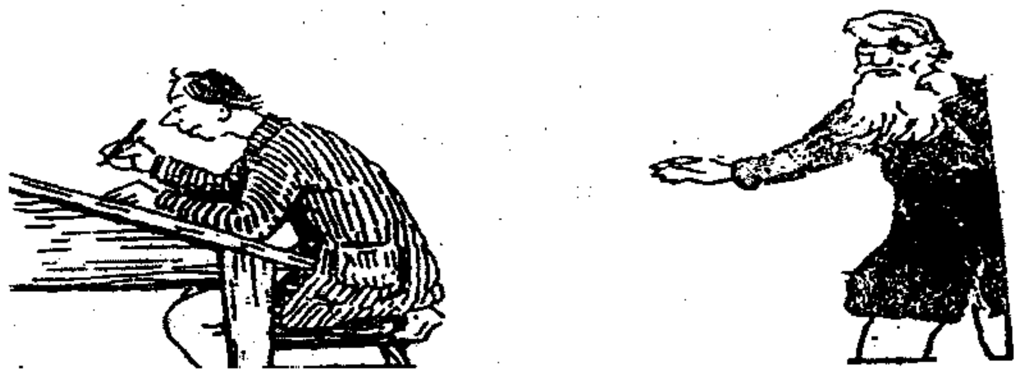

এমনি পড়ায় মন বসেছে, পড়ার নেশায় টিফিন ভোলে ।
সামনে গিয়ে উৎসাহ দেই মিষ্টি দুটো বাক্য বলে ।

পড়ছ বুঝি ? বেশ বেশ বেশ ! এক মনেতে পড়লে পরে
"লক্ষ্মীছেলে — সোনার ছেলে" বলে সবাই আদর করে ।

এ আবার কি ? চিত্র নাকি ? বাঁদর পাজি লক্ষ্মীছাড়া—
আমায় নিয়ে রংতামাসা ! পিটিয়ে তোমায় করছি খাড়া ।